চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 89 Wednesday, 28 February, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৮৯ সংখ্যা ❋ ১৫ ফাল্গুন, ১৪৩০, বুধবার, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার চোরাই অটো। ধৃত এক অটো চালক। অভিযুক্ত অটোচালকের নাম আশাদুর রহমান মন্ডল অরফে আশা। ...বিস্তারিত পাতা ৩

লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন বিজেপি কিষান মোর্চার মন্ডল সদস্য রামকৃষ্ণ সরকার। ...বিস্তারিত পাতা ৫

প্রতি বছর ২৮ ফেব্রুয়ারি পালিত হয় জাতীয় বিজ্ঞান দিবস। এই দিনই কিংবদন্তি পদার্থবিজ্ঞানি সি ভি রমন ওই সূত্র আবিস্কার করেছিলেন। ...বিস্তারিত পাতা ৬

চোট সারার কোনও লক্ষণ নেই। অস্ত্রোপচার করাতেই হবে। যে কারণে আইপিএলে তাঁকে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এ বার টি২০ বিশ্বকাপেও নেই সামি। ...বিস্তারিত পাতা ৭

## শাহজাহানের গ্রেফতার ইস্যুতে ফের কলকাতা হাইকোর্টকে দুষলেন অভিষেক

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ** কলকাতা হাইকোর্ট মানেনি। কিন্তু তারপরও সন্দেশখালি নিয়ে নিজের অভিযোগে অনড় রইলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ, মঙ্গলবার সন্দেশখালির অশান্ত পরিস্থিতির জন্য পুনরায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকেই দায়ী করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তবে এবার নিজের বক্তব্যের প্রমাণও দেখালেন অভিষেক। আজ সোশ্যাল মিডিয়ায় আদালতের নির্দেশনামা পোস্ট করেছেন অভিষেক। শাহজাহানকে কেন এতদিন গ্রেফতার করা যায়নি? এই প্রশ্নে এখনও আদালতকেই দুষছেন অভিষেক। এদিকে গতকাল সোমবার কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়েছিল, শাহজাহানকে গ্রেফতার করার ক্ষেত্রে কোনওদিন স্থগিতাদেশ ছিল না। পুলিশ চাইলেই গ্রেফতার করতে পারত তাঁকে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা হাইকোর্টের এই রায়কেই আবার হাতিয়ার করে এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'ক্রোনোলজি' বুঝুন। গত ৭ ফেব্রুয়ারি স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছিল। ঠিক তার পরের দিন অর্থাৎ ৮ ফেব্রুয়ারি থেকেই হিংসা ও বিক্ষোভ শুরু হল। বিজেপি এবং বাংলা বিরোধী কিছু গণমাধ্যম সুবিধাবাদীদের মতো যাবতীয় সুযোগ নিল। সোমবার কলকাতা হাইকোর্ট এই বিষয়ে বিভ্রান্তি দূর করতেই সন্দেশখালির মানুষ দ্রুত সুবিচার পাবেন আশা করছেন। অন্যদিকে এক্স হ্যান্ডেলে কলকাতা হাইকোর্টের একটি নির্দেশনামা পোস্ট করেছেন অভিষেক। সেখানেই তিনি লিখেছেন, 'গত ৭ ফেব্রুয়ারি সন্দেশখালি নিয়ে পুলিশের তদন্তে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছিল। ঠিক তার পরের দিন ৮ ফেব্রুয়ারি থেকেই হিংসা এবং বিক্ষোভ শুরু হয় সন্দেশখালিতে।' তখন থেকেই সন্দেশখালির তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শাহজাহান -সহ তাঁর অনুগামীদের গ্রেফতারের দাবিতে পথে নেমেছিলেন সন্দেশখালির মানুষজন। পুলিশের নিস্ক্রিয়তার অভিযোগ তোলেন বিরোধীরা। এক্স হ্যান্ডেলে অভিষেক লিখেছেন, 'আসলে পুলিশের উপর জারি হওয়া ওই স্থগিতাদেশেরই সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে বিজেপি এবং বাংলা বিরোধী কিছু গণমাধ্যম।' অভিষেক যে নথি পোস্ট করেছেন সেখানে দেখা যাচ্ছে, কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্য পুলিশকে ইডির আবেদন সংক্রান্ত মামলায় কোনও পদক্ষেপ এবং তদন্ত না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া তদন্তে স্থগিতাদেশ দেওয়া থাকলে গ্রেফতার করার ক্ষেত্রে বাধা হয়। কারণ তদন্তই যদি করা না যায় তাহলে গ্রেফতার কেমন করে করা যাবে। এটাই বোঝাতে চেয়েছেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ।

## ভোটের মুখে ফের রাজ্যজুড়ে প্রচার অভিযানে নামছেন অভিষেক

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ** নির্বাচনের মুখে আবারও রাজ্যজুড়ে প্রচার অভিযানে নামছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ১০ মার্চ ব্রিগেড সমাবেশের পরই রাজ্য চষে ফেলবেন অভিষেক। দলীয় সূত্র মারফত এমনই জানা যাচ্ছে। অভিযানের অভিমুখ কীরকম থাকবে, সেই নীলনকশা তৈরি করা নিয়ে এই মুহূর্তে চরম ব্যস্ততা তৃণমূল শিবিরে। মাঝখানে তৃণমূলের অন্দরে প্রবীণ-নবীন দ্বন্দ্ব নিয়ে যখন চূড়ান্ত কাটাছেঁড়া চলছিল, সেই সময় ডায়মন্ড হারবারের সংসদীয় এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন কর্মসূচি। রাজনৈতিক মহল থেকে বার বার জানতে চাওয়া হচ্ছিল, তবে কি রাজ্যওয়াড়ি প্রচার অভিযানে নামবেন না অভিষেক? এই প্রশ্নের উত্তর হিসেবেই এবার তৃণমূল শিবির সূত্রে জানা যাচ্ছে, ১০ তারিখের ব্রিগেড সমাবেশের পরই রাজ্যওয়াড়ি প্রচার অভিযানে নামছেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার ইস্যুকে হাতিয়ার করে আসরে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। 'জমিদারি হঠাও, বাংলা বাঁচাও', এই স্লোগানকে সামনে রেখেও আন্দোলনের সুর চড়াতে দেখা গিয়েছে ঘাসফুল শিবিরকে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার সেই ইস্যুকে হাতিয়ার করেই এবার লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রচার অভিযানে নামতে চলেছেন অভিষেক। এর আগে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তৃণমূলে নবজোয়ার কর্মসূচিতে নামতে দেখা গিয়েছিল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে। রাজ্যব্যাপী টানা দু'মাস বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরেছেন তিনি। ক্যাম্পে রাত কাটিয়েছেন। সেখানে মূলত কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগই হাতিয়ার ছিল অভিষেকের। সেই অভিযানের পর পঞ্চায়েত নির্বাচনে দুর্দান্ত সাফল্যও পেয়েছিল তৃণমূল। এরপরই তৃণমূলের অন্দরে প্রবীণ-নবীন দ্বন্দ্বের ছবি প্রকাশ্যে চলে আসে। রাজনৈতিক মহলে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল, দুর্গাপুজোর পর ফের একবার তৃণমূলে নবজোয়ার কর্মসূচি শুরু হবে। কিন্তু তখন তা শুরু হয়নি। বরং প্রবীণ-নবীন দ্বন্দ্বের আবহে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রেই নিজের কর্মসূচিগুলিকে আবদ্ধ রাখছিলেন অভিষেক। নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে দলের কর্মিসভায় শুধুমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি পোস্টারে ছিল। সেই নিয়েও যথেষ্ট জলঘোলা হয়েছিল।

এসব ঘটনা কাটিয়ে ব্রিগেডের কর্মসূচিকে সামনে রেখে অভিষেকের অফিস আবারও সক্রিয়। সূত্রের খবর, লোকসভা ভোটের আগে এই সক্রিয়তা আরও বাড়বে। ফের একবার রাজ্যব্যাপী অভিযানে দেখা যাবে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে। আগামী ১০ মার্চের পরই এই কর্মসূচি শুরু হবে বলে জানা যাচ্ছে। তবে এবারও কি তিনি আবার টানা দিনের পর দিন বাড়ির বাইরে থেকে লোকসভার প্রচার অভিযান চালাবেন? সেক্ষেত্রে তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে খবর, যেহেতু তাঁর নিজের একটি লোকসভা কেন্দ্র রয়েছে, সেই জায়গা থেকে হয়ত টানা দু'মাস জেলায় জেলায় নাও থাকতে পারেন অভিষেক। সেক্ষেত্রে প্রতিদিনের যাতায়াত কিংবা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গোটা রাজ্য ঘুরে এসে নিজের কেন্দ্রে প্রচার শুরু করতে পারেন। প্রচারের ধরন যাই হোক না কেন, ফের একবার দেড়-দু'মাস ধরে রাজ্যব্যাপী প্রচার অভিযানে নেমে সামনের সারি থেকে দলকে নেতৃত্ব দিতে চলেছেন তিনি।

## দলীয় কর্মীদের মমতার কড়া বার্তা

# 'মানুষ যেদিন ছুড়ে ফেলবে সেদিন কেউ পুছবেও না'

**দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ** প্রায় দেড় মাস অতিক্রান্ত। উত্তপ্ত সন্দেশখালি। একাধিক তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পথে নেমেছেন গ্রামবাসীদের একাংশ। জমি দখল, বাড়ি ভাঙচুর, বাড়িঘর কেড়ে নেওয়া থেকে ভূরি-ভূরি অভিযোগ উঠেছে তাঁদের বিরুদ্ধে। এই আবহে দলের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিলেন সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি পরিস্কার জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে বঞ্চনা কোনও ভাবেই বরদাস্ত করবেন না। এ দিন, পুরুলিয়ায় প্রশাসনিক সভা ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। দু'দিনের সফরে জঙ্গলমহলের সভায় গিয়েছেন তিনি। এ দিন এ কথা-ও কথার মাধ্যমে মমতা কার্যত বুঝিয়ে দেন, দলের অন্দরে নিজেদের মধ্যে কোনও রকম কোন্দল করা চলবে না। এ বার্তা যদিও তৃণমূল সুপ্রিমো বারংবার দিয়েছেন। তারপরও জেলাগুলি থেকে একাধিক সময়ে বিভিন্ন গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ সামনে এসেছে। মমতা বলেন, ''সকলকে মিলেমিশে কাজ করতে হবে।'' এরপর তিনি দলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে জানান, মানুষই বড়। মানুষের উপরে কেউ নয়। সুপ্রিমো বলেন, ''আমরা সবাই ছোট, মানুষ বড়। তাঁরাই এখানে নিয়ে এসেছেন। মানুষ যেদিন ছুড়ে ফেলে দেবে সেদিন কেউ তাকিয়েও দেখবে না।'' শুধু তাই নয়, স্পষ্টত জানান, মানুষ ভোট না দিলে কেউ পুছেও দেখবে না। মমতা বলেন, ''আমি চিরকাল এই কথা বিশ্বাস করি মানুষই বড়। আর এই কথা বিশ্বাস করলে আমার সঙ্গে থাকুন। নয়ত অন্য দল করুন। আমার আপত্তি নেই। তৃণমূল করলে মানুষকে বঞ্চনা করা যাবে না পরিস্কার বলছি।'' উল্লেখ্য, সন্দেশখালির ঘটনার পর গ্রেফতার হয়েছেন একের পর এক তৃণমূল নেতা। শিবু হাজরা, উত্তম সর্দার, অজিত মাইতি সহ একাধিক। এদের সকলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসার পর পদ থেকে সরিয়েও দিয়েছে তৃণমূল। ফলত,

দল যে কোনও রকম দুর্নীতি বরদাস্ত করবে না সে কথা আজ আরও একবার স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। আজ দুর্গাপুর সার্কিট হাউস থেকে চপারে করে পুরুলিয়া পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে শিমুলিয়া ময়দানে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। এদিনের মঞ্চ থেকে পুরুলিয়া জেলার মোট ৪৩০টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। যার প্রকল্প ব্যয় ৩৬২.৩০ কোটি টাকা। এই মঞ্চ থেকেই মোট ২৮১টি প্রকল্পের শিলান্যাস করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। যার মোট প্রকল্প ব্যয় ৩৯৯.৬২ কোটি টাকা। উল্লেখযোগ্য, প্রকল্পের মধ্যে পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক ও শ্যাম স্টিল এর রঘুনাথপুরের জঙ্গলসুন্দরী কর্মনগরীর কারখানা উল্লেখযোগ্য। এদিনের সভা থেকে মমতা বলেন, ''দিদিকে বলোতে নিজের সমস্যার কথা বলবেন। দিল্লিকেও যেন পথ দেখাতে পারে বাংলা। কিছু লোক আছে কোনও কাজ না করে মিথ্যে কথা বলে। আমি মিথ্যা কথা ঘৃণা করি। ইলেকশনের আগে বলেছিলাম বিনামূল্যে রেশন পাবেন। তাই দিয়েছি।'' মমতা এদিন আরও বলেন, ''যাদের ধান নষ্ট হয়েছে, সরকার আপনাদের টাকা দেবে। আপনার চাল বাইরে না বেচে দয়া করে প্রতিবছর রাজ্য সরকারকে বিক্রি করুন। তা না হলে, এই বছর হয়ত বেশি দাম পাবেন,পরের বছর কী হবে? তখন পাশে দাঁড়াবে না কেউ। প্রয়োজনে খাদ্য দফতর, কৃষি দফতর, বাড়ি-বাড়ি গিয়ে লোকের চাল কালেকশন করে আনবে। একটা বড় গাড়ি নিয়ে গিয়ে বুথে বুথে গিয়ে দাঁড়িপাল্লায় মেপে চাল কিনে আনবেন।'' জমি কেড়ে নেওয়া নিয়ে মমতা আশ্বাস দিয়ে বলেন, ''আদিবাসী বন্ধুদের বলব নিশ্চিন্তে থাকুন। আপনাদের জমি কেউ কেড়ে নেবে না। আমরা আইন করে বলেছি আদিবাসীদের জমি হস্তান্ত করা যাবে না। জঙ্গল আপনাদের হাতে থাকবে। যাঁরা কেন্দু পাতা তুলতে যায় তাঁদের টাকাও বাড়ানো হয়েছে। আমি আদিবাসী ও মাহাতোদের মধ্যে ঝগড়া লাগাতে চাই না। আপনাদের যা যা আছে সব করে দেব। মাহাতোরা চাইছেন তাঁদের ট্রাইবাল হিসাবে ঘোষণা করা হোক। এটা আমাদের হাতে নেই। আমায় দোষ দেবেন না। তবে আমরা শুরু করেছি কাজ। কারা-কারা মাহাতো সেই এটা সার্ভে করছি। আর কিছু অফিসার আছে দিয়েই দিচ্ছে। অভিযোগ থাকলে জানাবেন। আদিবাসী আর মাহাতো ভাইবোনরা আপনাদের যা প্রয়োজন দিয়ে দেব। কিন্তু দয়া করে ভোট এলে এদের মধ্যে ঝগড়া লাগাবেন না। অনেক মাহাতো আদিবাসী আছেন। আদিবাসী-বাউড়ি-বাগদী-কুড়মালি বোর্ড থেকে টাকা দেওয়া হচ্ছে। ১১ লক্ষ থেকে বেড়ে ১৬-১৭ লক্ষ লোকের বাড়ি করে দেব। বাংলা ভিখারী নয়। এটা আমাদের অধিকার।''

## নিয়োগের দাবিতে ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ, রণক্ষেত্র করুণাময়ী

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ** ফের নিয়োগের দাবিতে কলকাতায় রাস্তায় চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ। মঙ্গলবার করুণাময়ী বাসস্ট্যান্ডে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ২০২২ সালে টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীরা। তাঁদের দাবি, ১ বছর পেরিয়ে গেলেও ইন্টারভিউর বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি। তাঁরা এদিন দুপুরে করুণাময়ীতে হাতে প্ল্যাকার্ড সহ বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। রাস্তায় বসে পড়েন অসংখ্য চাকরিপ্রার্থী। পরিস্থিতি সামাল দিতে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। নামানো হয় র‍্যাফ। চাকরিপ্রার্থীদের টেনে হিঁচড়ে রাস্তা থেকে পুলিশ তুলতে চেষ্টা করে। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে কয়েকজন চাকরিপ্রার্থী অসুস্থও হয়ে পড়েন। চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, ২০২২ সালে টেট উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁরা। কিন্তু এখনও ইন্টারভিউর বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি। তাই নিয়োগের দাবিতে এদিন সকাল থেকে করুণাময়ীর সামনে জমায়েত করতে শুরু করেন তাঁরা। বেলা গড়াতে বাড়তে থাকে বিক্ষোভকারীদের সংখ্যা। এপিসি ভবন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। এদিকে এই বিক্ষোভ রুখতে সকাল থেকেই প্রস্তুত ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। প্রাথমিকভাবে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সরে যেতে বলে, কিন্তু চাকরির দাবিতে অবস্থানে অনড় থাকেন প্রার্থীরা। খানিকক্ষণের মধ্যেই পুলিশের সঙ্গে বচসা এবং ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। তারপরই পুলিশ বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দিতে শুরু করে। টেনে হিঁচড়ে চাকরিপ্রার্থীদের রাস্তা থেকে তুলে দিতে চেষ্টা করে। আন্দোলকারীদের অভিযোগ, তাঁরা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। কিন্তু পুলিশ জোর করে তাঁদের সরিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে, ইতিমধ্যে নবম থেকে দ্বাদশের চাকরিপ্রার্থীদের 'এসএসসি যুব ছাত্র অধিকার মঞ্চ' হুঁশিয়ারি দিয়েছে, আগামী সাত দিনের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু না হলে তাঁরা এবার আত্মহত্যার পথে যেতে পারেন। তাঁদের দাবি, প্রথম কাউন্সেলিংয়ের পরে দ্রুত দ্বিতীয় কাউন্সেলিং শুরু করতে হবে এবং যোগ্য প্রার্থীদের অবিলম্বে নিয়োগ করতে হবে।

## আদর্শ আচরণবিধি জারি থাকাকালীন আবাস যোজনার টাকা দেবে রাজ্য, ঘোষণা মমতার

**দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ** ১০০ দিনের কাজের পর এবার আবাস যোজনার বকেয়া টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভা ভোটের আগে আবাস যোজনার বকেয়া টাকা রাজ্য সরকারই মিটিয়ে দেবে বলে আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি। বিরোধীদের প্রশ্ন, রাজ্য সরকারের কাছে টাকা থাকলে কয়েক হাজার পরিবারকে শীতের রাতগুলো কেন কার্যত খোলা আকাশের নীচে কাটাতে বাধ্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী? মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''১ এপ্রিলের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার আবাস যোজনার টাকা না পাঠালে রাজ্য সরকার

**বিরোধীদের প্রশ্ন, আবাস দুর্নীতির অভিযোগ যাদের বিরুদ্ধে উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে এখনও কোনও পদক্ষেপ করেনি রাজ্য সরকার।**

১০০ দিনের কাজের বকেয়া মেটানোর ধাঁচে বঞ্চিত সুবিধাভোগীদের টাকা দেবে।'' মমতার এই ঘোষণায় একাধিক প্রশ্ন তুলছেন বিরোধীরা। তাদের প্রশ্ন, লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা হতে চলেছে মার্চের প্রথমার্ধে। সঙ্গে সঙ্গে দেশজুড়ে লাগু হয়ে যাবে আদর্শ আচরণবিধি। ভোট প্রক্রিয়া শেষ হতে পারে মে-র প্রথম সপ্তাহে। কী ভাবে ১ এপ্রিলের পর টাকা উপভোক্তাদের কাছে পাঠাবে রাজ্য সরকার? বিরোধীদের প্রশ্ন, আবাস দুর্নীতির অভিযোগ যাদের বিরুদ্ধে উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে এখনও কোনও পদক্ষেপ করেনি রাজ্য সরকার। এই পরিস্থিতিতে ফের টাকা বরাদ্দ হলে যে ফের দুর্নীত হবে না তার নিশ্চয়তা কী? এছাড়া তাদের প্রশ্ন, আবাসের প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে পুরনো বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি তৈরি শুরু করেছিলেন এমন কয়েক হাজার পরিবার গোটা শীতকাল কার্যত খোলা আকাশের নীচে কাটিয়েছে। রাজ্য সরকারের কাছে টাকা থাকলে তারা আগে সেই পরিবারগুলিকে দিয়ে বাড়িগুলি তৈরির ব্যবস্থা করল না কেন? ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতির তদন্তে ইতিমধ্যে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। ওদিকে সন্দেশখালিতে অভিযোগ উঠেছে, ১০০ দিনের কাজের প্রায় পুরো টাকাই তুলে দিতে হত তৃণমূল নেতাদের হাতে।

## শর্তসাপেক্ষে সুকান্তর ধরনায় অনুমতি হাইকোর্টের

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ** সন্দেশখালি ঘটনার প্রতিবাদে কলকাতার গান্ধীমূর্তির পাদদেশে ধর্নায় বসার কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল বিজেপি। কিন্তু পুলিশের অনুমতি না মেলায় হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সেই মামলায় মঙ্গলবার হাই কোর্ট বিজেপিকে ধর্না করার অনুমতি দিল। তবে বেঁধে দিল কিছু শর্তও। সোমবারই ধর্নার অনুমতির চেয়ে হাই কোর্টে মামলা করেছিলেন সুকান্ত। মঙ্গলবার বিচারপতি কৌশিক চন্দের এজলাসে সুকান্তের মামলার শুনানি ছিল। সেখানেই সব পক্ষের সওয়াল জবাবের শেষে বিচারপতি বিজেপিকে 'শর্তশাপেক্ষে' ধর্না কর্মসূচির অনুমতি দেন। বিজেপি তিন দিন টানা ধর্নায় বসতে চেয়ে আবেদন করেছিল। কিন্তু হাই কোর্ট বিজেপিকে দু'দিনের অনুমতি দিয়েছে। পাশাপাশি বিচারপতি তাঁর নির্দেশে বলেন, ''কলকাতার গান্ধীমূর্তির পাদদেশে ১৫০ জন

লোক নিয়ে ধর্না দিতে পারবে বিজেপি। তবে দু'দিনের জন্য এই কর্মসূচি করা যাবে। শান্তিপূর্ণ ভাবে সেই কর্মসূচি করতে হবে বিজেপিকে। লাউডস্পিকার ব্যবহার করা যাবে না।'' সেই সঙ্গে কর্মসূচির সময়ও বেঁধে দিয়েছেন বিচারপতি। সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কর্মসূচি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত শুক্রবার দলীয় বৈঠকে বিজেপি রাজ্য নেতৃত্ব স্থির করেন, সন্দেশখালির ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে খাস কলকাতায় টানা তিন দিন ধর্না কর্মসূচি পালন করবে দল। ধর্না কর্মসূচির নেতৃত্ব দেবেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপি সূত্রে খবর ছিল, আগামী মঙ্গলবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) থেকে বৃহস্পতিবার (২৯ ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত টানা তিন দিন কলকাতার গান্ধীমূর্তির পাদদেশে সেই ধর্না চলবে। তবে বিজেপির বক্তব্য, সেই মতো পুলিশের কাছে অনুমতিও চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ অনুমতি দেয়নি। রবিবার রাতে নিজের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সহ-পর্যবেক্ষক অমিত মালবীয় লিখেছিলেন, 'সেনার তরফ থেকে অনুমতি থাকা সত্ত্বেও গান্ধীমূর্তির পাদদেশে বিজেপির ধর্নার অনুমতি দেয়নি রাজ্যের পুলিশ। কারণ হিসেবে তারা দেখিয়েছে, ওই এলাকায় লাউডস্পিকার বাজানোয় বিধিনিষেধ রয়েছে। তার পরই আদালতে মামলা করেন সুকান্ত। তবে লাউডস্পিকার বাজানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বুধবার এবং বৃহস্পতিবার ধর্নায় বসতে পারবে বিজেপি।

## ভোটের দিন ঘোষণার আগেই প্রার্থী তালিকা প্রকাশ আপ-এর

**নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ** লোকসভা ভোটের এখনও দিন ঘোষণা হয়নি। আসন রফা নিয়ে ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের দর কষাকষি এখনও চলছে। এর মধ্যেই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল অরবিন্দ কেজরিবালের দল, আম আদমি পার্টি। মঙ্গলবার দিল্লি এবং হরিয়ানার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে আপ। কংগ্রেসের সঙ্গে দিল্লি ও পঞ্জাবে জোট না করার ঘোষণা করলেও পরে সিদ্ধান্ত বদল করেছে আম আদমি পার্টি। দিল্লি, হরিয়ানা, গুজরাট ও গোয়ায় কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে লড়বে বলে আপ নেতৃত্ব জানিয়েছে। তবে পঞ্জাবে কংগ্রেস ও আপ আলাদাভাবে লড়বে। দিল্লি ও হরিয়ানার যে সমস্ত কেন্দ্রে আপের প্রার্থী লড়বেন, সেই প্রার্থীদের নামের তালিকা এদিন প্রকাশ করল আপ। যার মধ্যে সোমনাথ ভারতী, মহাবল মিশ্রের মতো প্রার্থী রয়েছেন। আপ-এর তালিকা অনুসারে, দক্ষিণ দিল্লি থেকে প্রার্থী হচ্ছেন সাহিরাম, পশ্চিম দিল্লি থেকে প্রার্থী হচ্ছেন মহাবল মিশ্র এবং পূর্ব দিল্লির প্রার্থী হবেন কুলদীপ কুমার। অন্যদিকে, হরিয়ানার কুরুক্ষেত্র কেন্দ্রের প্রার্থী হবেন সুশীল গুপ্তা।

## 'গগনযান'এ কোন ৪ মহাকাশচারী যাচ্ছেন? পরিচয় জানাল ইসরো

**তিরুঅনন্তপুরম, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ** 'গগনযান' মিশনের জন্য কোন চার মহাকাশচারী নির্বাচিত হয়েছেন, অবশেষে তাঁদের পরিচয় সামনে আনা হল। মঙ্গলবার তিরুঅনন্তপুরমে বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টারে সেই চার মহাকাশচারীর নাম ঘোষণা করা হয়। ভারতীয় মহাকাশ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, দীর্ঘদিনের প্রশিক্ষণের পরে 'গগনযান' মিশনের জন্য গ্রুপ ক্যাপ্টেন প্রশান্ত বালাকৃষ্ণন নায়ার, গ্রুপ ক্যাপ্টেন অজিত কৃষ্ণন, গ্রুপ ক্যাপ্টেন অঙ্গদ প্রতাপ এবং উইং কমান্ডার শুভাংশু শুক্লাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। নিজের হাতে তাঁদের 'অ্যাস্ট্রোনোট উইং' পরিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুকের ডানদিকে সেই ব্যাজ পরিয়ে দেন। তারপর প্রধানমন্ত্রী জানান, ''আজ যেটা হল, সেটা একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত। বিশ্বে ভারতের প্রভাব কতটা বাড়ছে, সেটার প্রমাণ হয়ে দাঁড়াল।'' মোদির কথায়, ''প্রতিটি দেশের ক্ষেত্রে এমন একটি সময় আসে, যা বর্তমান প্রজন্মের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও অনুপ্রেরণা জোগায়। আজ ভারতের জন্য সেরকমই একটা মুহূর্ত। আমাদের আজকের প্রজন্ম অত্যন্ত ভাগ্যবান, যাঁরা স্থলভূমি, জল, আকাশ এবং মহাকাশে ঐতিহাসিক কাজ করার যশ পাচ্ছেন। কয়েকদিন আগে আমি অযোধ্যায় বলেছিলাম যে নয়া কালচক্র শুরু হচ্ছে। যখন বিশ্বে নিজের গুরুত্ব আরও বাড়াচ্ছে ভারত। যা আমাদের মহাকাশের কর্মসূচিতেও ফুটে উঠছে।'' মোদি আরও বলেন, ''তাঁরা (চার মহাকাশচারী) শুধু চারটি নাম, আর চার ব্যক্তি নন। তাঁরা ১৪০ কোটি মানুষের আকাঙ্খাকে মহাকাশে নিয়ে যাওয়ার চার

শক্তি। ৪০ বছর পরে কোনও ভারতীয় মহাকাশে যেতে চলেছেন। তবে এবার সময়ও আমাদের, কাউন্টডাউনও আমরা করব। আর রকেটও আমাদের। আমি অত্যন্ত খুশি যে এই মহাকাশচারীদের সঙ্গে বলার, পুরো দেশের সামনে তাঁদের নিয়ে আসার সৌভাগ্য হল আমার। পুরো দেশের পক্ষে থেকে তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা আজকের ভারতের বিশ্বাস, আপনারা আজকের ভারতের শৌর্য, আপনারা আজকের ভারতের গৌরব, আপনারা আজকের ভারতের সাহস।'' সেইসঙ্গে মোদি এটাও স্মরণ করিয়ে দেন, মহাকাশে তেরঙা ওড়ানোর জন্য চারজন মহাকাশকারীকে মারাত্মক পরিশ্রম করতে হয়েছে। আগামিদিনেও করতে হবে। তাই তাঁদের যেন বিরক্ত করা না হয়। 'হাতজোড়' করে তিনি জানান যে চার মহাকাশচারীকে আরও কঠোর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। আরও কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে তাঁদের। তাই তাঁদের বা তাঁদের পরিবারকে যেন বিরক্ত না করা হয়। মোদির কথায়, ''এবার রিয়েল স্টোরি শুরু হবে। তাই তাঁদের সবরকমভাবে সাহায্য করতে হবে।'' কীভাবে ৪ জনকে বেছে নেওয়া হল? কীভাবে ট্রেনিং হয়েছে? ইসরোর তরফে জানানো হয়েছে, ভারতীয় বায়ুসেনার সঙ্গে যৌথভাবে টেস্ট পাইলটদের থেকে মহাকাশচারীদের বেছে নেয় ভারতীয় মহাকাশ সংস্থা। যে টেস্ট পাইলটদের বেছে নেওয়া হয়েছিল, তাঁদের ক্লিনিকাল, এরোমেডিক্যাল এবং সাইকোলজিকাল পরীক্ষা হয়েছে। সেই পরীক্ষার ভিত্তিতে ভারতীয় বায়ুসেনার চারজন টেস্ট পাইলটের নাম সুপারিশ করে ন্যাশনাল ক্রু সিলেকশন বোর্ড। তারপর ওই চারজন ১৩ মাস রাশিয়ায় ট্রেনিং করেছেন। কীভাবে মহাকাশে থাকতে হবে, বরফের মধ্যে কীভাবে নিজেদের রক্ষা করতে হবে, মরুভূমিতে কীভাবে নিজেদের রক্ষা করতে হবে, জলে কীভাবে নিজেদের রক্ষা করতে হবে, সবকিছুর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে তাঁদের। দেশে ফিরে সিমুলেটরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ হয়েছে। শারীরিক প্রশিক্ষণ করেছেন। বিশেষ ধরনের যোগও করেছেন বলে ইসরোর তরফে জানানো হয়েছে।

## ওয়ানাড়ে আর নয়, এবার এই দুই রাজ্য থেকে প্রার্থী হতে পারেন রাহুল গান্ধি! কেন এমন ভাবনা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ অমেঠীতে পরাজিত হলেও গত লোকসভা নির্বাচনে তাঁকে সংসদে যাওয়ার টিকিট দিয়েছিল কেরলের ওয়ানাড। তবে এবার আর ওয়ানাড থেকে সম্ভবত প্রার্থী হচ্ছেন না্ রাহুল গান্ধি।তিনি কর্নাটক বা তেলেঙ্গানার কোনও আসন থেকে লড়াই করতে পারেন। একই সঙ্গে উত্তরপ্রদেশে তাঁর পুরনো কেন্দ্র অমেঠিতেও ফের প্রার্থী হতে পারেন। রাহুলের ওয়ানাড আসন ছেড়ে দেওয়ার পিছনে সম্ভাব্য চারটি কারণ সামনে আসছে।কেরলে কংগ্রেসের শরিক ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন অফ মুসলিম লিগ ওই আসনটি এবার ফেরত চাইছে। রাহুলকে গত লোকসভা নির্বাচনে ওই আসন ছেড়ে দিয়েছিল শরিক দলটি। তারা এবার সেখানে প্রার্থী দিয়ে মরিয়া। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল কেরলের মানুষ। তিনি রাজ্যের আলেপ্পি আসন থেকে লড়াই করবেন এবার। দলের দুই শীর্ষ নেতার একই রাজ্য থেকে লড়াই করুন চাইছেন না স্বয়ং রাহুল।তিনিই দলীয় বৈঠকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, প্রথমসারির সব নেতাকেই লোকসভা ভোটে প্রার্থী হতে হবে। সেই মতো কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গেরও এবার লড়াই করার কথা। একই কারণে প্রার্থী হচ্ছেন বেণুগোপালও। সোমবার সিপিআই ওয়ানাড়ে দলের নেত্রী অ্যানি রাজাকে প্রার্থী ঘোষণা করেছে। তিনি দলের জাতীয় পরিষদের সদস্য এবং পার্টির সাধারণ সম্পাদক ডি রাজার স্ত্রী। সিপিআই ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম শরিক। জোট গড়ে তোলাতে রাজার বিশেষ ভূমিকা ছিল। তাঁর স্ত্রী তথা দলের সর্বভারতীয় নেত্রী প্রার্থী হওয়ায় রাহুল সেখানে লড়াই এড়াতে চাইছেন। যাতে ইন্ডিয়া জোটের শরিকি লড়াই প্রাধান্য পেয়ে না যায়। রাজা বলেছেন, ওয়ানাড়ের প্রার্থী দেওয়ার ব্যাপারে তাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে কথা বলেননি। কারণ, আসনটিতে বহু বছর ধরে সিপিআই লড়াই করছে। কংগ্রেসের ভোট কুশলীরা মনে করছেন, দল শাসিত কর্নাটক ও তেলেঙ্গানার কোনও আসন থেকে রাহুল প্রার্থী হলে অনেক বেশি আসন কংগ্রেসের দখলে আসতে পারে। ওই দুই রাজ্যে বিজেপি বেশি জোর দেবে।কেরলে সিপিএম সরকারের বিরুদ্ধে জন ক্ষোভ তুঙ্গে উঠেছে। সেখানে রাহুল প্রার্থী না হলেও দলের ফল ভাল হবে, মনে করছেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের একাংশ।কংগ্রেস সূত্রের খবর, রাহুল এবারও অমেঠিতে প্রার্থী হতে পারেন। সেখানকার বর্তমান এমপি স্মৃতি ইরানি সম্প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেছেন, সাহস থাকলে রাহুল গান্ধী শুধু অমেঠিতে প্রার্থী হোন। কংগ্রেস সূত্রে খবর, স্মৃতির চ্যালেঞ্জ শুধু নয়, উত্তরপ্রদেশের ওই আসনের সঙ্গে গান্ধী পরিবারের দীর্ঘ সম্পর্কের কথা বিবেচনায় রেখেই কংগ্রেস নেতা অমেঠিতে প্রার্থী হতে পারেন। গতবার সেখানে তিনি স্মৃতির কাছে হেরে গিয়েছিলেন। তার আগে রাহুল সেখানে টানা পনেরো বছর সাংসদ ছিলেন। রাজীব গান্ধী ছিলেন দু'বারের এমপি। এছাড়া বিভিন্ন সময় গান্ধী পরিবারের ঘনিষ্ঠরা সেখান থেকে প্রার্থী হয়েছেন।

## দিল্লি বিমানবন্দরে বোমার হুমকি ফোন

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লি বিমানবন্দরে বোমার হুমকি ফোন মেলায় আতঙ্ক ছড়ায়। মঙ্গলবার সকালে দিল্লি থেকে কলকাতাগামী একটি বিমানে বোমা থাকার একটি ফোন আসে।প্রোটোকল অনুসারে সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করে বিমানটি খোঁজা হয়। তল্লাশি করে সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি। কে ফোন করে হুমকি দিয়েছে তাঁর খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। ডিসিপি ঊষা রঙ্গনানি জানান, ভোর সোয়া ৫টায় দিল্লি থেকে কলকাতাগামী বিমানে বোমা রয়েছে বলে খবর পান। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হয়। কয়েক ঘণ্টা তদন্তের পর ফোনটিকে একটি প্রতারণা বলে পুলিশের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে পুলিশ অভিযুক্তকে খোঁজার চেষ্টা শুরু করেছে।

# তৃণমূল স্তরের নেতা হিসেবে ডঃ বীরেন্দ্র কুমার সমাজের বঞ্চিত মানুষদের জন্য প্রভূত কাজ করেছেনঃপ্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃতৃণমূল স্তরের নেতা হিসেবে ডঃ বীরেন্দ্র কুমার সমাজের বঞ্চিত মানুষদের জন্য প্রভূত কাজ করেছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ বীরেন্দ্র কুমারকে তাঁর জন্মদিনে অভিনন্দন জানিয়ে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী ডঃ বীরেন্দ্র কুমারকে জন্মদিনে অভিন্দন জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে অভিনন্দন বার্তা শেয়ার করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি এক্স পোস্টে লিখেছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ বীরেন্দ্র কুমার জিকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা। তৃণমূল স্তরের নেতা হিসেবে তিনি সমাজের বঞ্চিত মানুষদের জন্য প্রভূত কাজ করেছেন। তিনি সামাজিক ক্ষমতায়ন এবং দরিদ্রদের জীবন পরিবর্তনের জন্য অনেক প্রচেষ্টা করছেন। তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্থ জীবনের জন্য প্রার্থনা করছি।

## গ্রামীণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বনির্ভরতার জন্য নানাজি দেশমুখের কাজ অনুপ্রেরণাদায়কঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃগ্রামীণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বনির্ভরতার জন্য নানাজি দেশমুখের কাজ অনুপ্রেরণাদায়ক, ভারতরত্ন নানাজি দেশমুখের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে একথা লিখেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।ভারতরত্ন নানাজি দেশমুখকে মঙ্গলবার তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মরণ করছে গোটা দেশ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এদিন সকালে নানাজি দেশমুখের গুণাবলী স্মরণ তাঁকে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে শ্রদ্ধা জানিযেছেন। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে একটি সচিত্র পোস্ট শেয়ার করেছেন। তিনি লিখেছেন, নানাজির সমগ্র জীবন সর্বপ্রথম দেশের আদর্শে নিবেদিত ছিল। তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা দিয়ে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। জনসংঘের মাধ্যমে নানাজি ভারতীয় রাজনীতির কেন্দ্রে দেশপ্রেম প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন। দেশ গঠনের জন্য তিনি যুবকদের উৎসাহিত করেছিলেন। গ্রামীণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বনির্ভরতার জন্য তার কাজ অনুপ্রেরণাদায়ক। ভারতীয় জনসংঘের বিশিষ্ট নেতা নানাজি দেশমুখ রাজ্যসভার সদস্যও ছিলেন। নানাজি দেশমুখের পুরো নাম ছিল চণ্ডিকাদাস অমৃতরাও দেশমুখ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গ্রামীণ স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে তিনি অবিস্মরণীয় কাজ করেছেন। ভারত সরকার ওনাকে ২০১৯ সালে দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করেছিলেন।

## লালু প্রসাদ যাদবের ঘনিষ্ঠ বিধায়ক কিরণ দেবীর বাড়িতে ইডির অভিযান

পাটনা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ রাষ্ট্রীয় জনতা দলের প্রধান লালু প্রসাদ যাদবের ঘনিষ্ঠ বিধায়ক কিরণ দেবীর বাড়িতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-এর আধিকারিকরা অভিযান চালিয়েছে। মঙ্গলবার সকালে ইডির দল বিহারের গাধানি থানার আগিয়াওনে বিধায়ক কিরণ দেবীর বাড়িতে তল্লাশি অভিযান শুরু করে দেয়।ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে কিরণ দেবী এবং তাঁর পরিবার তাঁদের বাসভবনে উপস্থিত নেই। কিরণ দেবীর স্বামী অরুণ কুমার যাদবও সন্দেশ নামক স্থানের বিধায়ক হয়েছেন। ইডির এদিনের অভিযানের আগে, সিবিআই ইতিমধ্যেই জানুয়ারিতে কিরণের বাড়িতে হানা দিয়েছিল।অন্যদিকে, বালি ব্যবসায়ী অরুণ যাদবকে আরজেডি সভাপতি লালু প্রসাদ যাদবের ঘনিষ্ঠ মনে করা হয়। ২০২৩ সালেও সিবিআই তাঁর ঠিকানায় অভিযান চালিয়েছিল। পাটনায় বালির ব্যবসা করে অরুণ প্রচুর সম্পদ তৈরি করেছেন বলে অভিযোগ। তিনি লালুর পরিবারকে অনেক ফ্ল্যাট উপহার দিয়েছেন। এই সব অভিযোগের ভিত্তিতেই ইডি জোরকদমে অভিযান শুরু করেছে।

## বিহারে তেজস্বীর কনভয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা,পুলিশের গাড়ির চালক মৃত, আহত আরও ৮

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দুর্ঘটনার কবলে তেজস্বী যাদবের (Tejaswi Yadav) কনভয়ের গাড়ি। সোমবার রাতে বিহারের পূর্ণিয়ায় জেলায় তেজস্বী যাদবের কনভয়ে থাকা একটি পুলিশের গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। উল্টো দিক থেকে আসা একটি গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কায় উল্টে যায় পুলিশের গাড়িটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় গাড়ির চালকের। দুর্ঘটনায় আরও আটজন জখম হয়েছেন বলে খবর।লোকসভা ভোটের আগে বিহারজুড়ে ' জনবিশ্বাস যাত্রা' শুরু করেছেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। প্রায় রোজই নানা দিকে যাচ্ছেন তিনি। গতকাল রাতে পূর্ণিয়া থেকে কাটিহারের দিকে যাচ্ছিল তেজস্বীর কনভয়। তখনই দুর্ঘটনা ঘটে।রাত ১১টা নাগাদ পূর্ণিয়া জেলার বেলাউরির কাছে কনভয়ে থাকা পুলিশের গাড়ির সঙ্গে অন্য একটি গাড়ির মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। সেই গাড়িটি উল্টো দিক থেকে আসছিল। মুখোমুখি ধাক্কায় পুলিশের গাড়ি উল্টে যায়। গাড়ির চালক মহম্মদ হালিমের মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলেই। ওই গাড়িতে থাকা তিন জন পুলিশকর্মীও আহত হন। উল্টো দিক থেকে আসা গাড়িটির সামনের অংশও দুমড়ে মুচড়ে যায়। সেই গাড়িতে থাকা চার জন মারাত্মকভাবে জখম হয়েছেন বলে খবর। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সকলকেই পূর্ণিয়ার একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।পূর্ণিয়ার পুলিশ সুপার উপেন্দ্রনাথ বর্মা পৌঁছেছেন ঘটনাস্থলে। হাসপাতালে আহতদের সঙ্গে কথাও বলেন তিনি। পুলিশ সুপার জানাচ্ছেন, রাতের বেলা ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা ঘটেছে। কনভয়ে যে পুলিশের গাড়িটিতে দুর্ঘটনা ঘটে তার পিছনেই তেজস্বীর গাড়ি ছিল কিনা তা জানা যায়নি। পুলিশের অনুমান, পূর্ণিয়া-কাটিহার জাতীয় সড়ক ধরে এগনোর সময় পুলিশের গাড়িটি কনভয় থেকে বেরিয়ে ভুল দিকে চলে যাচ্ছিল। সে জন্যই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশ সবটা খতিয়ে দেখছে।

## Paytm Bank-এর চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা বিজয় শেখর শর্মার, নতুন করে বোর্ড গঠন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ Paytm পেমেন্টস ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন বিজয় শেখর শর্মা। একইসঙ্গে পেটিএম পেমেন্টস ব্যাঙ্কের বোর্ড থেকেও পদত্যাগ করেছেন তিনি।নতুন করে গঠন করা হবে এই বোর্ড। রয়টার্স সূত্রে খবর, বিজয় শেখর শর্মার ইস্তফা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে পেটিমের তরফে। জানা গিয়েছে, নতুনটি যে বোর্ডটি গঠন করা হবে সেখানে থাকবেন, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীনিবাসন শ্রীধর, ব্যাঙ্ক অফ বরোদার প্রাক্তন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অশোক কুমার গর্গ এবং ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষেবার দুই অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক। এনিয়ে পেটিএম পেমেন্টস ব্যাঙ্কের সিইও সুরিন্দর চাওলা বলেন, নতুন বোর্ডের সদস্যরা কোম্পানিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। সংস্থার পরিচালন কাঠামো ও কার্যনির্বাহের মান আরও উন্নত করতেও সাহায্য করবে তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ। পেটিএমের বিরুদ্ধে চিনের কাছে গ্রাহকদের তথ্য পাচারের অভিযোগ উঠেছিল। একটি চিনা সংস্থা পরোক্ষভাবে পেটিএম পেমেন্টস ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত। আর সেই কারণেই ভারতীয় গ্রাহকদের তথ্য নাকি পাচার করা হচ্ছে সেদেশে। যা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গাইডলাইনের বিরুদ্ধে। যার পরই ২৯ ফেব্রুয়ারি থেকে পেটিএম পেমেঃটস ব্যাঙ্ক বন্ধ করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। এর পর গ্রাহকদের স্বার্থে সেই সময়সীমা বা।য়ে ১৫ মার্চ করার সিদ্ধান্ত নেয় ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। আরবিআই জানায়, ১৫ মার্চের পর থেকে কোনও টপ আপ, ওয়ালেট, ফ্যাসট্যাগ, ন্যাশনাল কমন মবিলিটি কার্ডের মতো পরিষেবা আর গ্রহণ করা হবে না পেটিএমে।

## 'অন্তত একবার দেখা কোরো', মুক্তি পেল সংহতির নতুন বাংলা গান

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বর্তমান এই ব্যস্ত সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়েই এক অনন্য গান উপহার দিলেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী সংহতি দাস। ' একবার দেখা কোরো' গানটি লিখেছেন নবীন গীতিকার সুরঞ্জন দাস, আর সেই গানে সুর দিয়েছেন আর এক প্রতিভাময়ী সঙ্গীতশিল্পী সংহতি দাস। নিজের প্রিয়জনের সঙ্গে যে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে, তা মুছে ফেলে কাছে টেনে আনার অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতেই লেখক সুরঞ্জন গানটি ফুটিয়ে তুলেছেন নিজের ভাবের মধ্য দিয়ে। আর এই গানটি আরও শোভা পেয়েছে সংহতির কন্ঠে।সোমবার কলকাতা প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি পায় সংহতির কন্ঠে গাওয়া অন্তত একবার দেখা কোরো। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শিল্পী সংহতি দাস, গীতিকার সুরঞ্জন, সঙ্গীতের আয়োজক সৌরভ চক্রবর্তী, সঙ্গীত

# প্রতিমা গড়া থেকে পুজো পাঠ নিজেই করেন গৃহ কর্তা,পুজোয় মিশে আছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবাদর্শ

দুরন্ত বার্ত,২৭ ফেব্রুয়ারিঃ শাস্ত্রীয় মতে অনেক বাড়িতেই মা দুর্গার পুজা হয়ে থাকে,তবে আলিপুরে নিজের বাড়িতে হ্যালি গোস্বামীর পুজো সম্পূর্ণ আলাদা। নিজে মূর্তি তৈরি করেন হ্যালি। পুজোও করেন নিজেই।এই বাড়িতে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের ভাবাদর্শে পুজো হয়। তবে আলিপুরে নিজের বাড়িতে হ্যালি গোস্বামীর পুজো সম্পূর্ণ আলাদা। নিজে মূর্তি তৈরি করেন হ্যালি। পুজোও করেন নিজেই।হ্যালি পেশায় আইনজীবী। তবে স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছেন শিল্পীর জীবন। ভারতের লুপ্ত শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং বাংলার সংস্কৃতি ও ইতিহাস অনুসন্ধানই তাঁর নেশা। এই নেশাই ভর করে স্কুল জীবনে মনের খেয়ালেই তৈরি করে ফেলেন দুর্গা প্রতিমা। সেই থেকে পুজো শুরু হয় হ্যালির বাড়িতে।রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শের সংস্পর্শে এসে আরও সমৃদ্ধ হয় এই পুজো। সম্পূর্ণ শাস্ত্র বিধি মেনে এই পুজো হয়। বেদ বিদ্যালয়ের বেদ পাঠ করতে ব্রাহ্মণ আসেন চণ্ডীপাঠের জন্য। বদ্রীনাথের সরস্বতী নদীর জল, ব্রহ্মপুত্র নদের জল, শিশিরের জল থেকে শুরু করে ভারতের সব তীর্থের জলে পুজোয় মায়ের মহাস্নানের জন্য নিয়ে আসা হয়। এ ছাড়াও হাতির দাঁতের মাটি ও রাজার বাড়ির দরজার মাটি সংগ্রহ করা হয়। অষ্টমীর দিন মহা স্মারোহে পালিত হয় কুমারীপুজা। দশমীর দিন পান্তা ভাত, কচুর শাক, চালতার টক, বড়ি দিয়ে ভোগ দিয়ে মাকে বিদায় জানানো হয়।এই পুজো দেখার জন্য শুধু দেশের লোকই নয়, আমেরিকা, রাশিয়া থেকেও পর্যটকরা আসেন। ক্ষুদ্র পরিসরে বিলাসবহুল আ।ম্বর ছাড়া ২২ বছর ধরে পালিত হচ্ছে এই পুজো।১৭৪০, ১০৯২০২৩ Aloke Da Whatsapp: প্রতিমা গড়ার সময় মৃৎশিল্পীদের নিরামিষ খাওয়া নিষেধ, অদ্ভুত সব নিয়ম হরিপালের সরকার বাড়ির পুজোয়দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ২২০ বছরের প্রাচীন এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বহু মানুষের বিশ্বাস। নানাবিধ লোকাচার, লোককথা আর রহস্যে সমাহার দেখা যায় হুগলি জেলার হরিপালের সরকার বাড়ির পুজোয়।হরিপালের অলিপুর সরকার বাড়ির দুর্গাপুজো নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত রয়েছে। দেবী এখানে খুবই জাগ্রত। লোকমুখে শোনা যায়, এখানে প্রতিমা গড়ার সময় মৃৎশিল্পীদের নিরামিষ আহার গ্রহণ করতে হয়। ভুল করে কেউ আমিষ খাবার খেয়ে নিলে বা মদ্যপান করলে আটচালার নাটমন্দিরে সাপ, বিছে-সহ বিষাক্ত কীটপতঙ্গের আনাগোনা বাড়ে। সাধারণত, বনেদি বাড়ির পুজোর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, বেশিরভাগ পুজোর প্রতিষ্ঠাতা সেই পরিবারের কোনও পুরুষ। কিন্তু সরকার বাড়ির পুজো ব্যতিক্রমী। এই পুজোর প্রতিষ্ঠাতা হলেন সরকার বাড়ির কর্তা বঙ্কুবিহারী সরকারের স্ত্রী নীরদাময়ী দাসী।তিনি স্বপ্নাদেশ পেয়ে বাড়িতেই দুর্গাপুজোর সূচনা করেন। সরকার পরিবারের সদস্য তপন, সঞ্জীব ও সত্যজিরা বলেন, পুরনো মন্দির, সিংহদুয়ার বর্তমানে নষ্ট হযে. গিয়েছে। পরিবর্তে নতুন করে তৈরি হয়েছে আটচালা ও নাটমন্দির। পরিবারের অনেকেই কর্মসূত্রে এখন বিভিন্ন জায়গায় চলে গিয়েছে। তবে পুজোর সময় সকলেই গ্রামের বাড়িতে মিলিত হন। বাড়তে বাড়তে এই পরিবারে সদস্য সংখ্যা এখন প্রায়. ১৩০। একচালার মূর্তিতে ষোড়শোপচারে নিষ্ঠাভরে পুজো হয় এই সরকার বাড়িতে।কথিত আছে, একসময় বাড়ির সিংহদুয়ার ভেঙে ডাকাত দল ঢুকেছিল বাড়িতে। ডাকাত দল দরজা ভাঙার পর দেখতে পায়, দুয়ারে দাঁড়িয়ে.স্বয়ং দেবী দুর্গা। ওই দৃশ্য দেখে তারা ডাকাতি না করেই ফিরে যায়।পরে, ডাকাতদলের সদস্যদের মুখে মুখেই প্রচলিত হয়ে যায় সেই কথা। আগে একটা সময় সরকার বাড়ির পুজোতে মোষ ও ছাগল বলি হত। শোনা যায়, বছর ষাটেক আগে যে ছাগলটি বলি দেওয়ার জন্য আনা হয়েছিল সেটি সাপের কামড়ে আগেইমারা যায়। তখন পরিবারের তকালীন কর্তা নীলরতন সরকারের নির্দেশে বন্ধ হয়ে যায় পশুবলি প্রথা।সরকার বাড়ির দেবী যে অত্যন্ত জাগ্রত তার সপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন পূর্ব বর্ধমানের বাসিন্দা প্রতিমা শিল্পী প্রদ্যুশী। তিনি বলেন, গত ১০ বছর ধরে আমি প্রতিমা তৈরি করছি এখানে। আমার আগে যিনি এখানে প্রতিমা তৈরি করতেন তিনি আমাকে বলেছিলেন, এই প্রতিমা তৈরি করলে মাছ, মাংস, মদ্যপান কোনও কিছুই করা যাবে না। এরপর একদিন তিনি মাংস খেয়ে প্রতিমা তৈরি করতে এসেছিলেন। তার পরিণাম হয়েছিল ভয়াবহ। সাপ, বিছে-সহ অন্যান্য বিষাক্ত কীটপতঙ্গে ভরে উঠেছিল গোটা মন্দির। ভয়ে তিনি ফিরে যেতে বাধ্য হন।মূর্তিকার আরও জানান, অন্যান্য জায়গায় প্রতিমা করতে যদি তিন দিন সময় লাগে সেই কাজ করতেই সরকার বাড়িতে লেগে যায় কমপক্ষে পাঁচ থেকে ছয় দিন। কারণ এখানে রাতে একটা নির্দিষ্ট সময়ে সকলে যে যেরকম অবস্থায় থাকেন সেই অবস্থাতেই একসঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েন।কেউ মাটি হাতে ঘুমোন, কেউ আবার প্রতিমার সাজ হাতে ধরেই চলে যান ঘুমের রাজ্যে। মহালয়ায় হয় দেবীর চক্ষুদান। সেদিন নির্জলা উপোস করতে হয়।ফি-বছর এই জাগ্রত দেবী দুর্গার মূর্তি দর্শন করতে হরিপালে উপচে পড়ে মানুষের ভিড়।

## সায়নীকে হারিয়েছিল দলের কিছু নেতা, আমার কাছে সব খবর থাকে,ভোটের আগে বিধানসভা নিয়ে ক্ষোভ জানালেন মমতা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দলের অন্দরের দ্বন্দ্ব নিয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলা নেতৃত্বের উপর তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বিধানসভা নির্বাচনের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, তাঁর কাছে সব খবর থাকে। একই সঙ্গে জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের উদ্দেশে তাঁর হুঁশিয়ারি, দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে ছো কথা বলা হবে না।মঙ্গলবার থেকে পর পর তিন দিন তিন জেলায় প্রশাসনিক সভা করবেন মমতা। পাশাপাশি, প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করার কথা তাঁর। মঙ্গলে পুরুলিয়া, বুধে বাঁকুড়ার খাতড়া এবং বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রামের সভা করে কলকাতায় ফেরার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। তার আগে সোমবার রাতে পশ্চিম বর্ধমান জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে দুর্গাপুর সার্কিট হাউসে বৈঠক করেন তৃণমূলনেত্রী। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক, মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, দলের রাজ্য সম্পাদক ভি শিবদাসন দাসু, আসানসোল পুরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায়-সহ জেলা নেতৃত্বের অনেকেই। তৃণমূল সূত্রে খবর, ওই বৈঠকে আলোচনার বিষয় ছিল- আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি। একই সঙ্গে বিধানসভা ধরে ধরে আসানসোল লোকসভা আসনে তৃণমূল প্রার্থীকে জেতানোর রূপরেখা তৈরি করা। বৈঠকে উপস্থিত তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশের সূত্রে জানা গিয়েছে, আলোচনা চলাকালীন আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার কথা উঠতেই রেগে যান মমতা। তাঁর মন্তব্য, সায়নী ঘোষ হারেননি। তাঁকে দলের জেলা নেতারা হারিয়ে দিয়েছেন। মমতা বলেছেন, সব খবর তাঁর কাছে থাকে।২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আসানসোল দক্ষিণ আসন থেকে তৃণমূলের টিকিটে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন সায়নী। তিনি পরাজিত হন বিজেপির অগ্নিমিত্রা পালের কাছে। ভোটের ফল ঘোষণার পর সায়নী অভিযোগ করেছিলেন, দলের কর্মীদের একাংশের অন্তর্ঘাতের জেরেই নির্বাচনে হেরেছেন তিনি। ওই বছরের অগস্টে সায়নী বলেছিলেন, ' ভাল খেলা হয়েছে। কিছু খারাপ খেলা হয়েছে। তুমিও জানো, আমিও জানি, কে ঠিক করে খেলেছে, কে ভুল করে খেলেছে। কে দলের হয়ে খেলেছে, কে দলের বিরুদ্ধে খেলেছে। সব থেকে বেশি কর্মীরা জানেন।''সোমবারের বৈঠকে থাকা নেতৃত্বের ওই সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, শুরুতেই দলনেত্রী মন্তব্য করেন, কেউ কেউ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার কয়েকটি আসন বিজেপির হাতে তুলে দেওয়া হবে। যাতে ইডি-সিবিআই যেন তাঁকে কোনও ভাবে বিরক্ত না করে। এই ধরনের চিন্তাভাবনা যিনি করছেন তিনি ঠিক করছেন না বলেই মন্তব্য করেন মমতা। এর পরেই মুখ্যমন্ত্রী হুমকি দেন, দলে থেকে যদি কেউ দলের সঙ্গে ' করেন, তা হলে তাঁকে ছেড়ে কথা বলা হবে না।বৈঠকে বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন দলনেত্রী। তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনকে নির্বাচন পর্যন্ত পিছনের সারিতে থাকার পরামর্শ দেন তিনি। কারণ হিসাবে তিনি জানান, ওই সংগঠনের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ তাঁর কানে এসেছে। দলের কর্মীদের ছেড়ে বিরোধী দলের কর্মীদের বিভিন্ন কলকারখানা বা সরকারি-বেসরকারি জায়গায় চাকরিতে ঢোকানোর কথাও তিনি শুনেছেন বলে মন্তব্য করেন মমতা। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, মমতা মন্তব্য করেন, যাঁরা এ রকম করেছেন, তাঁরা ঠিক কাজ করেননি। তাঁদের ভেবেচিন্তে কাজ করার পরামর্শও দেন তিনি। দুর্গাপুর-বর্ধমান লোকসভা আসনে কাকে প্রার্থী করা হবে তা খোলসা না-করলেও মমতা জেলা নেতৃত্বকে আশ্বস্ত করেছেন যে, সেখানে ভাল প্রার্থীই দেওয়া হবে। তাঁর নির্দেশ, বিধানসভার যে সব আসনে তৃণমূলের বিধায়ক রয়েছেন, সেই সব আসনে লোকসভা ভোটে তাঁকেই দায়িত্ব নিয়ে জয়ী করতে হবে তৃণমূল প্রার্থীকে। বাকি আসনের দায়িত্ব জেলা নেতৃত্বের।

## শাহজাহানপুরে গাড়ি উল্টে মৃত ৪ পড়ুয়া

শাহজাহানপুর, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তরপ্রদেশের শাহজাহানপুরে একটি মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় ৪ পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে উত্তরপ্রদেশের শাহজাহানপুর জেলার কান্ত থানা এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। বোর্ড পরীক্ষা দিতে যাওয়া পড়ুয়াদের গাড়ির টায়ার আচমকাই ফেটে গিয়ে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। তারফলেই ৪ পড়ুয়ার মৃত্যু হয়। ৬জন পড়ুয়া গুরুতর আহত হয়।অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সঞ্জয় কুমার জানিয়েছেন, একাধিক পড়ুয়া একটি ইকো গাড়িতে করে উত্তর প্রদেশের বোর্ড পরীক্ষা দিতে জৈতিপুর যাচ্ছিল। কাঁট এলাকায় জালালাবাদ-শাহজাহানপুর মহাসড়কের জারওয়ান গ্রামের কাছে হঠা গাড়ির টায়ার ফেটে গিয়ে গাড়িটি নিযন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃতদের নাম, মোহিনী (১৬), অনুরাগ (১৪)। এসপি সিটি জানান, আহত পড়ুয়াদের চিকিৎসার জন্য সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে

## দিল্লির এলএনজেপি হাসপাতালে আগুন

নয়াদিল্লি ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লির এলএনজেপি হাসপাতালে সোমবার রাতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। এলএনজেপি হাসপাতালের মেডিকেল ডিরেক্টর সুরেশ কুমার জানিয়েছেন, শর্ট সার্কিটের কারণেই আগুন লাগে। যদিও আগুনে হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। মেডিকেল ডিরেক্টর, সুরেশ কুমার আরও বলেছেন, জরুরি ব্লকে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়।তবে বর্তমানে সব রোগীই নিরাপদে রয়েছেন। তাঁদের কাউকেই তাঁদের ওয়ার্ড থেকে সরানোর প্রয়োজন পড়েনি। মেডিকেল ডিরেক্টর, সুরেশ কুমার আরও জানান, দমকল বিভাগ সঠিক সময়ে হাসপাতালে

## বাইপাস লাগোয়া কাদাপাড়ার জুটমিল আগুন! ঘটনাস্থলে দমকলের ১০ টি ইঞ্জিন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ সাতসকালে কাদাপাড়ায় আগুন। মঙ্গলবার সকালে ৯৩ নারকেলডাঙা মেন রোডে একটি জুটমিলে আগুন লাগে।ঘটনাস্থলে রয়েছে দমকলের ১০টি ইঞ্জিন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে আগুন নেভানোর কাজ। আতঙ্কিত ওই জুটমিলের শ্রমিকরা। কীভাবে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। মঙ্গলবার সকাল ৮টা ২০ মিনিট নাগাদ ওই বাইপাস সংলগ্ন জুটমিলের গুদামে আগুন লেগে যায়। দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় হু হু করে ছড়িয়ে পড়ে আগুন। মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যে গোটা গুদামঘরটিকে আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে। খবর দেওয়া হয় দমকলে। একে একে দমকলের ১০টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। শুরু হয় আগুন নেভানোর কাজ। যুদ্ধকালীন তপরতায় এখনও চলছে আগুন নেভানোর কাজ।কীভাবে ওই গুদামঘরে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আপাতত আগুন নেভানোই মূল লক্ষ্য দমকল কর্মীদের। কয়েক লক্ষ টাকার কাঁচামাল নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। অগ্নিকাণ্ডের জেরে স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত শ্রমিকরা।

## পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৮ফেব্রুয়ারি ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৮ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ১৫ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৫ ফাল্গুন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১৫ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

## আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৩৯শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১৫মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ১৫ মিনিটে।

## রাশিফল

**মেষরাশিঃ**আপনার উত্তেজনা থেকে মুক্তি পেতে পরিবারের সদস্যদের সহায়তা নিন। শুভদিন **বৃষভ রাশিঃ**মানসিক শান্তির জন্য আপনার উত্তেজনার সমাধান করুন। আর্থিকভাবে, আপনি সবল থাকবে। গ্রহ এবং নক্ষত্রের **মিথুন রাশিঃ**স্বাস্হ্যের সমস্যার জন্য আপনি কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে যেতে অসমর্থ হওয়ায় কিছু প্রতিকূলতার সামনা করা হয়েছে **কর্কট রাশিঃ**আপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। আপনার অফিসের সহকর্মী আজ আপনার মূল্যবান **সিংহরাশিঃ**কর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিযোগে করে থাকেন **কন্যারাশিঃ**আপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিশেষ জাত আছে এমন **তুলারাশিঃ**মেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া হয়েছে। **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে **ধনু রাশিঃ** আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন হতে পারে আজ **মকর রাশিঃ**আপনার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হতে পারে- আপনার অস্বাভাবিক আচরণে আপনার চারপাশের মানুষেরা বিভ্রান্ত হবে এবং আপনাকে হতাশগ্রস্ত অবস্থায় ছেড়ে চলে যাবে। **কুম্ভ রাশিঃ**বাচ্চাদের সঙ্গে সান্ত্বনা খুঁজে নিন। শুধুমাত্র আপনার নিজের পরিবারের পুরস্কার নিয়ে আ **মীন রাশিঃ** অলীক ভাবনা আপনাকে সাহায্য করবে না। আপনার উচিত পরিবারের প্রত্যাশামাফিক চলার জন্য কিছু করা। আপনি অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও মামলায় জড়িত থাকলে আদালত আজ

## আজ বাঁকুড়ায় মমতার সভা

# লোকসভাকে পাখির চোখে রেখে কি বার্তা দেন তাকিয়ে জেলার ঘাসফুল মহল

**দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ** একদিকে দরজায় কড়া নাড়ছে লোকসভা ভোট। অপরদিকে একের পর এক দুর্নীতির পাহাড়ের মাঝে অপরাধের শীর্ষে মাথা তুলেছে সন্দেশখালিকাণ্ড। আর তার আগেই তিন দিনের জঙ্গলমহল সফরে গিয়ে কল্পতরুর ভূমিকায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার হেলিকপ্টারে পুরুলিয়া থেকে বাঁকুড়ার রাত্রি যাপনের জন্য সার্কিট হাউসে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। লোকসভা ভোটের আগে মমতার জঙ্গলমহল সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ২০১৯ সালে জঙ্গলমহলে জোরদার ধাক্কা খেয়েছিল মমতার দল তৃণমূল কংগ্রেস জেলার ২ লোকসভা কেন্দ্র বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর বিজেপির দখলে যায়। একুশের বিধানসভাতে বাঁকুড়ায় ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রর মধ্যে বাঁকুড়া, শালতোড়া, ছাতনা, ওন্দা, বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর, ইন্দাস, সোনামুখী এই ৮ কেন্দ্রে বিজেপির দখলে যায়। বাঁকুড়া এবং বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে পদ্ম প্রতীকে নির্বাচিত হয়েছেন বিজেপির সুভাষ সরকার এবং সৌমিত্র খাঁ। সেখান থেকে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কিছুটা ঘুরে দাঁড়ালেও জঙ্গলমহল নিয়ে খুবএকটা স্বস্তিতে নেই ঘাসফুল শিবির। আর তাই সেই পরিস্থিতিতে উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের স্বপ্ন দেখিয়ে মমতা জঙ্গলমহলের মানুষের আস্থা মজবুত করতে চাইছেন বলে সংশ্লিষ্ট মহলের মত। সেই মতো তিন দিনের জেলার সফরের বুধবার জেলার খাতড়ার খড়বন মাঠে প্রশাসনিক সভা করবেন। সেখানে একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন তিনি। বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন বলেও জানা যায়। এদিকে মঙ্গলবার হেলিকপ্টারে বাঁকুড়ায় পৌঁছে জনসংযোগ পদযাত্রায় শামিল হন। এবং ভৈরব স্থান মোর এলাকায় একটি মন্দিরে পুজো দেন। গত কয়েক দিন ধরেই দুর্গাপুর ও পুরুলিয়ার সভা থেকে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে বার বার গর্জে উঠতে দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে। শুক্রবারও তার ব্যতিক্রম হবে না বলেই দাবী দলের একাংশের এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে ঘিরে প্রত্যাশায় বুক বাঁধছে জঙ্গলমহলবাসী। লোকসভা নির্বাচনের আগে ফের বাঁকুড়ায় এসে মুখ্যমন্ত্রী কি বার্তা দেয় সেদিকেই তাকিয়ে এখন ঘাসফুল মহল।

## লিলুয়ার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলো ফরেনসিক দল

**দুরন্ত বার্তা, লিলুয়া, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ** গত রবিবার মধ্যরাতে হাওড়ার লিলুয়া থানা এলাকার চকপাড়ায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলো ফরেনসিক দল। মঙ্গলবার সকালে চার সদস্যের ওই দল ঘটনাস্থলে এসে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন থানার পুলিশ আধিকারিকরাও। প্রসঙ্গত, রবিবার মধ্যরাতে লিলুয়ায় ঘরের মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় শাশুড়ি ও জামাইয়ের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মেয়ে। আগুনে কার্যত পুরোপুরি ভস্মীভূত দরমার পুরো বাড়ি। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আশপাশের কয়েকটি বাড়িও। লিলুয়ার চকপাড়ার শান্তিনগরের ওই ঘটনায় জামাই মধুসূদন সানা ও শাশুড়ি আঙুরবালা দেবীর মৃত্যু হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন মেয়ে কমলা সানা। এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জয় সামন্ত বলেন, আগুন লাগানোর কথা সরাসরি বলা যাবে না। রাতে আওয়াজ পাই। আওয়াজ বাড়তে থাকলে জানালা খুলে দেখি আগুন লেগেছে। এরপর নিচে নেমে পাড়ার লোকেদের ডাকি। ঘটনাস্থলে এসে দেখি ২০-২৫ জনে মিলে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে। এই অবস্থায় তাদের সাহায্য করার জন্য নর্দমা থেকে জল নিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেছি। কি কারণে আগুন তা জানা নেই। কেউ সেখানে সম্পত্তির লোভে আগুন লাগাতে পারে। আমাদের দাবি কি কারণে এই আগুন লেগেছে তার যথাযথ তদন্ত হোক। ফরেন্সিক টিম এসেও বিষয়টি দেখে গেছেন। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা শর্মিষ্ঠা বণিক বলেন, আগুনে ২ জনের মৃত্যু সত্যিই দুখূজনক ঘটনা। পাড়ার লোকেরা সকলে আপ্রাণ চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারিনি। এটাই আমাদের দুখূ। এদের বাড়িতে বিদ্যুৎ ছিল না। কি করে আগুন লেগেছে তা জানা নেই। আমরা চাই ন্যায্য বিচার হোক। এই পরিস্থিতি আমাদের মনে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সেদিন এলাকার বাসিন্দারা সকলেই প্রচুর চেষ্টা করেছেন। এদিকে, ফরেন্সিক দলের পক্ষ থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর দেবাশিষ সাহা বলেন, নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। পরীক্ষা না করা হলে কিছু জানা যাবেনা।

## স্টোভ ফেটে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু দশম শ্রেণির এক ছাত্রীর, চাঞ্চল্য লিলুয়ায়

**দুরন্ত বার্তা, লিলুয়া, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ** স্টোভ ফেটে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হলো দশম শ্রেণির এক ছাত্রীর। চাঞ্চল্য হাওড়ার লিলুয়ায়। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটে লিলুয়ার বীরাডিঙি নেতাজীগড় এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতার নাম বিশাখা দাস (১৫)। দশম শ্রেণির ছাত্রী বিশাখা মা ও ভাইয়ের সঙ্গে লিলুয়ার ওই বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। গ্যাস ফুরিয়ে যাওয়ায় ঘরের ভেতর মেঝেতে স্টোভ জ্বালিয়ে রান্না হচ্ছিল। ঘরে বিছানায় পড়াশোনা করছিলেন বিশাখা। ওইসময় ঘরে আর কেউ ছিলনা। হঠাৎই ঘরের ভেতর বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। পাড়া প্রতিবেশীরা ছুটে এসে দেখেন ঘরের মধ্যে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। অগ্নিদগ্ধ হয়ে ঘরের মধ্যে আটকে রয়েছে মেয়েটি। স্থানীয় বাসিন্দারাই দ্রুত আগুন নিভিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই দুপুরে মারা যান বিশাখা। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

## আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার এক দুষ্কৃতী

**দুরন্ত বার্তা, মুরারই, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ** আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল মুরারই থানার পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে একটি গুলি ভর্তি আগ্নেয়াস্ত্র। ঘটনাটি বীরভূমের মুরারোই থানার রাজগ্রামের শ্রীরামপুরে। ধৃতের নাম সাদেক সেখ। বাড়ি শ্রীরাম এলাকায়। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, গতকাল গভীর রাতে ঝাড়খন্ড সীমানা লাগোয়া বীরভূমের শ্রীরাম এলাকায় টহলদারির সময় মুরারই থানার পুলিশ ওই দুষ্কৃতীকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে। টহলদারিরত পুলিশ কর্মীরা তাকে আটক করে জেরা করলে তার কথাবার্তায় অসঙ্গতি ধরা পরে। সেই সময় তার কাছে তল্লাশি চালিয়ে একটি গুলি ভর্তি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। এরপরেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। তবে ধৃত সাদেক সেখ কি উদ্যেশ্যে সেখানে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করছিল, প্রাথমিকভাবে পরিস্কার নয়। বিষয়টি তদন্ত করছে মুরারোই থানার পুলিশ। ধৃতকে আজ রামপুরহাট মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে।

## পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের জীবন সংকটের মুখে, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ** নির্বাচনের আগে শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারনেই পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসীদের জীবন সংকটের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ জানিয়ে বিজেপি শাসিত ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে চিঠি দিয়েছেন। আদিবাসীদের জীবন, সম্মান নিয়ে যে খেলা হচ্ছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগনার সন্দেশখালিতে জনজাতি মহিলাদের উপরে অত্যাচার চলছে, আদিবাসীদের কাছ থেকে জোর করে তাদের জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলে তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন। এই নিয়ে আদিবাসী কমিশনের রিপোর্টের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন বলে তিনি চিঠিতে আশাপ্রকাশ করেছেন।

## ‘সব হিমঘরের ২০ শতাংশ জায়গা ক্ষুদ্র চাষীদের উৎপাদিত ফসলের জন্য’

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ** রাজ্যের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক আলুচাষিদের জন্য হিমঘরের নির্দিষ্ট পরিমান জায়গা সংরক্ষিত করে রাখা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। সব হিমঘরের ২০ শতাংশ জায়গা ক্ষুদ্র চাষীদের উৎপাদিত ফসলের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে বলে কৃষিদফতর জানিয়েছে। একজন ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক আলু চাষি সর্বোচ্চ ২৫ কুইন্টাল করে আলু হিমঘরে তাঁদের জন্য সংরক্ষিত যায়গায় রাখতে পারবেন। যাদের কিষান ক্রেডিট কার্ড রয়েছে তাদের এই সুবিধা দেওয়ার সময় অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এর ভাড়া নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসকদের। কৃষি দফতরের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ২০ মার্চ পর্যন্ত হিমঘর মালিকদের এই সংরক্ষিত জায়গা ফাঁকা রাখতে হবে। তার মধ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা তা না রাখলে তখন হিমঘর মালিক ইচ্ছে মতো সেই জায়গায় ভাড়া দিতে পারবেন। এজন্য হিমঘর মালিককে সরকার কোনও ভর্তুকি বা আর্থিক সাহায্য করবে না বলেও জানানো হয়েছে।

## ব্যাক্তিগত ও বাণিজ্যিক গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ** রাজ্যের ব্যাক্তিগত ও বাণিজ্যিক গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট পুনর্নবীকরণ এর জন্য কর ছাড় প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। সরকারি এই সুবিধার মেয়াদ ছিল আগামী ২৯ শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আজ, মঙ্গলবার তা বাড়িয়ে ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত করা হয়েছে বিমদ পরিবহন দফতর জানিয়েছে। উল্লেখ্য রাজ্যজুড়ে সমস্ত ব্যক্তিগত এবং বাণিজ্যিক গাড়ির পুনর্নবীকরণ না হওয়া সার্টিফিকেট অফ ফিটনেস, বকেয়া কর এবং পারমিটের জন্য ১ জানুয়ারি থেকে বিশেষ কর ছাড় বা ওয়েভার স্কিম চালু করেছিল রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের দেওয়া বিশেষ কর ছাড়ের ফলে মাত্র দেড় মাসেরও কম সময়ে ১০৬ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করেছে রাজ্যের পরিবহণ দফতর। ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক গাড়ি মিলিয়ে ১ লক্ষ ৭০ হাজার মালিক এই সময়ে ছড়ের সুয়োগ নিয়ে তাঁদের বিবিধ বকেয়া মিটিয়ে দিয়েছেন।এই প্রকল্পে চলতি বছর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া থাকা কর মেটানোর ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা পাবেন গাড়ির মালিকেরা। নির্ধারিত বর্ধিত সময়ের মধ্যে বকেয়া মিটিয়ে দিলে জরিমানার ওপর ছাড় মিলবে।৩১ মার্চের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দুই খাতের বকেয়া মেটালে গাড়ির মালিককে জরিমানার ৮০ শতাংশ মকুব করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

## হাসপাতালের নামের শেষে ‘রিসার্চ’ শব্দ আছে, চাই প্রমাণ, অন্যথায় বাতিল হবে লাইসেন্স

**দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ** আসলে একটি সাধারণ হাসপাতাল। কিন্তু নামের শেষে লেখা রয়েছে ‘রিসার্চ’। অর্থাৎ চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণার সঙ্গে যুক্ত এই হাসপাতাল। এমন ভ্রান্ত ধারণা জনমানসে নাকি তৈরি করছে বহু বেসরকারি হাসপাতাল। তাতে সরকারি অনুদান পাচ্ছে হাসপাতালগুলি এবং তার পাশাপাশি সেই সব হাসপাতালের উপর আস্থা বাড়ছে বহু মানুষের।এ বার এমনই কড়া মনোভাব প্রকাশ করে নির্দেশিকা জারি করল স্বাস্থ্য ভবন।রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের পর্যবেক্ষণ, কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকা মিলিয়ে প্রায় ২০টি এবং জেলাতেও বেশ কিছু চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের নামের মধ্যে রিসার্চ শব্দটি রয়েছে। ওই সব প্রতিষ্ঠান গবেষণার নামে সরকারি অনুদান পাচ্ছে, অথচ, অনেকগুলির ক্ষেত্রেই সেই টাকা ঠিক খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে না। অভিযোগ, অনুদানের টাকা নয়ছয় হচ্ছে। রাজ্যের কার্যনির্বাহী স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তা অনিরুদ্ধ নিয়োগী বলেন, ‘‘বেশির ভাগ হাসপাতাল নামের মধ্যে রিসার্চ শব্দটি ব্যবহার করে সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু নামের সঙ্গে রিসার্চ শব্দটির উল্লেখ থাকলেই ওই প্রতিষ্ঠানকে সমস্ত নিয়ম মেনে চলতে হবে।’’ সেই কারণে ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট রুলের ৪ (২সি) ধারা অনুযায়ী, সব বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্দেশিকা জারি করেছে স্বাস্থ্য দফতর।ওই ধারায় বলা আছে, লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোনও বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের নামে রিসার্চ শব্দটি ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহার করতে হলে গবেষণা সংক্রান্ত নথি জমা দিতে হবে। তাই এই নির্দেশিকা জারির পাশাপাশি যে সব বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের নামে রিসার্চ শব্দটি রয়েছে, তাদের প্রায় ১০টি বিষয়ে প্রয়োজনীয় নথি জমা দিতে বলা হয়েছে। স্বাস্থ্যকর্তাদের পর্যবেক্ষণ, কিছু হাসপাতাল গবেষণার প্রমাণ দিতে পারলেও অনেকেই স্রেফ নিজেদের জাহির করতে নামের মধ্যে রিসার্চ লিখে রেখেছে। সেগুলিই এ বার খতিয়ে দেখা হবে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠানের তকমা পেতে হলে বা তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হলে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। যেমন, প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব এথিক্স কমিটি থাকতে হবে। কতগুলি গবেষণার ছাড়পত্র মিলেছে, দু’বছর অন্তর তা জানাতে হবে রাজ্য ও কেন্দ্রকে। সক্রিয় গবেষণার জন্য কর্মী রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানে আলাদা

গবেষণা বিভাগ থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কোন গবেষণা কোন মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে, তার নথি প্রয়োজন। গবেষণার বিষয়বস্তুর উপরে পেটেন্ট পাওয়া গিয়েছে কি না, কিংবা পেটেন্টের জন্য আবেদন করা হয়েছে কি না, সেই নথিও থাকতে হবে।

ওই প্রতিষ্ঠানে পিএইচ ডি বা অন্য কোনও কোর্স করানো হয় কি না, যা গবেষণার সঙ্গে যুক্ত, তা স্পষ্ট করতে হবে। গবেষণার জন্য আইসিএমআর বা কোনও সরকারি বা বেসরকারি সংস্থার অনুদান মিলেছে কি না, মিললে গবেষণা শেষের পরে অনুদান পুরোপুরি ব্যবহারের শংসাপত্র থাকতে হবে। এক কর্তা বলেন, ‘‘সব বিষয় তালিকা করে দেওয়া হয়েছে। সেগুলির পক্ষে নথি জমা দিতে হবে।’’

## বিধায়কদের মোবাইল নিয়ে চম্পট দিল চোর

**দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ** পঞ্চায়েতের স্বাস্থ্য কর্মীর পোষাক পরে খোদ বিধায়কদের মোবাইল নিয়ে চম্পট দিল চোর। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার শ্যামপুর থানা এলাকার বানেশ্বরপুরে। জানা গিয়েছে মঙ্গলবার সকাল নয়টা নাগাদ শ্যামপুরের বর্ষীয়ান বিধায়ক কালীপদ মন্ডলের বাড়িতে পঞ্চায়েতের স্বাস্থ্য কর্মীর পোষাক পরে, মুখে লাল রঙের মাস্ক পরে কালিপদ মন্ডলের ছোট ছেলের খোঁজে আসে ওই দুষ্কৃতি। কালীপদ মন্ডল তাকু বাড়ির অফিসে বসতে বলেন।সেই সময়ে অফিসে বিধায়ক কালীপদ মন্ডলও ছিলেন। কিছুক্ষণ বসার পর কালিপদ মন্ডল বাথরুমে গেলে দুষ্কৃতি অফিসে থাকা ফোনটি নিয়ে চম্পট দেয়, এবং পায়ে হেঁটে এলাকা ছাড়ে দুষ্কৃতি। কিছুক্ষণ পরে অফিসে ফিরে এসে বিধায়ক কালীপদ মন্ডল দেখেন মোবাইল নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোর। তবে কেন শুধু মোবাইল নিয়েই চম্পট দিল চোর -তা নিয়ে রহস্য তৈরী হয়েছে। স্থানীয় শ্যামপুর থানায় অভিযোগ জানানোর পর ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## সন্দেশখালি যেতে বাধা

## হাই কোর্টের দ্বারস্থ দিল্লির স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম

**দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ** সন্দেশখালি যাওয়ার পথে বাধা পেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্যরা। গ্রেফতার করা হয় অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকেও। এবার এই বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম।মামলা দায়েরের অনুমতি বিচারপতি কৌশিক চন্দের।

মামলাকারীর আইনজীবী তরুণজ্যোতি তিওয়ারি বলেন, ‘‘শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীদের যেতে দিচ্ছে পুলিশ, কিন্তু বাকিদের আটকানো হচ্ছে। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, ‘‘সেটাই তো স্বাভাবিক যে শাসক দলের নেতাদের আটকানো হবে না। আপনার দল ক্ষমতায় এলে তারাও সেটাই করবে। দুপুর ৩টেয় মামলার শুনানি।রবিবার দিল্লির স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম সন্দেশখালি যাওয়ার চেষ্টা করে। ৬ সদস্যের প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিচারপতি নারসিমা রেড্ডি, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের যুগ্ম রেজিস্ট্রার রাজপাল সিং, ওপি ব্যাস, জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের কনসালট্যান্ট ভাবনা বাজাজ এবং বর্ষীয়ান সাংবাদিক সঞ্জীব নায়ক। শনিবার রাতে ধর্মতলার একটি হোটেলে ছিলেন তাঁরা। প্রতিনিধি দলের দাবি, পুলিশের তরফে রবিবার সকালে তাঁদের একটি চিঠি দেওয়া হয়। ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, সন্দেশখালির বিভিন্ন এলাকায় এখনও ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। তাই আইন মোতাবেক তাঁদের গ্রামে ঢুকতে দেওয়া সম্ভব নয়। চিঠি হাতে পাওয়ার পর ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্যরা স্পষ্ট জানান, তাঁরা গ্রামে যাবেন। যে এলাকাগুলিতে ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে সেখানে তাঁরা দল বেঁধে যাবেন না। তাঁদের মধ্যে শুধুমাত্র ২ জন ওই গ্রামে ঢুকবেন।এর পর ধর্মতলার হোটেল থেকে বেরন তাঁরা। সড়কপথে সন্দেশখালির উদ্দেশে রওনা দেন তাঁরা। তবে সন্দেশখালি থেকে প্রায় ৫২ কিলোমিটার দূরে ভোজেরহাটেই তাঁদের গাড়িকে আটকে দেয় কলকাতা পুলিশ। জানানো হয়, বসিরহাটের পুলিশ সুপারই ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমকে সন্দেশখালি যাওয়ার পথেই আটকাতে বলেছেন। সেই অনুযায়ী পুলিশ ওই প্রতিনিধি দলের ৬ সদস্যকে আটকে দেওয়া হয়। পুলিশের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। ভোজেরহাটে পথে বসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম। প্রথমে রাস্তা ফাঁকা করে দেওয়ার অনুরোধ জানান পুলিশকর্মীরা। যদিও পরে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁদের। টেনেহিঁচড়ে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয় ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্যদের।

গ্রেপ্তারির প্রতিবাদ জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ দিল্লির স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্যরা।

## বিরিয়ানি না দেওয়া, ফের মুখ বন্ধ করে ফেলেছেন কোন্নগরে শিশু খুনে মূল অভিযুক্ত শান্তা শর্মা ও তাঁর বান্ধবী

**দুরন্ত বার্তা, কোন্নগর হুগলি,২৭ ফেব্রুয়ারিঃ** চাই মুখরোচক খাবার। পছন্দ নয় সাধারণ ভাত-ডাল-রুটি। দিতে হবে বিরিয়ানি, চাইনিজ খাবার। কিন্তু, পুলিশ তাঁদের দাবিতে কর্ণপাত না করায় ফের মুখ বন্ধ করে ফেলেছেন কোন্নগরে শিশু খুনে মূল অভিযুক্ত শান্তা শর্মা ও তাঁর বান্ধবী ইফফাত পারভিন। ফাঁপরে তদন্তকারী অফিসাররা। প্রসঙ্গত, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি কোন্নগরে নিজের ঘরে নৃশংসভাবে খুন হয়ে যায় ৮ বছরের শিশু শ্রেয়াংশু শর্মা। ইট দিয়ে মাথা থেঁতলে, ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয় শিশুটিকে। তদন্তে নেমে শ্রেয়াংশুর মা শান্তা শর্মা ও তাঁর বান্ধবী ইফতাত পারভিনকে গ্রেফতার করে পুলশ। উঠে আসে সমকামী প্রেমের তত্ত্বও। জানা যায়, বিয়ের পর থেকেই শান্তা শর্মার সঙ্গে তাঁর স্বামীর সম্পর্কের টানাপোড়েনের কথা। আর্থিক অনটনের কথাও শোনা যায়। পরিবার সূত্রে খবর, ২০১২ সালে বিয়ে হলেও বিয়ের পর থেকে স্বামী পঙ্কজকে পছন্দ ছিল না শান্তার। উল্টে ইফফাতের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়তে থাকে। এদিকে

২০১৮ সালে ইফফাতের বিয়ে হলেও তাও বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। শ্বশুরবাড়ি থেকে চলেও আসে। শান্তা-ইফফাত একসঙ্গে দেশের নানা প্রান্তে ঘুরতে গিয়েছিলেন বলেও খবর। একসঙ্গে একাধিকবার রাত্রিবাসও করেন। ছেলেকে বাড়িতে রেখেই বাড়ি ছাড়েন শান্তা। পরিবারে আর্থিক অনটনের কথা শোনা গেলেও সূত্রের খবর, কোন্নগরের কানাইপুরে গঙ্গানগরে জমি কিনেছিলেন শান্তা শর্মা। কেনার সময় মধ্যস্থতাও করেছিলেন এক ব্যক্তি। তিনিই জানাচ্ছেন, ৭ বছর আগে তাঁর মাধ্যমেই ৪ লক্ষ টাকার বিনিময় ২ কাঠা জমি কেনেন শান্তা শর্মা। তাঁর নামে মিউটেশনও করা হয় সেই জমি। সেই জমিতে বাড়িও করার কথা ছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবের রূপ পায়নি। সূত্রের খবর, শান্তার বাবা রেলে চাকরি করতেন। তাঁরা তিন বোন। বাবা তিন বোনকে কিছু টাকা ভাগ করে দিয়েছিলেন বলে খবর। সেই টাকা দিয়েই কানাইপুরে ওই জমি শান্তা কিনেছিলেন বলে খবর। প্রসঙ্গত, ২০ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার হন শান্তা-ইফফাত। রয়েছেন ৯ দিনের পুলিশি হেফাজতে। আর দু’দিনের মাথায় ফের তাঁদের আদালতে তোলার কথা।

## সামাজিক প্রকল্পে অর্থের যোগান আরও সুচারু করতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্যের অর্থ দফতর

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ** লক্ষীর ভাণ্ডার সহ রাজ্য সরকারের তিন সামাজিক প্রকল্পে অর্থের যোগান আরও সুচারু করতে রাজ্যের অর্থ দফতর উদ্যোগী হয়েছে। এজন্য ওই তিন প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থ নির্ধারিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠাতে আর অর্থ দফতরের অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করতে হবেনা। আগামী মার্চ মাস থেকেই লক্ষীর ভাণ্ডার, কৃষকবন্ধু ও জয় বাংলা পেনশন প্রকল্পের জন্য এই নতুন বিধি কার্যকর হচ্ছে। এই তিনটি প্রকল্পের যারা উপভোক্তা তাদের নিদিষ্ট সময় মেনে যাতে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পান, সেই কারণে এই নয়া সিদ্ধান্ত । অর্থ দফতরের অনুমোদন পেতে দেরি হওয়ার কারণে কয়েক বছর ধরে অনেক দেরিতে টাকা পাচ্ছিলেন উপভোক্তারা। এই নিয়ে মানুষের মনে ক্ষোভ রয়েছে। সামাজিক প্রকল্পে টাকা পাঠাতে গেলে অর্থ দফতরের অনুমতি নিতে হয় সংশ্লিষ্ট ওই দফতরগুলিকে। সংশ্লিষ্ট দফতরগুলি থেকে ফাইল এসে অর্থ দফতরে পড়ে থাকে। এর ফলে মানুষ এই সামাজিক প্রকল্পগুলির টাকা অনেক দেরিতে পাচ্ছিলেন। এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীও বারবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তবুও এই সমস্যা থেকে রেহাই মিলছিল না। তাই এই নতুন নির্দেশ বলে মনে করা হচ্ছে।

## জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার চোরাই অটো

**দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ** জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার চোরাই অটো। ধৃত এক অটো চালক বাংলার মোড় থেকে।পুলিশ সূত্রে জানা গেল, জয়নগর থানা এলাকার এক ব্যক্তির একটি অটো প্রায় দেড় বছর আগে মগরাহাট থানা এলাকা থেকে চুরি হয়ে যায়।আর সেই চুরির অভিযোগ জয়নগর থানায় দায়েরের পরে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে এস আই সায়ন ভট্টাচার্য ও এ এস আই সজ্জিত দাসের যৌথ তৎপরতায় সোমবার জয়নগর থানার বাংলার মোড় থেকে একটি চোরাই অটো উদ্বার হয়।আর এই চুরির ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে আশাদুর রহমান মন্ডল অরফে আশা নামে এক অটো চালককে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে জয়নগর থানার পুলিশ। ধৃতের বাড়ি জয়নগর থানার বাংলার মোড় এলাকায়।ধৃতকে মঙ্গলবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতের কাছ থেকে এই চুরির ঘটনায় আর কে কে যুক্ত আছে তা জানার চেষ্টা করছে জয়নগর থানার পুলিশ।

## বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে মিড ডে মিল কর্মীদের বিক্ষোভ প্রতিবাদ মিছিল

**দুরন্ত বার্তা, মথুরাপুর, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ** মঙ্গলবার শ্রমিক সংগঠনের অনুমোদিত সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের উদ্যোগে বিভিন্ন দাবি নিয়ে মথুরাপুর ১ নম্বর বিডিও অফিসে ডেপুটেশন কর্মসূচি ও বিক্ষোভ প্রতিবাদ মিছিল হয়ে গেল। মিড ডে মিল কর্মীদের ১০ মাসের নয় বারো মাসের বেতন দেওয়া, উপযুক্ত হারে বেতন বৃদ্ধি, মিড ডে মিল কর্মীদের সরকারি শ্রমিকের স্বীকৃতি, পেনশন, বোনাস সহ একাধিক দাবিকে সামনে রেখে এদিন এই কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন এই বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের পক্ষে সীমা পন্ডা, মনোরমা হালদার, জয়ন্তী নস্কর নাজিরা খাতুন সহ আরো অনেকে। এদিন এই বিক্ষোভ মিছিলে প্রায় দেড়শতাধিক মিড ডে মিল কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

## সন্দেশখালি মামলায় হাই কোর্টে জামিন প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক

**দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ** সন্দেশখালি মামলায় সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সর্দারকে জামিন দিল কলকাতা হাই কোর্ট। জামিন মঞ্জুর করল বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ। গোটা ঘটনায় পুলিশ সুপারের রিপোর্ট তলব করল হাই কোর্ট।মঙ্গলবার নিরাপদ জেল থেকে মুক্তি না পেলে তা আদালত অবমাননার শামিল হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রসিদির ডিভিশন বেঞ্চ।গত ১১ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার করা হয় সন্দেশখালির প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ককে। তার পর থেকে একটানা ১৭ দিন ধরে তিনি জেলবন্দি অবস্থায় রয়েছেন। গ্রেফতারির পরেই নিরাপদের বাড়ির লোকেরা জামিনের আর্জি জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। সেই মামলায় মঙ্গলবার বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রসিদির ডিভিশন বেঞ্চ নিরাপদের নিঃশর্ত জামিন মঞ্জুর করেছে। তাঁকে কোনও ভাবেই আর জেলে বন্দি রাখা যাবে না বলেও জানিয়েছে আদালত। মঙ্গলবারই নিরাপদকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে হাই কোর্ট।১৭ দিন ধরে জেলবন্দি থাকার পর অবশেষে হাই কোর্টের হস্তক্ষেপে জামিন পেলেন নিরাপদ। তবে এই মামলার শুনানিতে বিচারপতিদের ভৎর্সনার মুখেও পড়তে হয়েছে পুলিশকে। সূত্রের খবর, এই মামলায় বেশ কিছু অসঙ্গতি খুঁজে পেয়েছে আদালত। তার প্রেক্ষিতে পুলিশ সুপারের কাছেও রিপোর্ট তলব করেছেন বিচারপতিরা। পরবর্তী শুনানির দিন এসপিকে এই রিপোর্ট জমা দিতে হবে। নিরাপদের গ্রেফতারি নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে মঙ্গলবার বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রসিদির ডিভিশন বেঞ্চ। বেঞ্চ বলে, ‘‘এটা আদালতের কাছে আশ্চর্যজনক যে, একটা অভিযোগের ভিত্তিতে একজন নাগরিককে গ্রেফতার করল পুলিশ! যদি একটা অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করে তাহলে সেই একই প্রক্রিয়ায় পুলিশকে কেন গ্রেফতার করা হবে না’।’

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
# দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৮৯ সংখ্যা, বুধবার, ১৫ ফাল্গুন, ১৪৩০

## ভারত মার্কিন বৈঠক

খলিস্তান নিয়ে দিল্লি ওয়াশিংটন কথা বলা শুরু করেছে। যেভাবে কানাডা থেকে শুরু করে আমেরিকাসহ ইউরোপ দেশগুলিতে খলিস্তান সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে তাতে চিন্তায় পড়ে গিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। কারণ খলিস্তানপন্থীরা আবার ভারতের লোকস সভার নির্বাচনকে ভুয়ো নির্বাচন বলতে শুরু করেছে। তারা এই নির্বাচনকে মানে না। খলিস্তানদের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং ভারতে খলিস্তান রাষ্ট্র তৈরি করে দেওয়ার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। খলিস্তান রাজ্য করার কথাও তারা বলতে শুরু করেছে। যার ফলে ভারতর সরকার এখন বিদেশি রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে খলিস্তানদের নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছে। ভারতে খলিস্তান নিষিদ্ধ সংগঠন। এই সংগঠনকে বহু ভারত বিরোধী রাষ্ট্রগুলি আর্থিক সহায়াতা দিয়ে সাহায্য করতে শুরু করেছে। খলিস্তান অফিস খুলে বসে রয়েছে। সেখান থেকে ভারত বিরোধী প্রচার শুরু করে দিয়েছে। যার ফলে কানাডায় ভারতীয় বসবাসকারী নিরাপদে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে পারে না। তারা খলিস্তান নিয়ে কোনও বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে না। যদি খলিস্তানদের নিয়ে বিরোধী আলোচনা করা হয় তাহলে তাদের ওপরে গোপন নজর রাখা হয়। এমনকী হুমকি পর্যন্ত দেখানো হয় বলে জানতে পারা গিয়েছে। খলিস্তান বিষয়টি একটি স্পর্শকাতর বিষয় হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছে। খলিস্তান নিয়ে এখন কানাডায় কোনও ভারতীয় ভয়ে মুখ খুলতে পারছে না। এদিকে আমেরিকার প্রশাসন গুরপতয়ন্ত সিংহ পন্নুনকে হত্যার অভিযোগে নিখিল গুপ্ত নামে একজন ভারতীয় বিরুদ্ধে মামলা করেছে। তিনি চেক প্রজাতন্ত্রে গ্রেফতার হয়েছিলেন। তারপর থেকে ভারতের ওপরে ক্রমাগত দোষ দিয়ে শুরু করে আমেকিতাক প্রশাসন। একেবারে কানাডা সরকারের মতো। কানাডা সরকারও আগে নির্জ্জর খুনের হত্যার ব্যাপারে ভারতের গুপ্তচরের কাজ ছিল বলে বলতে শুরু করে। তার ফলে ভারতীয় দূতাবাসের একজন অধিকারিককে কানাডা ছেড়ে চলে যেতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল। যার ফলে একটি সময়ে ভারতের সঙ্গে কানাডা সরকারের কূটনৈতিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। এমনকী ভিসা পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কানাডা থেকে ভরতীয় ছাত্রদের ভারতের নিয়ে আসার ব্যবস্থাও ভারত সরকার গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। কানাডায় ভারতীয় ছাত্ররা সেখানে পড়াশুনা করতে যায়। ভারতীয় ছাত্রদের কানাডা ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারে কানাডা সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। তারপরে হঠাৎ করে কানাডা সরকার তাদের মত পরিবর্তন করে। কানাডা সরকারে প্রতিনিধি দিল্লিতে এসে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী এবং বিদেশ মন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলে। তারপরে অবস্থা ক্রমশ স্বাভাবিক হতে থাকে। নয়াদিল্লিতে এ ব্যাপারে আমেরিকার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। আলেচনাা বিষয়গুলির মধ্যে থাকছে খলিস্তান নিষিদ্ধ সংগঠনে কর্মকাণ্ড, সান ফ্রান্সিসকোতে ভারতীয় কনস্যুলেটে হামলাকারীকে গ্রেফতারে সহায়তার বিষয়গুলিও। খলিস্তান ছাড়াও মাদক বিরোধিতা, সীমান্ত নিরাপত্তা, অভিবাসন, মানব পাচার, যৌন নির্যাতন, ব্যবসা বাণিজ্য ও সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে বিশদে আলোচনা করা হবে। সাইবার অপরাধের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। নেট দুনিয়া এখন নিরাপত্তার ওপরে বেশি করে জোর দিতে শুরু করেছে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যম দিয়েও অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। আর্থিক অপরাধ ক্রমশ সারা বিশ্বের মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব অজিত ভাল্লা ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব দেবেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। এই সব আলোচনায় জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের থাকার কথা জানতে পারা গিয়েছে।তবে বোরে সব দিকগুলি বিশয়ে খতিয়ে দেখেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এই বছরই ভারতের লোকসভার নির্বাচন। এই নির্বাচনের ব্যাপারে আমেরিকা আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। মার্কিন সেনেটের সদস্যরা মনে করছেন ভারতের লোকসভার নির্বাচন সুষ্ঠু এবং অবাধ হবে। শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে বলে আমেরিকা বিশ্বাস করে

## সক্রিয় পাক জঙ্গি

বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত দিতে শুরু করে দিয়েছে তাতে সমর্থন ছিল কাশ্মীরের ভারত বিরোধীদের। ফারুখ আব্দুল্লা মনে করেন কাশ্মীরটা তাদের নিজস্ব সম্পত্তি। নিজস্ব সম্পত্তি কাশ্মীর কারোর হতে পারে না এই চিন্তা থেকে কেন্দ্রীয় সরকার সবাইকে মুক্তি দিয়েছিল। যার ফলে মোদি সরকার এখন প্রতিটি বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের কাছে প্রধান শত্রু হয়ে দেখা দিয়েছে। কাশ্মীরে গণভোট হবে কি হবে না সেটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ভারত সরকার। সেখানে পাকিস্তানের নজর দেওয়ার কোনও দরকার নেই এটা ভারত বারবার বলে আসছে। কিন্তু ভারতের প্রতি প্রতিহিংসামূলক আচরণ করতে যেভাবে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তান তার ফলে সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। জম্মুতে চারদিন আগে জইস-ই-মহম্মদ এর চার জঙ্গি বিপুল অস্ত্র জোগাড় করে ফেলেছিল। সেই সব জমা অস্ত্র উদ্ধার করে ভারতীয় সেনারা। তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে যায় পাক সেনারা। পাকিস্তান বাহিনী সীমান্ত এলাকা জুড়ে গোলাগুলি বর্ষন করতে শুরু করে। কাঠুয়া সেক্টরে একজন জখম হয়েছিল। এদিকে চিন অসংযত ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়ায় ভারত চিনের মধ্যে বৈঠক হয়েছিল সীমান্ত নিয়ে। সেই বৈঠকে কোনও সমাধান সূত্র বের করা যায়নি। তারপরে বহুবার সেনা কর্তাদের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বারবার বলা হয়েছে পুলওয়ামায় ভারতের সীমান্ত এলাকা থেকে চিন তাদের সেনা সরিয়ে ফেলুক।

## শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

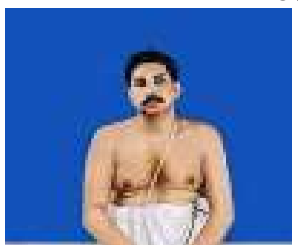

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে ৎ গঙ্গা না থাকলে ভারতীয় সভ্যতা এত উন্নত হতে পারতো না। গঙ্গা আছে বলে গোটা ভারতবর্ষটা বেঁচে রয়েছে। টিঁকে রয়েছে। গঙ্গার কোনও জাত নেই। ধর্ম নেই। সে সব ধর্মের। তার কোনও নির্দিষ্ট ধর্ম না থাকার ফলে তার সেবা সকলেই পেয়ে থাকে। গঙ্গা ইসলামের কাছে যেমন আবার খ্রিস্টানদের কাছেও তেমনি। তিনি আবার হিন্দুদের কাছে ঠিক তেমনি। গঙ্গাকে ধারন করেছিলেন শিব। তিনি ত্যাগী মানুষ। তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন। সংসার থাকলে তা তিনি ত্যাগ করেছেন। তিনি সর্বত্যাগী। তিনিও গঙ্গাকে ধারন করেছেন।

## সাধক বামাক্ষ্যাপা

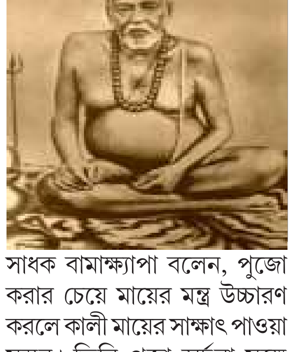

সাধক বামাক্ষ্যাপা বলেন, পুজো করার চেয়ে মায়ের মন্ত্র উচ্চারণ করলে কালী মায়ের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব। তিনি পুজা অর্চনা সঙ্গে মন্ত্রপাঠ করতে হবে। দিনের পর দিন কালী নাম মন্ত্র রচনা করে তাঁর নাম কীর্তন শুরু করতে হবে। তারাপীঠে শ্মশানে কালী মায়ের মন্দিরে জবা ফুল দিয়ে পুজো সারতে হবে। সাধক বামাক্ষ্যাপা তন্ত্র সাধনা করতে শুরু করে দিলেন মায়ের সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য। তারাপীঠ তন্ত্র সাধকদের পীঠস্থানে পরিণত হলো। দুর্গা চণ্ডী পাঠ বা মা কালীর তন্ত্রপাঠ। বাংলায় বহু তান্ত্রিক ছিল। বাংলা তন্ত্র সাধনার জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু মা কালীকে ভক্তি রসে নিয়ে এলেন বামাক্ষ্যাপা। তারাপীঠের মা কালীই হচ্ছেন বিশ্ব মাতা। তিনি শক্তিরূপিনী। ভক্তিধারিনী। তিনি ধ্যান। তিনি ধারক এবং বাহক। তিনি সাধনা। তিনি মন্ত্র। তাঁর মতো শক্তি আর কারোর নেই। জ্ঞান থাকতে হবে। অজ্ঞান থাকলে কোনও কাজ হবে না। শক্তি ধারন করতে হবে। শক্তি ও জ্ঞান দিয়ে বিশ্বকে রক্ষা করতে হবে।

# দ্বিশতবর্ষের আলোকে সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং উজ্জ্বল ছাত্র-নক্ষত্ররা

**রবীন্দ্র কুমার শীল**

কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ গঠন করে প্রথম ছাত্রদের পড়াশুনা শুরু করা হয়েছিল ১ জানুয়ারি ১৯২৪ সালে। তখন সংস্কৃত কলেজ নামেই পরিচিত ছিল। কিন্তু এই কলেজের শিলান্যাস হয়েছিল ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪ সালে। ১৮২৩ সালে ১৭ জুলাই গর্ভনর জেনারেল একটি প্রস্তাব নিয়েছিলেন যে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে জনশিক্ষা সংক্রান্ত একটি কমিটি তৈরি করা হবে। সেই কমিটিতে ছিলেন এইচটি প্রিন্সেপ, মেকল ও এইছ এইচ ইউলসনের মতো প্রাচ্যবিসহ আরও দশজন। সেই সময়ে কমিটির অধিকাংশ সদস্যগণ প্রাচ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার পক্ষে রায় দিয়ে সংস্কৃত কলেজ মত প্রকাশ করলে রাজা রামমোহন রায় -এর বিরোধিতা করেছিলেন। ১৮২৩ সালে ১১ ডিসেম্বর তারিখে গর্ভরন জেনারেল কাছে একটি স্মারক লিপি দিয়ে সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আপত্তি করেছিলেন। তিনি যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে সংস্কৃত ভাষার কলেজ না তৈরি করে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার খুবই প্রয়োজন। আধুনিক শিক্ষার জগত তৈরি করতে হবে ভারতে। বেদ বেদান্ত ন্যায় সংখ্যা দর্শন চর্চার ওপরে বেশি জোর না দিয়ে বিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন শাস্ত্র, প্রাকৃতিক দর্শন এবং অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠা গড়ে তোলার কুবই খুবই প্রয়োজন। ইংরেজি ভাষা চালু করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা সংক্রান্ত পাঠ্য বই পড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু লর্ড আমহার্স্ট রাজা রামমোহন রায়ের স্মারকলিপিতে সাড়া না গিয়ে তিনি ১৮২৪ সালে ১ জানুয়ারি বউবাজারের একটি ভাড়া বাড়িতে সংস্কৃত কলেজ শুরু করে দিলেন। ১৮২৭ সলে ইংরেজি ক্লাস হয়েছিল প্রথম বারে মতো যদিও তা ছিল ঐচ্ছিক বিষয়। তখন এই সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্যরা পড়াশুনা করার অধিকার লাভ করতো। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যুর পর পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৪৬ সালে সহকারি সচিব

হিসাবে এই কলেজর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। কলেজর সচিব রসময় দত্তের অবসর গ্রহণের পর শিক্ষা পর্ষদ সংস্কৃত কলেজকে কলকাতা মাদ্রাসার সমমর্যাদা দেওয়া হয় এবং বিদ্যাসাগরকে প্রথম অধ্যক্ষ করা হয়। বিদ্যাসাাগর ১৮৫১ সালে কায়স্থদের এবং ১৮৫৪ সলে সব হিন্দুদের সংস্কৃত কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। তবে বলতে গেলে এই সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররাই কিন্তু সমাজ সংস্কার করতে এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি করতে এগিয়ে এসেছিল। তাঁদের মধ্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কার, বিদ্যাসাগরের নাম অতি অবশ্যই করতে হবে। এই কলেজের স্নাতকদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদমর্যাদার জন্য উপযুক্ত বলে গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছিল। যার ফলে একটি সময়ে দেখতে পাওয়া গেল যে মনমোহন তর্কালঙ্কার মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হযেছিলেন। বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান সঙ্কলক রামচন্দ্র তর্কবাগীশ বিধবা বিবাহের ব্যাপারে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সমর্থন করেছিলেন। যিনি এটা প্রথম পালন করেছিলেন তিনি হলেন শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। প্রথম বাংলা সাময়িকী 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হওয়ার ব্যাপারে পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কঙ্কারের সাহিত্য প্রচেষ্টার গুরুত্ব অনেক। একজন খ্যাতনামা সংস্কৃত কবি প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর সাফল্যের সঙ্গে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সমাচার চন্দ্রিকা' সম্পাদনা করেন। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের মতো জ্ঞনী ব্যক্তি, কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী, ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও তারানাথ বাচস্পতির মতো সাহিত্যিক, পণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সমাজ সংস্কারক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, গৌরীনাথ শাস্ত্রী, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মতো ছাত্ররা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছিলেন। সংস্কৃত কলেজ এবং হিন্দু স্কুলের ছাত্ররাই বাংলার নবজাগরণকে আরও বেশি উজ্জ্বল করে তোলার জন্যসেই সময়ে বহু সংস্কারমুখী অন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছিল। একদিকে ডিরোজিও'র ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যরা অন্য দিকে তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা বাংলার শিক্ষা, সংস্কার সহ বিভিন্ন উন্নয়নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকে। এই কলেজের আর একজন ছাত্র ছিলেন তিনি চিকিৎসা জগতে সুনাম অর্জন করেছিলেন। এবং তিনিই প্রথম ভারতে প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেন তাঁর নাম মধুসূদন গুপ্ত। তখন মেডিকেল কলেজের ক্লাস হতো সংস্কৃত কলেজে। পরে মেডিকেল কলেজ তৈরি হলে সেখানেই চিকিৎসা শাস্ত্রে পাঠরত ছাত্ররা চলে যায়। ১৮৫৮ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে থেকে অধ্যক্ষের পদ থেকে ইস্তফা দিলে দীনবন্ধু শর্মা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মতো দেশিয় প্রতিষ্ঠান সমূহের কাছ থেকে প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ১৮৭২ সালে কলেজের তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্ষের ক্লাসগুলিতে প্রেসিডেন্সি কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ২৫ জন অবৈতনিক ছাত্রদের নিয়ে কলেজের টোল বিভাগটি পুনরায় চালু করেন। ১৯০৮ সালে বিশিষ্ট পণ্ডিতদের নিয়ে সংস্কৃত পরীক্ষার বোর্ড তৈরি করা হয়। ১৯১০ সালে কলেজের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে এবং সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশন রিপোর্টে প্রশংসা লাভ করে। এফএ পরীক্ষায় ইংরজি, গণিত, সংস্কৃত, ইতিহাস ও যুক্তিবিদ্যার মতো বিষয়গুলি আবশ্যিক পাঠ্য করা হয়। যারা রসায়ন এবং পদার্থ বিদ্যা নিয়ে পড়াশুনা করতো তাদেরকে প্রেসিডেন্সি কলেজে গিয়ে পড়তে হতো। ১৯৩০ সালে দার্শনিক এবং ইংরেজি ভাষায় সুপণ্ডিত ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। কলা বিভাগটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করেছিল এবং কলেজটিতে পালি, প্রাচীন ভারতীয় ও বিশ্ব ইতিহাস এবং ভাষাতত্ত্ব পড়ানো হতো। সংস্কৃত ছাড়াও প্রাচ্য অথবা টোল বিভাগসমূহ এই কলেজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। বাংলার নবজাগরণের ক্ষেত্রে সংস্কৃত কলেজের অবদান উল্লেখযোগ্য। বেথুন স্কুল, মেট্রোলিট্যান স্কুল, ভগবতী বালিকা বিদ্যালয়. সংস্কৃত স্কুল তৈরি করেছিলেন এই সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত ছাত্ররাই। তাঁরাই উদ্যোগ গ্রহণ করে বাংলা ভাষার উন্নতি পাশাপাশি শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ মনযোগ দিয়েছিলন। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি ভারতের চিত্র শিল্পে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মিলন ঘটান। পর দেখতে পাওয়া গিয়েচিল যে রাজা রামমোহন রায়ের ইচ্ছাতে পূরণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন এই সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররাই তাঁরা ইংরেজি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান করার ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছিলেন। ইংজেদদের ইচ্ছা ছিল না নেটিভদেরকে তাদের মাতৃভাষাকে শেখানোর। কিন্তু বাংলার সংস্কৃত পণ্ডিতদের চাপে পড়ে ইরেজি শিক্ষা চালু করতে বাধ্য হয়েছিল ইংরেজ প্রশাসন। রজা রামমোহন রায় ভেবেছিলেন যে ইংরেজরা ভারতের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন না করে ভারতবাসীদেরকে অন্ধকারে রেখে দেবে। সেই কারণে তিনি সেই সময়ে সংস্কৃত কলেজ গড়ার ব্যাপারে আপত্তি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবেশ ভারতে গড়ে তুলতে হবে। তাঁর সেই ইচ্ছাকে পূরণ করেছিলেন সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররাই। নারী শিক্ষা প্রসার থেকে শুরু করে বিধবা বিবাহ এবং বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ বন্ধ করার জন্য তীব্র আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সেই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন সংস্কৃত কলেজ থেকে পাশ করা সংস্কৃত পণ্ডিতেরা। তার ফলে কোনও রক্ষণশীলপন্থীরা এই সংস্কারমুখী আন্দোলনের বিরোধিতা করেও টিঁকে থাকতে পারেনি।

# বারাণসীর কড়চা ঃ কাশীর হৃদয়কেন্দ্র জ্ঞানব্যাপী- মন্দির ভাস্কর্যের আর এক নজির

**জয়দেব দাস, কাশী**

মিঃ ই. বি. হ্যাভেল ছিলেন একজন প্র চিত্রশিল্পী। তিনি তাঁর স্বদেশ ইংল্যাণ্ড থেকে ১৮৯৬ সালে ভারতে এসেছিলেন। তিনি এ-দেশে এসে ভারতশিল্পের ধারাবাহিক ইতিহাস অনুসন্ধানে মগ্ন হয়ে কয়েক বছরের মধ্যেই সে-বিষয়ে একজন বিশিষ্ট সমঝদার ও শিল্প ইতিহাসবেত্তা হয়ে ওঠেন। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি তে বারাণসী বা কাশীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ঐতিহ্যপূর্ণ এই সুপ্রাচীন নগরীর বহু অজানা তথ্য মিঃ ই. বি. হ্যাভেল ' বেনারস দ সেক্রেড সিটি' নামে একটি গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদের কাছে উন্মোচিত করেছেন। হ্যাভেল সাহেব সেই বই এর একাদশ অধ্যায়ে ভারতীয় ভাস্কর্যের উল্লেখ করেন এবং প্রাচীন মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ শিল্পের চিন্তা ব্যাক্ত করেছেন। তিনি বলেন, কয়েকজন সুশিক্ষাপ্রাপ্ত পুরাতত্ত্ববিদ যদি বারাণসীর চারদিকে ছড়ানো এবং আধুনিক মন্দিরগুলিতে গ্রথিত ভাস্কর্যকলার নিদর্শনরাজি ও প্রাচীন ধ্বংসস্তূপগুলি গভীরভাবে পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করেন, তাহলে এই শহরটির সুপ্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক নতুন আলোকপাত করতে পারবেন। অদ্যাবধি এই কাজের দায়িত্ব ইউরোপীয়দের উপরে ন্যস্ত রয়েছে। অথচ তাঁদের হিন্দু শিল্পের মর্ম বিশ্লেষণ করার মত সম্যক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব। জ্ঞানব্যাপী মন্দিরের বিষয় হ্যাভেল সাহেব সেই গ্রন্থে যা বলেছেন সেটি এই রকম, প্রাচীন স্থাপত্য কলার নিদর্শন যা বারাণসীতে আছে তার মধ্যে সবচেয়ে মনোরম ও আকর্ষণীয় হল মুসলমান আক্রমণে বিধ্বস্ত ও রূপান্তরিত সৌধরাজি। স্বর্ণমন্দিরের (বিশ্বনাথ মন্দির) কাছেই ঔরঙ্গজেব মসজিদের পেছনে একটি প্রাচীন স্থাপত্যের

ভাঙাচোরা রূপ দেখা যায়। তা একদা অবশ্যই অতি জমকালো ও চিত্তাকর্ষকরূপের কোন ব্রাহ্মণ্য বা জৈন মন্দির ছিল। মসজিদের দক্ষিণ দিকের দেওয়াল তার উপরে ভর করেই গড়ে উঠেছে। প্রচলিত মতানুসারে উহা সেই পুরানো মূল বিশ্বেশ্বর মন্দিরেরই অংশ। সেই মূল প্রাচীন মন্দিরটি ঔরঙ্গজেব কর্তৃকই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। স্থাপত্য রীতি দেখে মনে হয় মসজিদটি আকবরের সময়কার অথবা ষোল শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত। মসজিদের সামনে যে উঁচু চত্বর আছে তা পুরাতন কোন কাঠামো বা ভিতের উপরে তৈরি হয়েছিল। জ্ঞানব্যাপী মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ সেই ভাস্কর্যের দ্বারা প্রাচীন ভারতের শিল্প এর এক ধারণা করা সম্ভব। পর্যটকের তারই টানে কাশী আসেন। মন্দির গাত্রে ত্রিশূল, পান ইত্যাদি হিন্দু ধর্মীয় চিন্হ আজও বর্তমান। কাশীতে তীর্থযাত্রী সমাগম বর্তমানে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে এ সংখ্যা ভবিষ্যতে আরও বাড়বে। তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে, উত্তর প্রদেশ সরকার একটি কাশী দর্শন প্রকল্প আরম্ভ করেছে। তীর্থযাত্রীদের জন্য আরম্ভহ করা এই সিদ্ধান্ত-এ খুবি সুবিধা হবে পর্যটক কুলেরও। বারাণসীতে পাঁচশো টাকার নামমাত্র মূল্যে সাতটি স্থান পরিদর্শন করতে সক্ষম হবে পর্যটকরা।

বারাণসীর ক্যান্ট রেলওয়ে স্টেশনের অনতি দূরে থাকা আন্তরজাতিক বাস পরিসেবা থেকে এই যাত্রা শুরু হবে। স্টেশনে বুকিংও করা যাবে। বৈদ্যুতিক এসি বাস করে তীর্থযাত্রীদের কাশীর সাতটি ধর্মীয় ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিয়ে যাবে। এবং দিনের শেষে ফিরে আসবে। যার মধ্যে রয়েছে কাশী সারনাথ, নমো ঘাট, কাল ভৈরব মন্দির, বিশ্বনাথ মন্দির, দুর্গা মন্দির এবং সংকট মোচন মন্দির। বিশ্বনাথ মন্দির দর্শনের সময় চোখে পড়বে সেই জ্ঞানব্যাপী মন্দিরের শিল্প ও ভাস্কর্য। পুরাণ শাস্ত্রে মহাদেবকে যে, অষ্টমমূর্তি বলে কথিত আছে, এই জ্ঞানদায়িনী, জ্ঞানবাপী, তাঁহারই জলময় মূর্ত্তি। অপরন্ত শিবশব্দের অর্থ ক্ষ্মজ্ঞান এই তীর্থে সেই জ্ঞানই, ভগবানের ইচ্ছায় সলিল ভাবে অবস্থিত। এই জন্য এর অপর নাম ক্ষ্মজ্ঞানোদক্ষ্ম। এর উৎপত্তি ও মহিমার কথা স্কন্দ পূরণে যে ভাবে পাই তা এক বার দেখে নেওয়া দরকার। এমন মনে করা হয় দেবযুগে যখন সমুদ্র ভিন্ন জলাধিক্য বিস্তার ছিল না, যখন নদীর উৎপত্তি হয় নি, সেই সময়ে দিক্‌ পালাগ্রগণ্য ঈশানদেব যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করতে করতে এই সংসারাবর্ত পতিত জীবের তরণীস্বরূপ, জন্ম-মৃত্যু-ক্লেশ-ক্লিন্ট জীবের বিশ্রামভবনতুল্য, সচ্চিদানন্দ-নিলয়, অবিমুক্তক্ষেত্র বারাণসীতে সমুপস্থিত হলেন। সেখানে প্রবেশ করে দেখলেন ব্রহ্মাদি দেবগণ, অমর, সিদ্ধ, যোগী, ঋষি ও প্রমথগণ অর্পিত জ্যোতির্ম্মালামণ্ডিত বিশ্বনাথ মহালিঙ্গ বিরাজিত। গন্ধর্ব্ব, চারণ, অপ্সর, বিদ্যাধর ও কিন্নরগণ, সকলেই স্বস্ব মানসপ্রস- স্মতাভিধেয় উপচারে তাঁহার অর্চ্চনা করে, পরমানন্দ অনুভব করছেন। তদ্দৃষ্টে তিনিও এই মহালিঙ্গকে শীতল জল দ্বারা স্নান করাতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু তন্নিকটে জল না থাকায়, ঐ রুদ্রমূর্ত্তি ঈশান, নিজের ত্রিশূল দ্বারা, সেই স্থানের দক্ষিণ ভাগে অনতি দূরে একটা কূপ খনন করলেন। সেই কূপ হইতে তখন অপৰ্য্যাপ্ত জল উত্থিত হতে থাকলো। তিনি ঐ জল দ্বারা সহস্রধারা কলসে, হৃষ্টচিত্তে সহস্রবার সেই মহালিঙ্গকে স্নান করালেন।

অনন্তর বিশ্বলোচন বিশ্বাত্মা বিশ্বেশ্বর, এই স্বচ্ছ, নির্ম্মল, সুগন্ধি, স্নিগ্ধকারী, সুখকারী, শীতল ও জাড্যাপহারী জলে স্নাত হয়ে, প্রসন্নতার সহিত, রুদ্রমূর্ত্তি ঈশানুকে বললেন, হে শুব্রত! তোমার এই অলৌকিক কার্য্যে আমি অতিশয় প্রীত হইয়াছি, তুমি কি বর প্রার্থনা কর? এই কথা শুনে ঈশান বললেন, হে দেবেশ! আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং আমি যদি আপনার বরের যোগ্যপাত্র মধ্যে গণ্য হই, তবে হে শঙ্কর! এই তীর্থ, ভবদীয়বরে জগতের অতুলনীয় হউক। বিশ্বেশ্বর তদুত্তরে বললেন, ত্রিভুবন মধ্যে যততীর্থ আছে তৎসমুদয়, হইতে ইহ প্রধান শিবতীর্থ নামে খ্যাত হইবে। ইহাতে আমি (জ্ঞান) সলিল ভাবে অবস্থিত রহিলাম, এজন্য ইহার নাম ক্ষ্মজ্ঞানোদদ বা জ্ঞানবাপী হইল। ইহার দর্শনে সর্বপাপমোচন স্পর্শনে অশ্বমেধযজ্ঞেরফল লাভ হইবে। ইহাতেই ফন্তু তীর্থ স্নানাদি, ইহাতেই পুষ্কর তীর্থ তর্পণাদি, ইহাতেই গয়া শ্রাদ্ধাদি, এবং ইহাতেই কুরুক্ষেত্রস্থ রামহ্রদ পিণ্ড-দানাদি কার্য্যফল নিহিত হইল। ইহার দর্শন, স্পর্শন, জলপান অথবা ইহাতে স্নান করিলে ভূত প্রেতাদির উৎপীড়ন, এবং সর্ব্ব প্রকার গ্রহদোষ শান্তি হইয়া, মনুষ্য চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্ত হইবে। এই বলে বিশ্বনাথ অন্তর্হিত হলেন।

কথিত যে, সদ্যঃ শুদ্ধিকর অনেক তীর্থ আছে; কিন্তু তাহারা এই জ্ঞানবাপীর ষোড়শাংশের একাংশও নহেঙ্ক

# বাঘ চিরদিনের জন্য ভারতের সাফল্যের গল্প এবং ভবিষ্য দৃষ্টিভঙ্গী

**ডঃ রাজেশ গোপাল**
**মোহনিশ কাপুর**

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ২০২৩-এর এপ্রিলে অমৃতকালে ব্যাঘ্র ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী (ইংরেজির ২০৪৭)-এর সূচনা করেন। তা করা হয় ব্যাঘ্র প্রকল্পের সফল ৫ দশকের স্মরণে মাইশুরুতে আন্তর্জাতিক উদযাপন অনুষ্ঠানে। বাাঘেদের সুস্থায়ী উন্নয়ন এবং এই বন্যপ্রাণীর ভবিষ্য নকশা তৈরি ব্যাঘ্র ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্দেশ্য। ব্যাঘ্র প্রকল্পের এই যাত্রা দীর্ঘ সময়কাল ধরে এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। আকারে, আয়তনে বিশ্বজুড়ে এর তুলনা মেলা ভার। কেন্দ্র এবং ১৮টি রাজ্য এই উপলক্ষে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে এবং তা পরস্পর সম্পৃক্ত। বাঘকে বাঁচানো জরুরি কেন? ব্যাঘ্র প্রকল্পে লাভ কী? নান্দনিক এই পশুকে ঘিরে এইসব নানা চিন্তা-ভাবনা বা পরিকল্পনার প্রয়োজনটাই বা কোথায়? এতে কী সমাজ আদৌ লাভবান হয়? স্থানীয় মানুষদের তা কী কোনো উপকারে লাগে? ব্যাঘ্র নির্ভর কোনো পরিকল্পনাকে সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সংযুক্ত করা কী সম্ভব? জলবায়ু পরিবর্তন রোধে আমাদের দায়বদ্ধতার লক্ষ্যে বাঘকে ঘিরে এই প্রয়াস কতখানি সদর্থক? এইসব নানা প্রশ্ন ঘুরে-ফিরে আসে এবং তা সঙ্গতও বটে। বাঘ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশ রক্ষার পরিমণ্ডলের সঙ্গে তা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। বাঘেদের বেঁচে থাকার সঙ্গে তার শিকারের ক্ষেত্র গড়ে তুলতেও বনাঞ্চল অন্যতম সহায়ক। ফলে বাঘকে ঘিরে এই প্রয়াস সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্রের এক নির্ণায়ক দিকও বটে। বাঘের ছবি দিয়ে মনোরঞ্জনের থেকেও অনেক বেশি দরকার বাঘের বেঁচে থাকার জন্য কর্মপরিকল্পনা নির্ণয়। সমাজ এ থেকে নানাভাবে উপকৃত হতে পারে, বাস্তব-অবাস্তব তা যাই হোক না কেন। জাতীয় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ তা একটা দিশা নির্দিষ্ট করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ হিসেব করে দেখা গেছে করবেট ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কেন্দ্রে জিন পুল সংরক্ষণ (বার্ষিক ১০.৬৫ বিলিয়ন টাকা) জল সংস্থান (বার্ষিক ৪.০৫ বিলিয়ন)। বন্যপ্রাণ আলয় এবং আশ্রয়স্থল (বার্ষিক ২৭৪ মিলিয়ন টাকা), স্থানীয় কর্মসংস্থান (বার্ষিক ৮২ মিলিয়ন টাকা) সংগ্রহের পরিমাণ ২৬১.৮ বিলিয়ন টাকা এবং বার্ষিক অর্থ চলাচল ১৪.৭ বিলিয়ন টাকা। এরফলে প্রতি বছর হেক্টর প্রতি সুফল ১.১৪ লক্ষ কোটি টাকা, আনুপাতিক ক্ষেত্রে পরিচালনগত খরচের হিসেবে তার মূল্য দাঁড়ায় ৬৬৮। বাস্তব ঘটনা নির্ভর ক্ষেত্র থেকেও তার আরও অন্য ফলদায়ক দিকও রয়েছে। এই পরিমণ্ডলের সুফল কেবলমাত্র সন্নিকটবর্তী এলাকাতেই নয়, এর প্রভাব সুদুরপ্রসারী। যেমন উত্তরপ্রদেশে অববাহিকা জেলাগুলিতে জল সংস্থান (বার্ষিক ১.৬১ বিলিয়ন) এবং নতুন দিল্লি শহরে জল পরিশোধন পরিষেবার উপত্তি স্থল (বার্ষিক ৫৫০ মিলিয়ন টাকা) করবেট ব্যাঘ্র সংরক্ষণ অঞ্চল থেকে। বাঘের পিছনে বিনিয়োগের বহুমুখী সুফল রয়েছে। প্রথমত স্থানীয় মানুষ যারা ব্যাঘ্র অঞ্চল এলাকায় দেখভালের কাজে নিযুক্ত, তারা তা থেকে তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। এর পাশাপাশি দলগত সাফল্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তারা অগ্রণী ভূমিকা নেয়। বাঘে-মানুষে সম্পর্কের প্রশ্নে ব্যাঘ্র সংরক্ষণ অঞ্চল এবং মানুষের বসবাসের এলাকার মাঝে নজরদারির কাজে কর্মনিযুক্তির প্রশ্নও সেখানে জড়িত। ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধীন ব্যাঘ্র কৌশল রচনার ক্ষেত্রেও এই যৌথ কর্ম পরস্পর পরিপূরক। একদিকে যেমন ব্যাঘ্র সংরক্ষণ এলাকায় স্থিতাবস্থা রক্ষা, তার পাশাপাশি রয়েছে মানুষের বসবাসের এলাকা। এই দুইয়ের মাঝে একটি নিরাপদ অঞ্চল রচনা এক্ষেত্রে গভীর সম্পর্কসূত্রে যুক্ত।

বাঘেদের বসবাসের জন্য এক জৈব বৈচিত্র্যের পরিমণ্ডল গড়ে তোলা এবং তাদের বিচরণ ভূমিকে নিরাপদ হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি তার সুস্থায়িত্বও রক্ষা করা দরকার। অমৃতকালে ব্যাঘ্র ভিত্তিক পরিকল্পনা নিয়ে যে সংগ্রহটির প্রকাশ আমাদের প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন তাতে জাতীয়, রাজ্য এবং ব্যাঘ্র সংরক্ষণ এলাকা ভিত্তিক ত্রিস্তরীয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নতুন করে উৎসাহ ও শক্তি জুগিয়েছে। জাতীয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তা একদিকে যেমন ব্যাঘ্র সংরক্ষণ এলাকা, তার পাশাপাশি জনগণের বসবাস এলাকার মাঝে নিরাপদ ক্ষেত্র গড়ে তোলার দিকটি ছাড়াও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রসার, কার্বন নিরোধক জলবায়ু ভিত্তিক ব্যবস্থা, বন্য পশুর জঙ্গলে বেঁচে থাকার উপযুক্ত ক্ষেত্র গড়ে তোলা, ব্যাঘ্র পরিচালন ব্যবস্থার দিশা নির্ণয়, জৈব পর্যটনের প্রসারে সংগঠিত গোষ্ঠী উদ্যোগ গড়ে তোলা সহ নানা দিককে যুক্ত করেছে। ব্যাঘ্র সংরক্ষণ থেকে নানা সুফল পাওয়া যায়। যেমন ২০২১-২২এ এই ব্যাঘ্র প্রকল্পের আওতাধীন ত্রিমাসিক যে অর্থ বরাদ্দ হয়ে থাকে তাতে পরিবেশগত লাভের অঙ্ক বিরাট। বাঘকে ঘিরে বনাঞ্চল গড়ে তোলা এবং পরিবেশ রক্ষার মধ্যে দিয়ে ২০৭০ সালের মধ্যে কার্বন নির্গমণকে শূন্যে পৌঁছনোর লক্ষ্য নিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। ভারতের এই উদ্যোগ বিশ্বজুড়ে অভিনন্দন কুড়িয়েছে। এই উদ্যোগের সাফল্য একদিকে যেমন কেন্দ্রের, তার পাশাপাশি তা ১৮টি রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় মানুষের সদিচ্ছা, কর্মপ্রয়াস এবং দায়বদ্ধতার সঙ্গেও যুক্ত। কেন্দ্র রাজ্য পারস্পরিক সহযোগিতার এটা এক দৃষ্টান্তও বটে। ব্যাঘ্র সংরক্ষণের জন্য প্রায় ৪৩৫১৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি দেশের নিরাপদ ক্ষেত্র হিসেবে ৩৫২২২.৫৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকা চিহ্নিত। ব্যাঘ্র সংরক্ষণে কতখানি সফলতা অর্জন করা যাচ্ছে তা নিয়ে নিয়মিত মাফিক সমীক্ষা হয় এবং এক্ষেত্রে ভালো কাজও প্রশংসিত হয়। সংরক্ষণ সুনিশ্চিত ব্যাঘ্র মানক (সিএজ্জটিএস) এক্ষেত্রে শংসাপত্রও দিয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেসব দেশে বাঘের বসবাস রয়েছে যেমন বাংলাদেশ, ভুটান, কম্বোডিয়া, মায়ানমার, নেপাল, রুশ ফেডারেশন এবং চিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও সমঝোতাপত্রও স্বাক্ষরিত হয়। ভারতে এখন বৃহত্তম ব্যাঘ্র সংরক্ষণ এলাকা ছাড়াও বাঘের সংখ্যাও সর্বাধিক ৩৬৮২। ব্যাঘ্র সমীক্ষায় যা গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে জায়গা করে নিয়েছে।

ব্যাঘ্র সংরক্ষণের এই দিশাপথে অগ্রবর্তী হয়ে এই বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে ভারত আগামীদিনেও একটি রোল মডেল হয়ে থাকবে।

(লেখকদ্বয় ঃ আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র মঞ্চের মহাসচিব ও আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র মঞ্চের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার)

# বাংলার পুজা পার্বণে বৃক্ষ

বাংলাতে বৃক্ষ পুজো এসেছে রামায়ণের যুগ থেকে। তার আগে বৈদিক যুগেও বৃক্ষ পুজো ছিল। কিন্তু আর্যরা লাতে আসেনি। তারা রাজস্থান পর্যন্ত এসে থেমে গিয়েছিল। বাংলা ছিল অনার্যদের বাসভূমি। অনার্যরাও বৃক্ষ পুজো করতো। তবে তারা আর্যদের মতো হোম যজ্ঞ করে বৃক্ষ পুজো করতো না। অনার্যরা লাল আলতা দিয়ে বৃক্ষ পুজোর আয়োজন করতো। সেই বৃক্ষ পুজো জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে রামায়ণ ও মহাভারতের যুগের সময় থেকে। বৃক্ষ পুজো করা মানেই হচ্ছে বৃক্ষকে বাঁচিয়ে রাখা। বৃক্ষকে যাতে ধ্বংস না করতে পারে তার জন্যই বৃক্ষ পজোর আয়োজন করা হয়েছিল। তখনকার সময়ে বিশেষ করে বৈদিক কাল থেকে বৃক্ষ কাটা অপরাধ বলে গণ্য করা হতো। এখন তো বৃক্ষ কেটে সভ্যতাকে বিস্তার করা হচ্ছে। বৃক্ষকে বাঁচিয়ে রেখে সভ্যতার বিকাশ হচ্ছে না। বৃক্ষ কেটে রাস্তাঘাট তৈরি করা হচ্ছে। আর্যরা বৃক্ষ পুজো করতো ঠিক তেমনি অনার্যরাও বৃক্ষ পুজো করতো। আর্য অনার্য সংমিশ্রনে বৃক্ষ পুজো শ্রীবৃদ্ধি লাভ ঘটে সারা ভারতে। বাড়ির দালানে তুলসী গাছ লাগানোটা একটি পুজো বলা যেতে পারে। আবার শিব পুজোর কালে বহু মহিলারা বড় বড় গাছ বট গাছ, অশ্বথ গাছকে পুজো করে থাকে। সুন্দরবনে সুন্দরী গাছকেও পুজো করা হয়। আবার পৌষ মাসে নতুন ধানের পুজো হয়ে থাকে। গণেশের সঙ্গে কলাগাছকে পজো করা হয়। এটা হচ্ছে আর্য অনার্য সংস্কৃতির মিলন। বৃক্ষ পুজো না করলে মানুষের মনস্কামনা পূর্ণ হয় না। সেই কারণে দেব দেবী পুজোর করার সঙ্গে বৃক্ষ পুজোরও আয়োজন করা হয়

# শিলদায় মাওবাদী হামলার ১৪ বছর পর সাজা ঘোষণা, দোষী সাব্যস্ত ২৩

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ শিলদার ইএফআর ক্যাম্পে হামলার ঘটনায় ১৪ বছর পর ২৩ জন মাওবাদীকে দোষী সাব্যস্ত করল মেদিনীপুর আদালত। সাজা ঘোষণা হবে আগামীকাল। জামিনে মুক্ত ছিলেন ন'জন-সহ মোট ২২ জনকে মঙ্গলবার তোলা হয়েছিল আদালতে। একজন অসুস্থ থাকায় তাঁকে আদালতের বাইরে অ্যাম্বুল্যান্সে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। শিলদায় সশস্ত্র বাহিনীর শিবিরে মাওবাদী হামলার ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত ছিলেন মাওবাদী নেতা সুদীপ চোংদার। কিন্তু তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার আদালতে হাজির ছিলেন সিআইডি অফিসারেরা। সরকারি আইনজীবী দেবাশিস মাইতি বলেন, ''ওই ঘটনায় ২৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা পড়েছিল। তার মধ্যে একজন মারা যান। ন'জন জামিনে মুক্ত ছিলেন। আজ (মঙ্গলবার) ২৩ জনকেই আদালতে হাজির করানো হলে বিচারক তাঁদের সকলকেই দোষী সাব্যস্ত করেন এবং জামিনে থাকা ন'জনকে হেফাজতে নেওয়ার নির্দেশ দেন। মঙ্গল এবং বুধবার ২৩ জনের বক্তব্য শুনবেন বিচারক, তার পরেই সাজা ঘোষণা হবে।'' এই মামলা প্রথমে শুরু হয়েছিল ঝাড়গ্রাম আদালতে। পরবর্তীতে সেই মামলার শুনানি শুরু হয় পশ্চিম মেদিনীপুর আদালতে। আদালত সূত্রে জানা গেছে, জামিনে মুক্ত ছিলেন লোচন সিংহ সর্দার, চুনারাম বাস্কে, রমসাই হাঁসদা, আশিস মাহাত, ধৃতিরঞ্জন মাহাত, অর্ণব দাম, বিষ্ণু সারেন, বুদ্ধেশ্বর মাহাত এবং প্রশান্ত পাত্র। জেল হেফাজতে ছিলেন শ্যামচরণ হাঁসদা, রাজেশ হাঁসদা, শুকলাল সরেন, রাজেশ মুন্ডা, মানস মাহাত, কানাই হাঁসদা, কল্পনা মাইতি, সনাতন সরেন, মনসারাম হেমব্রম, ঠাকুরমনি হেমব্রম, ইন্দ্রজিত কর্মকার, কাজল মাহাত, রঞ্জন মুন্ডা এবং মঙ্গল সরেন। ২০১০ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারি শিলদা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে থাকা ইএফআর ক্যাম্পে মাওবাদী হামলা হয়। সে দিনের হামলায় ২৪ জন ইএফআর জওয়ানের মৃত্যু হয়েছিল। জওয়ানদের পাল্টা প্রতিরোধে ৫ মাওবাদীও মারা গিয়েছিলেন। এই ঘটনার পরেই ইএফআর ক্যাম্প তুলে দেওয়া হয়। সেই ক্যাম্পের অদূরে শিলদাতে গড়ে তোলা হয় রাজ্য পুলিশের স্ট্যাকো ক্যাম্প। ১৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা নাগাদ ক্যাম্পে হামলা চালায় সশস্ত্র মাওবাদীরা। জওয়ানদের গুলি করে খুন করার পাশাপাশি আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। লুটপাট চলে ইএফআরের অস্ত্র ভান্ডারে।

# প্রকাশ্যে শাসক দলের গোষ্ঠীকোন্দল, বোমাবাজি! উদ্ধার তাজা বোমা

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত চন্দ্রকোনার কোল্লা গ্রাম। সাতসকালে গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে তাজা বোমা। ফের প্রকাশ্য তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব। একপক্ষের দাবি, গ্রামে জলসা বন্ধ করতে করা হয় বোমাবাজি। পাল্টা অপর পক্ষের দাবি, অঞ্চল ভিত্তিক নির্বাচনি চেয়ারম্যান ঘোষণা করা হয়েছে অঞ্চলের সহ সভাপতিকে। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকা দখলের চেষ্টা বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর। রাতে বোমাবাজির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় চন্দ্রকোনা থানার পুলিস। ঘটনাটি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ২ নং ব্লকের ভগবন্তপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কোল্লা গ্রামের। পঞ্চায়েত নির্বাচন ও নির্বাচন পরবর্তী সময় থেকেই একাধিকবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এই কোল্লা গ্রাম। আর প্রতিবারই সামনে আসে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল। মূলতঃ এলাকা দখলকে ঘিরে দুই গোষ্ঠীর কোন্দল অজানা নয়। সোমবার রাতে আবার একবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কোল্লা গ্রাম। রাতে গ্রামে ব্যাপক বোমাবাজির ঘটনা ঘটে বলে জানা যায়। জানা গিয়েছে, পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী বিভক্ত হয়ে যায়। একপক্ষ টিকিট না পাওয়ায় আম চিহ্নে নির্দল হয়ে দাঁড়িয়ে জয়লাভ করে। পরে তাদের ফিরিয়ে নেওয়া হয় দলে। অঞ্চল সহ-সভাপতি ইসমাইল খান ও অঞ্চল সভাপতি রামকৃষ্ণ রায়ের দ্বন্দ্ব ব্লক থেকে জেলা নেতৃত্ব কারও অজানা নয়। আম চিহ্নে জয়ী হয়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়া কোল্লার নেতাদের দাবি, এলাকায় জলসা হচ্ছিল। তৃণমূলের বুথ সভাপতি জিয়াউর রহমানের অনুগামীরা বোমাবাজি করেছে আর এই জিয়াউর রহমান অঞ্চল সভাপতির অনুগামী বলে পরিচিত। বুথ তৃণমূলের সভাপতি জিয়াউর রহমানের অনুগামী কোল্লা বুথের যুব সভাপতি আবসারউদ্দিন খানের দাবি, আম চিহ্নে জয়ী হওয়া বর্তমানে তৃণমূল কর্মীরাই এলাকায় বোমাবাজি করেছে এলাকা রাশ নিজেদের হাতে রাখার জন্য। তবে যাইহোক সাত সকালে এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় বোমা ছড়িয়ে থাকার ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকার মানুষজন। যদিও ব্লক তৃণমূল সভাপতি হীরালাল ঘোষ অবশ্য গোষ্ঠীকোন্দলের বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে পুলিস প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে এমনটাই জানান।

# চিকিৎসার অভাবে ডিয়ার পার্কে দুই পূর্ণবয়স্ক হরিণের মৃত্যু, অসুস্থ আরও ১

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ চিকিৎসার অভাবে ডিয়ার পার্কে মৃত্যু দুই হরিণের। অসুস্থ আরো এক হরিণ। পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে নেই পর্যাপ্ত পরিকাঠামো। নেই পশু চিকিৎসক। তাই হরিণদের যথপোপযুক্ত খাদ্য এবং পরিচর্যা হলেও অসুস্থ হয়ে গেলে মিলছে না চিকিৎসা। চিকিৎসার অভাব কার্যত অভিযোগের সুরেই বলছেন বিডিও। চিকিৎসক নেই মেনে নিয়েছেন পশু স্বাস্থ্য আধিকারিক। ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হচ্ছে হরিণদের দেহ। ক্ষুব্ধ পশুপ্রেমীরাও। এই রাজ্যে মানুষ হোক বা পশু কারোরই চিকিৎসা মেলে না কটাক্ষের সুর বিজেপির গলায়। তৃণমূলের আমলেই ডিয়ার পার্কের পরিকাঠামোর উন্নতি হয়েছে পাল্টা দাবি শাসকের। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক দপ্তরের পাশেই রয়েছে বারোদুয়ারি ডিয়ার পার্ক। এই পার্কে ছিল মোট ৩২ টি হরিণ। তারই মধ্যে দুটি পূর্ণবয়স্ক হরিণের মৃত্যু হয়েছে মঙ্গলবার। আরো একটি হরিণ অসুস্থ। মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট করতে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হচ্ছে হরিণদের দেহ। মূলতঃ এই ডিয়ার পার্কের দেখভাল করেন হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক তাপস কুমার পাল। হরিণদের জন্য রয়েছে পর্যাপ্ত খাদ্য। পশুপ্রেমী বিডিও নিজে দায়িত্ব নিয়ে হরিণদের যত্নআত্যি করেন। সময় মতো খাবার দেন। সমস্যা হলো হরিণরা অসুস্থ হলে সেই চিকিৎসা নিয়ে। হরিশ্চন্দ্রপুর সদরে পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ঝা চকচকে ভবন থাকলেও নেই পশু চিকিৎসক। এর আগে অনেক সাধারণ মানুষ এই নিয়ে অভিযোগ করেছেন। দুটি হরিণের মৃত্যুর পর কার্যত সেই অভিযোগের সুর বিডিওর গলাতেও। অন্যদিকে পশু স্বাস্থ্য আধিকারিক অমিত খুটিয়া মেনে নিয়েছেন পর্যাপ্ত চিকিৎসক নেই। দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ীভাবে কোন চিকিৎসক নিয়োগ হয়নি। যার ফলে সমস্যা হয় অনেক সময়। চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। জেলা বিজেপি নেতা কিষাণ কেডিয়ার অভিযোগ এই রাজ্যে মানুষও স্বাস্থ্য পরিষেবা পাচ্ছে না। পশুরাও পাচ্ছে না। ঝা চকচকে ভবনের নামে শুধুই আইওয়াশ। যদিও তৃণমূলের সভাপতি জিয়াউর রহমানের দাবি ঐতিহ্যবাহী ডিয়ার পার্কে দুটি হরিণের মৃত্যু দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু ওই পার্কে তৃণমূল সৌন্দর্যায়নের কাজ করেছে। যেটা দীর্ঘদিনের বাম আমলে হয়নি। এই বিষয়ে তারা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলবেন। পশুপ্রেমীরা প্রকাশ্যে ক্যামেরার সামনে মুখ না খুললেও হরিণ মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

# বালি-পাথর বোঝাই ট্রাক্টর আটকে পুলিসের হাতে তুলে দিলেন রাজেশ লাকড়া

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ যে কাজ পুলিসের এবার সেই কাজ করলেন রাজেশ লাকড়া। বেআইনি বালি এবং পাথর বোঝাই ট্র্যাক্টর আটকে পুলিসের হাতে তুলে দিলেন রাজেশ লাকড়া। ডুয়ার্স জুড়ে চলছে বেআইনি নদী খাদানের কাজ। কোনও প্রকার অনুমতি ছাড়াই নদী থেকে বালি এবং পাথর সংগ্রহ করে চলছে অবৈধ ব্যবসা। এই অবৈধ কাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন মুলনিবাসী আদিবাসী বিকাশ পরিষদের সভাপতি তথা প্রাক্তন আইএনটিটিইউসি-র জেলা সভাপতি রাজেশ লাকড়া। এদিন তিনি একটি বালি এবং পাথর বোঝাই ট্রাক্টর আটকে বিক্ষোভ দেখান। পরে মেটেলি থানার পুলিসকে ডেকে ট্রাক্টরটি তাদের হাতে তুলে দেন। গতকাল তিনি চালসা এলাকায় মেটেলি থানার এক পুলিস আধিকারিকের গাড়ির নম্বর নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন। তার অভিযোগ ছিল ওই পুলিস আধিকারিকের ব্যবহারিত চার চাকায় গাড়ির নম্বরটি দুই চাকার বাইকের নম্বর। এই প্রসঙ্গে ডুয়ার্সের এই আদিবাসী নেতা জানান, 'বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে আমার অভিযান চলবে। এখানের নদী থেকে প্রতিদিন প্রচুর বালি এবং পাথর সংগ্রহ করে ব্যবসা চলছে'। তিনি আরও বলেন, 'এদের কোনও বৈধ অনুমতি নেই। এই ট্রাক্টরের না আছে নম্বর প্লেট, না আছে কোনও অনুমতি। তাই আটকে পুলিসের হাতে তুলে দিয়েছি। পুলিস চালান কাটুক, রাজ্যের রাজস্ব আদায় হোক। এই জাতীয় অভিযান চলবে'। রাজেশ লাকড়ার এই ধরনের অভিযানে স্থানীয় মানুষের মধ্যে যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

# সাংসদ কে ঘিরে ট্রেনের স্টপেজের দাবিতে ক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সাংসদ কে কাছে পেয়ে ট্রেনের স্টপেজের দাবিতে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রীরা। এলাকাবাসীর দাবি শুনলেন সাংসদ। সাম্প্রতিক কালে জেলায় রেলের উন্নয়নের কথা তুলে ধরলেন। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় শহীদ মোড়ে উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে ঘিরে নিজেদের দাবি তুলে ধরেন ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে স্থানীয়রা। সেই মর্মে তারা সাংসদ কে ডেপুটেশন দেন। তাদের দাবি হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশন থেকে দৈনন্দিন বহু যাত্রী শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে যান। কিন্তু সকাল বেলায় শিলিগুড়ি যাওয়ার তেমন কোন ট্রেনের স্টপেজ নেই এই স্টেশনে। যে জন্য সমস্যায় পড়তে হয় যাত্রীদের। তাই অন্ততপক্ষে পদাতিক এক্সপ্রেসের স্টপেজের দাবী জানান তারা। সাথে হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে দিল্লিগামী কোন ট্রেনের ব্যবস্থা নেই। এই এলাকা থেকে বহু মানুষ চিকিৎসা থেকে শুরু করে কর্মসূত্রে দিল্লি যায়। তাই দিল্লিগামী ট্রেনের ব্যবস্থা করার কথা তারাও সাংসদকে জানান। তাদের দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন সাংসদ। এই প্রসঙ্গে উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, ইতিমধ্যেই মালদা জেলায় রেলে অনেক কাজ হয়েছে। মালদা থেকে বন্দে ভারত এবং অমৃত ভারত এক্সপ্রেস যাচ্ছে। রাজধানীর স্টপেজ পেয়েছে মালদা। বহু স্টেশনের পরিকাঠামোর উন্নয়ন হচ্ছে। এক্ষেত্রে দাবি বিবেচনা করা হবে। হরিশ্চন্দ্রপুর রেল ওয়েলফেয়ার কমিটির সম্পাদক মফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, আমরা সাংসদকে আমাদের দাবি জানালাম। অন্ততপক্ষে পদাতিক এক্সপ্রেসের স্টপেজ খুব দ্রুত প্রয়োজন।

# লোকসভা নির্বাচনের আগে নাটাবাড়ি বিধানসভায় ভাঙ্গন বিজেপিতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন বিজেপি কিষান মোর্চার মন্ডল সদস্য। মঙ্গলবার তৃণমূলের মারুগঞ্জ দলীয় কার্যালয়ে তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন তৃণমূল কংগ্রেসের তুফানগঞ্জ ১( ক) ব্লক নেতা তথা তুফানগঞ্জ ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি রাজেশ তন্ত্রী। এ বিষয়ে রাজেশ তন্ত্রী বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আজ চিলাখানা অঞ্চলের নাটাবাড়ি বিধানসভা ৩ নং মণ্ডল কৃষাণ মোর্চার সদস্য

রামকৃষ্ণ সরকার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। বিজেপি এবার চিলাখানা অঞ্চলে বুঝতে পারবে রামকৃষ্ণ সরকার ওরফে আর কে তার প্রভাব কতটা ছিল। আগামী লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দলকে কতটা সমৃদ্ধি করবে সরকার সেটাই এখন দেখার বিষয়। যদিও এই বিষয়ে বিজেপির দাবি রামকৃষ্ণ সরকার কোনদিনও সক্রিয় রাজনীতিতে ছিল না। বিজেপির ভারতীয় জনতা কিষান মোর্চার কোচবিহার জেলা সহ সভাপতি প্রসেনজিত বসাক বলেন, যারা প্রকৃত বিজেপি করে, তারা কোনোদিন দল ছেড়ে যায় না। যাদের চাওয়া পাওয়া আসা রয়েছে, তারাই তৃণমূলের মতো সুবিধাভোগীদের দলে যোগদান করেন। আমরা এই বিষয় নিয়ে চিন্তিত নই। আগামী লোকসভা নির্বাচনে এর কোনো প্রভাব পড়বে না। রাজ্যে ৩০ থেকে ৩৫ টি আসনে বিজেপি প্রার্থীরা হেসে খেলে জিততে চলেছেন।

# শ্রমিকদের সুবিধার্থে চা বাগানে নতুন কমিউনিটি হল

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ শ্রমিকদের সুবিধার্থে চা বাগানে নতুন কমিউনিটি হল তৈরি করতে চলেছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। পাশাপাশি, বিভিন্ন জায়গায় লাগানো হবে সোলার লাইট। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কার্যালয়ে আয়োজিত বৈঠকের পর এমনটাই জানালেন শিলিগুড়ি মহাকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ। মঙ্গলবার, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে পূর্ত কার্য পরিবহন জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতির সঙ্গে বৈঠক সারলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুন ঘোষ। বৈঠকে একাধিক কাজ নিয়ে আলোচনা হয়। জানা যায় তৃহানা, জাবরা, খড়িবাড়ি ও বেলগাছি চা বাগানে চারটি নতুন কমিউনিটি হল তৈরি করা হবে। তিনি আরো জানান মহাকুমা পরিষদের অন্তর্গত বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ১০০ টি সোলার লাইট লাগানো হবে। শিলিগুড়িতে অবস্থিত মহাকুমা পরিষদের কার্যালয়ের সামনে কিছুটা জায়গা রয়েছে সেই জায়গাতে পার্কিং ও মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করার পরিকল্পনা করছে মহকুমা পরিষদ।

# পরীক্ষায় পাশ করানোর দাবিতে বিক্ষোভ কলেজ পড়ুয়াদের

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ পরীক্ষায় পাশ করানোর দাবিতে পথে নামলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা কোচবিহারের ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজের পড়ুয়ারা। মঙ্গলবার গুঞ্জবাড়ি এলাকায় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম সিমেস্টারের পড়ুয়ারা। গত বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা কলেজগুলির স্নাতক স্তরের প্রথম সিমেস্টারের

ফলাফল প্রকাশিত হয়। দেখা যায়, ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজের ১৩৫৭ জন পড়ুয়ার মধ্যে মাত্র ৫৬ জন পড়ুয়া সব বিষয়ে পাশ করেছেন। কলেজের প্রথম সিমেস্টারের পড়ুয়াদের ফলাফলে হতাশ অধ্যাপকরা। কলেজ সূত্রে জানা যায়, বাংলা মেজরের পাঁচজন সব বিষয়ে পাশ করেছেন। ইংরেজি বিভাগে ২৫ জনের সব বিষয়ে পাশ করলেও অঙ্কে একজন, এডুকেশন বিভাগে ন'জন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ১১ জন পাশ করেছেন। অন্যদিকে, মেজর হিসেবে প্রথম সিমেস্টারে যাঁদের বাণিজ্য, ফিলজফি, সংস্কৃত রয়েছে তাঁরা কোনও না কোনও বিষয়ে ফেল করেছেন।

# কুশপুত্তলিকা কেড়ে নেওয়াকে কেন্দ্র করে পুলিশ ও এবিভিপি কর্মীদের ধস্তাধস্তি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ কুশপুত্তলিকা কেড়ে নেওয়াকে কেন্দ্র করে পুলিশ ও এবিভিপি কর্মীদের মধ্যে তুমুল ধস্তাধস্তি। উত্তেজনা জলপাইগুড়ি পুলিশ সুপার অফিসের সামনে। সন্দেশখালি কান্ডে প্রতিবাদ করতে এসে এই কান্ড। পুলিশের হাতে সবুজ চুরি ও কাপড় তুলে দিতে গেলে ব্যাপক পুলিশের ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন অখিল ভারত বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মীরা। সন্দেশখালির ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার প্রতিবাদে জলপাইগুড়ি পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন জমা দিতে যায় এবিভিপি কর্মীরা। এদিকে, ডেপুটেশন জমা দিতে বাধা দেয় পুলিশ বলে অভিযোগ। আর এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবিভিপি কর্মীরা। পুলিশের সামনেই ডেপুটেশন ছিঁড়ে ফেলে আগুন জ্বালিয়ে পুরিয়ে বিক্ষোভ দেখায় এবিভিপি কর্মীরা। পাশাপাশি এবিভিপি কর্মীদের চোর বলে আখ্যা দেয় পুলিশ বলেও অভিযোগ তোলেন কর্মীরা। ফলে পুলিশ ও এবিভিপি কর্মীদের মধ্যে তুমুল ধস্তাধস্তি শুরু হয়। দুপুর দুটো নাগাদ এই ঘটনা ঘটে জলপাইগুড়ি পুলিশ সুপার অফিসের সামনে। সন্দেশখালি কান্ডে প্রতিবাদ করতে এসে এই কান্ড।

# পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু পরীক্ষার্থীর

দুরন্ত বার্তা, সুতি, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষা দিয়ে বাইক চালিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ইঞ্জিনভ্যানের সঙ্গে ধাক্কায় মৃত্যু হল এক পরীক্ষার্থীর। মঙ্গলবার দুপুরে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা থানার অর্জুনপুর এলাকায়। মৃত ওই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর নাম নাফিল সেখ। তার বাড়ি ফারাক্কা থানার ঘোড়াইপারা এলাকায়। ওই ছাত্র নিউ ফারাক্কা হাইস্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিলেন। জানা গেছে, অন্যান্য দিনের মতো মঙ্গলবার সকালে ফারাক্কা থানার অর্জুনপুর হাইস্কুলে পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন নিউ ফারাক্কা হাইস্কুলের ছাত্র নাফিল শেখ। দুপুরে পরীক্ষা দিয়ে বাইক চালিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথে অর্জুনপুর এলাকায় হঠাৎ একটি ইঞ্জিন ভ্যানের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ওই পরীক্ষার্থীর। রক্তাক্ত অবস্থায় তড়িঘড়ি ঘটনাস্থল থেকে তাকে উদ্ধার করে অর্জুনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা ওই ছাত্রকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফারাক্কা থানার পুলিশ। এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।

# দিঘার সৈকতে ফের উদ্ধার মৃত ডলফিন

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ দুর্গন্ধে টিকতে পারছেন না কেউই। কারও নাকে রুমাল তো কেউ সরে যাচ্ছেন দূরে। কারণ এক মৃত ডলফিন। গলে-পচে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে সেই মৃতদেহ থেকে। আর তাতেই নাক সিঁটকোচ্ছেন পর্যটকরা। দিঘায় ডলফিন দেখতে পাওয়ার কথা ভাবতেই পারেন না পর্যটকরা। সেখানে যাওবা দেখা মিলল তা মৃত। কেন এমন ঘটনা বারবার ঘটছে ? ডলফিন গভীর সমুদ্রে থাকে। তাই দিঘা বা তার আশেপাশের সমুদ্রের কিনারায় ডলফিন দেখতে পাওয়া বিরল ঘটনা। সেখানে মৃত ডলফিন ভেসে আসায় তাজ্জব অনেকেই। এর আগে বিলুপ্তপ্রায় গাঙ্গেয় ডলফিনের দেহ উদ্ধার হয়েছে কাটোয়ার ভাগীরথী থেকে। কাটোয়ার অগ্রদ্বীপে নদীর চর থেকে উদ্ধার হয় ডলফিনটির পচা-গলা দেহটি। সাধারণত মনে করা হয় ডলফিন মাছের একটি প্রজাতি। তবে তা নয়, বরং ডলফিনকে স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যেই গণ্য করা হয়। তবে শুরু ভারত নয় বিশ্ব জুড়ে ডলফিনের মৃত্যু নিয়ে আশঙ্কায় বিজ্ঞানীরা।

# ডাল উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ অসম থেকে উত্তরপ্রদেশের হাত্রাসে যাওয়ার আগে নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত এলাকা থেকে চুরি হয় প্রায় ২০ লক্ষ টাকার মাসকলাইয়ের ডাল। গোপন সূত্রকে কাজে লাগিয়ে সেই ডাল হাওড়া থেকে উদ্ধার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। জানা যায়, প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকার ওই মাসকলাইয়ের ডাল একটি ট্রাকে করে অসম থেকে উত্তরপ্রদেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তবে তার আগেই নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত এলাকা থেকে চুরি হয় সেই ডাল। জানুয়ারি মাসের ১৭ তারিখ নিউ জলপাইগুড়ি থানায় এই ঘটনার অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। হাওড়া থেকে গতকাল সেই চুরি যাওয়া ডাল উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় কারা জড়িত রয়েছে তার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

# ট্যাঙ্কারের ধাক্কায় মৃত্যু সাইকেল আরোহীর

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ট্যাঙ্কারের ধাক্কায় মৃত্যু এক সাইকেল আরোহী। পুলিশের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তলে জাতীয় সাক অবরোধ করে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার অলিগঞ্জ এলাকায়। মৃত ওই সাইকেল আরোহীর নাম হরেন কিসকু (৩৫)। বাড়ি অলিগঞ্জ এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে অলিগঞ্জ থেকে সাইকেল নিয়ে গুঞ্জেরিয়ার দিকে যাচ্ছিল হরেন কিসকু নামে ওই ব্যক্তি। সেসময় একটি তেলের ট্যাঙ্কার সাইকেলের পিছনে সজোরে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলে গুরুতর ভাবে জখম হয় ওই ব্যক্তি। সেসময় ঘটনাস্থলেই উপস্থিত ছিল পুলিশের পেট্রোলিং গাড়িটি। প্রায় ১ ঘন্টা ধরে জখম অবস্থায় জাতীয় সড়কে পরে থাকলেও পুলিশ ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে যায়নি। স্থানীয় অভিযোগ পুলিশ সময় মতো পুলিশের গাড়িতে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ওই ব্যক্তি বেঁচে যেত। তাই পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে এলাকাবাসীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইসলামপুর থানার আইসি সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। অবশেষে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন এলাকাবাসীরা। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সর্বশিক্ষা মিশন

**Notice Inviting E-Tender under SSM, Jalpaiguri**

for details please visit : wbtenders.gov.in

E-tender has been floated by the undersigned for the following work

*SSM-JAL/T-45 & 46/23-24*

*Dated- 22/02/2024*

For details please visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-

**District Education Officer**
**SSA, Jalpaiguri**

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide Short NIQ No.-3/Sub-II of 2023-24 from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour. Last date of application of short NIQ: - 29.02.2024 from 11.30 A.M. Last date of submission of short NIQ:- 29.02.2024 up to 2.30 P.M.

**Sd/- A. De**
**Assistant Engineer (PWD)**
**Hooghly Construction Sub Division No-II**
**Arambagh, Hooghly**

**প্রস্তাবিত রেলওয়ে হাইস্কুল ভবনের নির্মাণ**

টেণ্ডার নোটিস নং এলএমজি/ইএনজিজি/৩০ অফ ২০২৪ তারিখঃ ২২-০২-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** জ্যেষ্ঠ ডিইএন/IV/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনে ডিমাপুরে প্রস্তাবিত রেলওয়ে হাইস্কুল ভবনের নির্মাণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৮৫,৮৮,৫৭৯.১৬ টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৭১,৮০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়** ১৯-০৩-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ২০-০৩-২০২৪ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায়। ওপরোক্ত ই-টেণ্ডারে টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১৯-০৩-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং

**উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**TENDER NOTICE**

**Jagatballavpur-II Gram Panchayet**

E-tender is invited from the resourceful and experience bidders for execution of different works vide Etender-**NIT MEMO No. JBPUR-II/57/2024, Dated:-27/02/2024**. Last date of Tender droping: **06.03.2024, 05.30PM**, Date of opening of Technical Bids: **09.03.2024, 11.30 AM**. Details Contact: **wbtenders.gov.in**

**Sd/- Prodhan**
**Jagatballavpur-II Gram Panchayet**
**Jagatballavpur Block, Howarh**

**লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজগুলি**

**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এলএমজি/ইএনজিজি/১৫ অফ ২০২৪, তারিখ ঃ** ২৩-০২-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **ক্রম নং-১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ** ঃ এডিইএন/করিমগঞ্জ জং. -এর এখতিয়ারের অধীনে রূপসীবাড়ী-বংগা -এর মাঝখানে বদরপুর জং-করিমগঞ্জ জং -এ কিমি ১৭৩/৩-৪ -এ আরইউবি নির্মাণ (১×৪.০মি × ২.৫মি)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,২১,১০,৩৬০/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ২,৬০,৬০০/-টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২১-০৩-২০২৪** তারিখে **১৫:০০** ঘন্টায় এবং খোলা **২২-০৩-২০২৪** তারিখে **১৫:০০** ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **২১-০৩-২০২৪** তারিখে **১৫:০০** ঘণ্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

**ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং**

**উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

**পূর্ব রেলওয়ে**

**ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এনআইটি/০২/২৪/১১, তারিখ ২৬.০২.২০২৪।** প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত উপকরণ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রমিক নং ও টেন্ডার নং; বিবরণ; ইএমডি** যথাক্রমে ঃ **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১১.০৩.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১) ২০২৩১০৭৬;** সংলগ্ন অ্যানেক্সার অনুযায়ী ৬টি আইটেম সম্বলিত ইপি ব্রেক ইউনিটের (মেসার্স ডব্লুএসএফ-এর তৈরি) লিমিটিং ভাল্‌ভের স্পেয়ারস-এর কিট সংগ্রহ; ০। **(২) ২০২৩১০৭৮;** সংলগ্ন অ্যানেক্সার অনুযায়ী ১৫টি আইটেম সম্বলিত ইপি ব্রেক ইক্যুইপমেন্টের জন্য (মেসার্স ডব্লুএসএফ-এর তৈরি) ড্রাইভার'স ব্রেক ভাল্‌ভের (ইপি ব্রেক ভাল্‌ভ) জন্য স্পেয়ারস-এর কিট; ৫৫,৪৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১২.০৩.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৩) ০৮২৩১১০৩;** ২৫ কেডব্লু ইত্যাদির জন্য অ্যাক্সল পুলি অ্যাসেমব্লি সংগ্রহ; ১,৮৩,২৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৩.০৩.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৪) ১০২৩২৪২৭;** রোলার ইত্যাদি ছাড়া অ্যাক্সল বক্স কমপ্লিট-এর সেট; ২,১১,৬৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৫.০৩.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৫) ১০২৩১৯৯৫এ;** মড. সাইড বেয়ারার; ৯৯,৩০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৮.০৩.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৬) ১৪২৩১০২৭এ;** ১৯ কোর×১.৫ বর্গমিমি মাপের হাই কন্ডাক্টিভিটি কপার কন্ডাক্টর সহ আন্ডারগ্রাউন্ড, আর্মারড্, আনস্ক্রিনড্, রেলওয়ে সিগন্যালিং কেব্‌ল (হেভি ডিউটি); ৩,৩৪,৫২০ টাকা। **(৭) ১৪২৩১০২৯;** লেড অ্যাসিড সেল ইত্যাদি সংগ্রহ; ১,৬২,৭৯০ টাকা। **(৮) ১৪২৩১১৩৯;** রিলে এসি ইমিউন প্লাগ ইন টাইপ স্টাইল কিউবিসিএ১, ডিসি বায়াসড্ পয়েন্ট কন্ট্যাক্টর, ২৪ভি, ২এফ(এইচডি)/৪বি কন্ট্যাক্টস, ফ্রন্ট কন্ট্যাক্টস (হেভি ডিউটি) ও ব্যাক কন্ট্যাক্টস মেটাল টু কার্বন; ৯৩,১৫০ টাকা। **(৯) ২০২৩২১৫৮;** আইসিএফ ড্রইং নং ইএমইউ/এম-০-২-০০২, অল্ট-জে/২ (আইটেম-২) অনুযায়ী অ্যাক্সল বক্স হাউজিং (ফিনিশড্ মেশিনড্) সংগ্রহ; ৩,৪৯,৭৩০ টাকা। **(১০) ১১২৩১০৭৯;** মেসার্স গ্যাব্রিয়েল-এর জন্য পিওএইচ কিট ইত্যাদি; ১,০৯,৭২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৯.০৩.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১১) ১০২৩২৪০৪;** ক্যাব উইন্ডো অ্যাসেমব্লি ইত্যাদি সংগ্রহ; ৭৬,৯৭০ টাকা। **(১২) ২০২৩৩০০০;** মেধা টাইপ ৩ ফেজ ইএমইউ মোটর কোচগুলির ৩ ফেজ এসি ট্র্যাকশন মোটর টাইপ টিএমই-৪৮-৪৫-৬-এর জন্য স্পেয়ারস-এর সেট। প্রতিটি সেটে ০৫টি আইটেম থাকবে; ৫০,৯১০ টাকা। **(১৩) ২১২৩১০৭১বি;** এম্পটি লোড ডিভাইস আইআর-ইএলডি-১০ ইত্যাদি সংগ্রহ; ০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২০.০৩.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৪) ০৭২৩১১৫৩বি;** অ্যালুমিনিয়াম চেকারড্ শিট সংগ্রহ, মাপ ঃ ৩৩৬০×৮১৩×২.০৩ মিমি যার আরডিএসও এসটিআর নং সি-৮২১৭ (রিভ.২) অফ সেপ্টেম্বর ২০১৩; ৪,৩৭,৩৫০ টাকা। **(১৫) ১০২৩১০২৬;** ডিসি-ডিসি কনভার্টার ইত্যাদি ক্রয়; ০। **(১৬) ১৪২৩১০৩২;** লেড অ্যাসিড সেল সংগ্রহ, লো মেন্টেন্যান্স, ২ ভোল্ট ইন হার্ড রাবার বা স্বচ্ছ, পিপি-সিপি কন্টেনার, যা অনুযায়ী আইআরএস ঃ এস-৮৮-২০০৪ (টেন্ডার খোলার তারিখ পর্যন্ত সংশোধন সহ, যদি থাকে) ইত্যাদি; ৩,২৬,৬৮০ টাকা। **(১৭) ২১২৪১৩৮৩;** লক্ ইত্যাদি; ২,৪০,৩৭০ টাকা। **(১৮) ২১২৪১০১১;** সাইড ফ্রেম কী ইত্যাদি সংগ্রহ; ১,০৫,০৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২১.০৩.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৯) ১০২৩১০৯১এ;** হাই টেন্সাইল সি.বি.কাপলার-এর ব্যবস্থা; ৪,৮৯,৭১০ টাকা। **(২০) ২১২৪১৫০৭;** শ্যাঙ্ক ওয়্যার প্লেট ইত্যাদি; ৫৯,০৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৫.০৩.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২১) ০৫২৩১১৮৫বি;** ইএমইউ-এর ট্র্যাকশন মোটরের জন্য সিলিন্ড্রিক্যাল রোলার বেয়ারিং এনইউপি-৩১৮ এম/সি৪; ২,২৫,৯৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০২.০৪.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২২) ১৫২৪৫০২৩;** ৩০এম শ্রাউডেড টাইপ ডিএসএল. বিএমএফ/বিজিবি ইত্যাদি সমেত ৫/২ টন ইওটি ক্রেনের স্থাপন, সরবরাহ ও চালুকরণ; ৬৬,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৩.০৪.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২৩) ১১২৪১৪২৫;** ৩(তিন)টি আইটেম সম্বলিত প্রিভেইলিং টর্ক টাইপ হেক্স. নাট-এর সেট; ৮৫,৯২০ টাকা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ০ (প্রতিটির জন্য)। **দ্রষ্টব্য ঃ** উপরোক্ত টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https://www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইন বিড জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির বিশদ বিবরণের জন্য ও অন্যান্য সাপ্লাই টেন্ডারগুলির জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। (STORES-73/2023-24)

**টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।**

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**Office of the**
**Kurchi Shibpur GRAM PANCHAYAT**
**VILLAGE :JANGALPARA, P.O :SINGTI SHIBPUR, P.S :UDAYNARAYANPUR, DIST: HOWRAH**
**Pin 711226, e-mail : kurchishibpurgp@gmail.com : 9609060425**

E-Tender are invited by the Pradhan Kurchi Shibpur Gram Panchayet under Udaynarayanpur Block , Howrah from reputed and resourceful contractors for 5 nos E-Tender ID-2024_ZPHD_675175_1. 2024_ZPHD_675200_1, 2024_ZPHD_675223_1, 2024_ZPHD_675244_1 & 2024_ZPHD_675258_1, Publish date-27/01/2024 at 6.00PM . Last date of Online Submission Technical & Financial Bid up to 05/03/2024 at 12.00 P.M., Date opening -07/03/2024 at 12.30 PM for details Visit website https://wbtenders.gov.in

**Sd/ Pradhan**
**Kurchi Shibpur Gram Panchayet**

**Office of the**
**Ramur dihibhursut asanda GRAM PANCHAYAT**
**VILLAGE :ASANDA, P.O :DIHIBHURSUT, P.S :UDAYNARAYANPUR, DIST: HOWRAH**
**Pin 712408, e-mail : rdagpasanda@gmail.com : 8343917594**

E-Tender are invited by the Pradhan Rampur Dihibhursut Asanda Gram Panchayet under Udaynarayanpur Block , Howrah from reputed and resourceful contractors for 4 nos E-Tender ID-2024_ZPHD_675080_1. 2024_ZPHD_675093_1 , 2024_ZPHD_675137_1 & 2024_ZPHD_675112_1 Publish date-27/02/2024 at 6.00PM . Last date of Online Submission Technical & Financial Bid up to 05/03/2024 at 12.00 P.M., Date opening-07/03/2024 at 12.30 PM for details Visit website https://wbtenders.gov.in

**Sd/ Pradhan**
**Rampur Dihibhursut Asanda Gram Panchayet**

**Hooghly- Chinsurah Municipality**
**Mahendra Mitra Road,Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly**
**Tel.: 2680-2899/2319, Telefax.: 2680-6092**

**Notice for invitation Tender**

**Tender Notice No- 04/HCM/Eng/2024 Dated- 27 .02.2024**
**Memo No- 5602/HCM/Eng/A.S**

Sealed Tenders are invited from the experience and reliable contractors for the works Of Const. of surface drain in various wards under 15 th FC untied fund under available from Municipal office 28.02.2024 within 10.00 A.M upto 05.03.24 at 2.00 P.M. Purchase of Tender paper Dated 06.03.24 on 2 P.M & dropping date: 07.03.24 at 2.00 P.M. For details information please visit website-https:// wbtenders.gov.in

**Chairman/Executive Officer**
**Hooghly Chinsurah Municipality**

The Forest Friendly Company

**ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড**
**CIN: L20211WB1957PLCO23493**
রেজি অফিসঃ ৯ পারসি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১
কর্পোরেট অফিস ঃ নর্থ ব্লক, ৪র্থ তলা, ১১৩ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬
ফোনঃ + ০৩৩-২২৬৫২২৭৪ ই-মেইলঃ corp@duroply.com ওয়েবসাইট ঃ www.duroply.in

**নোটিশের সংশোধনী**
**অসাধারন সাধারণ সভা**

প্রিয় সদস্য(গণ),

ডুরোপ্লাই ইন্ডাট্রিস লিমিটেডের (''দ্য কোম্পানী'') এর সদস্যদের একটি অতিরিক্ত সাধারণ সভা (''EGM'' / ''The Meeting'') শনিবার, ৯ মার্চ, ২০২৪ এ সকাল ১১.০০ এ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। (IST) ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে (''VC'') / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মানে (''OAVM'')। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং তার অধীনে প্রণীত বিধিগুলির যথাযথ সম্মতিতে ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪-এ কোম্পানির সদস্যদের কাছে ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি (EGM নোটিশ) পাঠানো হয়েছিল, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের দ্বারা জারি করা প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলির সাথে পড়া। এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া। এখানে ব্যবহৃত কিন্তু এখানে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি এমন ক্যাপিটালাইজড শব্দ এবং অভিব্যক্তির একই অর্থ হবে যা EGM নোটিশে তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। শেয়ারহোল্ডারদের ইজিএম নোটিশ এবং ব্যাখ্যামূলক বিবৃতির আইটেম নং ১ এ নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি নোট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে

১. ইজিএম নোটিশ এবং পয়েন্ট (VI) এর পৃষ্ঠা ২-এর রেজোলিউশন নং ১-এ অর্থাৎ,

''প্রাসঙ্গিক তারিখ যার রেফারেন্সে দাম এসেছে'', ব্যাখ্যামূলক বিবৃতির পৃষ্ঠা ১৮-এ প্রেফারেন্সিয়ালের জন্য মেঝে মূল্য নির্ধারণের প্রাসঙ্গিক তারিখ ইক্যুইটি শেয়ার এবং ওয়ারেন্টের বরাদ্দ শুক্রবার, ফেব্রুয়ারি ৯, ২০২৪ এর পরিবর্তে বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ৮, ২০২৪ হিসাবে পড়তে হবে।

২. পয়েন্টে (IV) অর্থাৎ, ব্যাখ্যামূলক বিবৃতির পৃষ্ঠা ১৭-এ যে ভিত্তিতে অগ্রাধিকারমূলক ইস্যুটির মূল্য এসেছে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি লক্ষ্য করা উচিতঃ

সাব-ক্লজ (a) এবং (b) এর আগের প্যারাটি দিয়ে প্রতিস্থাপিত হবে অনুসরণ

কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি শুধুমাত্র BSE লিমিটেড (''BSE '') এ তালিকাভুক্ত করা হয় এবং প্রায়শই SEBI ICDR প্রবিধান অনুযায়ী ব্যবসা করা হয়। SEBI ICDR রেগুলেশনের অধ্যায় V-এর রেগুলেশন ১৬৪(১) এর বিধান অনুযায়ী, যে ফ্লোর প্রাইসটিতে প্রেফারেন্সিয়াল ইক্যুইটি শেয়ার এবং ওয়ারেন্টগুলি বরাদ্দ করা যেতে পারে তা টাকার কম নয়, ২০০.২৩। নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে উচ্চতর হচ্ছে ঃ

উপ-ধারা (a) এবং (b) নিম্নলিখিত দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবেঃ

(ক) BSE-তে উদ্ধৃত কোম্পানির সংশ্লিষ্ট ইক্যুইটি শেয়ারের ৯০ ট্রেডিং দিনের ভলিউমের ওজনযুক্ত গড় মূল্য, প্রাসঙ্গিক তারিখের আগে, অর্থাৎ টাকা প্রতি ইক্যুইটি শেয়ার ১৮৬.৩২ বা

(খ) প্রাসঙ্গিক তারিখের পূর্বে বিএসই-তে উদ্ধৃত কোম্পানির সংশ্লিষ্ট ইক্যুইটি শেয়ারের ১০ ট্রেডিং দিনের ভলিউমের ওজনযুক্ত গড় মূল্য, অর্থাৎ টাকা। প্রতি ইক্যুইটি শেয়ার ২০০.২৩

প্রেফারেনশিয়াল ইক্যুইটি শেয়ারের মূল্য নির্ধারণ এবং রুপি অভিহিত মূল্যের ওয়ারেন্ট। ১০ প্রতিটি টাকা ২০৩ /- (শুধুমাত্র দুইশত তিন টাকা) যা SEBI ICDR প্রবিধানের প্রযোজ্য বিধান অনুসারে নির্ধারিত ন্যূনতম মূল্যের চেয়ে কম নয়।

৩. পয়েন্টে (XIV) অর্থাৎ, বরাদ্দের প্রস্তাবিত ইক্যুইটি শেয়ারের চূড়ান্ত সুবিধাভোগী মালিক এবং / অথবা চূড়ান্তভাবে প্রস্তাবিত বরাদ্দকারীদের নিয়ন্ত্রণ করে এমন প্রাকৃতিক ব্যক্তিদের পরিচয়, পোস্ট প্রেফারেন্সিয়াল ইস্যু মূলধনের শতাংশ যেটি হতে পারে ব্যাখ্যামূলক বিবৃতির পৃষ্ঠা ২০-এ অগ্রাধিকারমূলক ইস্যুতে কোম্পানিতে তাদের এবং নিয়ন্ত্রণে পরিবর্তন, যদি থাকে

Primarc Stellar Ventures LLP-এর পোস্ট ইস্যু শেয়ারহোল্ডিং ৪৯,২৬১ শেয়ারের সংখ্যা এবং ০.৪৫ শতাংশ এর পরিবর্তে ৯৮,৫২২ শেয়ার এবং ০.৯১ শতাংশ হিসাবে পড়তে হবে। এই সংশোধনীটি ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখের ইজিএম নোটিশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ গঠন করবে এবং এর তারিখে গঠন করবে, ইজিএম বিজ্ঞপ্তিটি সর্বদা এই সংশোধনীর সাথে একত্রে পড়া হবে। এই সংশোধনী দ্বারা সংশোধিত বা পরিপূরক ব্যতীত EGM বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত অন্যান্য সমস্ত তথ্য এবং বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত থাকবে। সদস্যরা মনে রাখবেন যে ইজিএম নোটিশ এবং ইজিএম নোটিশের সংশোধনী কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন www.duroply.in-এ উপলব্ধ করা হবে এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট অর্থাৎ BSE লিমিটেড www.bseindia.com-এ পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

**ডুরোপ্লাই ইন্ডাট্রিস লিমিটেডের পক্ষে,**
**কোমল ধ্রুব**
**কোম্পানী সেক্রেটারি**
**ACS-41850**

**তারিখ ঃ ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০২৪**
**স্থান ঃ কলকাতা**

# আজ ২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় বিজ্ঞান দিবস

২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রতি বছর ২৮ ফেব্রুয়ারি পালিত হয় জাতীয় বিজ্ঞান দিবস। এই দিনই কিংবদন্তি পদার্থবিজ্ঞানী সি ভি রমন ওই সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। সেই অবিস্মরণীয় কীর্তি স্মরণে রেখে এই দিনটিই দেশজুড়ে পালিত হয় দিনটি। আসুন জেনে নেওয়া যাক জাতীয় বিজ্ঞান দিবস সম্পর্কে কিছু অজানা তথ্য। ১) ১৯৩০ সালে নোবেল পুরস্কার পান সি ভি রমন। ২) ১৯৫৪ সালে ভারতের সর্বোচ্চ অসামরিক নাগরিক সম্মান ভারতরত্নে ভূষিত হন তিনি। ৩) ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলোজি কমিউনিকেশন ১৯৮৬ সালে 'রমন এফেক্ট' আবিষ্কারের দিন ২৮ ফেব্রুয়ারিকেই জাতীয় বিজ্ঞান দিবস হিসেবে ঘোষণার আর্জি জানায় সরকারের কাছে। ৪) সেই প্রস্তাব মেনে নেয় কেন্দ্র। পরের বছর, ১৯৮৭ সাল থেকেই ২৮ ফেব্রুয়ারি দেশজুড়ে

পালিত হয় জাতীয় বিজ্ঞান দিবস। ৫) প্রতি বছরই জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের নির্দিষ্ট থিম থাকে। এবারের থিম 'বিকশিত ভারতের জন্য স্বদেশীয় প্রযুক্তি'। ৬) ভারতীয় বিজ্ঞানীদের নিরলস পরিশ্রম ও তাঁদের অর্জনের দিকটিকেই রাখা হবে ফোকাসে।৭) দেশের বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান ও গবেষণাগারে এই দিনটি বিশেষভাবে উদযাপন করা হয়। প্রতি বছরই বিজ্ঞান দিবসের জন্য আলাদা থিম ঘোষণা করে কেন্দ্র। দেশের আমজনতা যেন বিজ্ঞানের গুরুত্ব বোঝেন এবং দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের আশীর্বাদগুলো কাজে লাগান, সেই কথা মাথায় রেখেই পালিত হয় জাতীয় বিজ্ঞান দিবস। চলতি বছরে এই বিশেষ দিনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের বিকশিত ভারত প্রকল্প। দেশের সামগ্রিক উন্নতি করতে সকলেই যেন বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপে অংশ নেন, সেই বার্তা দিয়েছে কেন্দ্র। বিজ্ঞানের ভিত্তিতে যেন আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার উপরে জোর দেবে এই থিম। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কীভাবে উন্নতি করেছে দেশ, সেই খতিয়ানও তুলে ধরা হয়েছে কেন্দ্রের বিবৃতিতে। ভারতীয় নৌসেনার জন্য আইএনএস বিক্রান্ত থেকে শুরু করে বিশ্বের প্রথম ডিএনএ ভ্যাকসিন ZyCOV-D, জরায়ুমুখ ক্যানসারের ভ্যাকসিন- সমস্তই তৈরি হয়েছে ভারতে। আগামী দিনে ভারতের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করুক বিজ্ঞানের অগ্রগতি, সেই লক্ষ্যেই পালিত হবে চলতি বছরের জাতীয় বিজ্ঞান দিবস।

# পূর্ব রেলের এক স্টেশন এক পণ্যের স্টল-স্থানীয় পণ্যের জন্য বিশ্বব্যাপী বাজার

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ রেল মন্ত্রক ভারত সরকারের 'স্থানীয়দের জন্য সোচ্চার' দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের লক্ষ্যে 'ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট (ওএসওপি)' স্কিম চালু করেছে, স্থানীয়স্বদেশী পণ্যের বাজার সরবরাহ করে এবং প্রান্তিক শ্রেণীর জন্য অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ তৈরি করে। সমাজ. দেশীয় পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয়ের জন্য ভারতীয় রেলওয়ের স্টেশনগুলিতে স্থায়ী আউটলেটস্টল বা বহনযোগ্য ট্রলি স্থাপন করা হয়েছে। ইস্টার্ন রেলওয়ে এখনও পর্যন্ত ২৯৮টি স্টেশনে ওএসওপি স্টল তৈরি করেছে, যার মধ্যে ১০০টি হাওড়া বিভাগে, ১৪৩টি শিয়ালদহ বিভাগে, ২৭টি আসানসোল বিভাগে এবং ২৮টি মালদা বিভাগে রয়েছে। বর্তমানে ওএসওপি স্টলগুলি পূর্ব রেলওয়ের চারটি বিভাগে ১৩৫টি স্টেশনে কাজ করছে। হাওড়া বিভাগে ৩০, শিয়ালদহ বিভাগে ৬৪, আসানসোল বিভাগে ১৭ এবং মালদা বিভাগে ২৪ জন। ১৬৩টি OSOP স্টলও তৈরি করা হয়েছে এবং শীঘ্রই চালু হবে। মূল উদ্দেশ্য গুলো- স্টেশনগুলিতে বিক্রয় আউটলেটের মাধ্যমে দেশীয় পণ্যের প্রচার করুন।- যাত্রীদের স্থানীয় পণ্য অ্যাক্সেস এবং ক্রয় করতে সক্ষম করুন।- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য আয়ের সুযোগ তৈরি করুন। সুযোগ এবং নির্দেশিকা- নির্দিষ্ট আউটলেটস্টল বা বহনযোগ্য ট্রলি দেশীয় পণ্য প্রদর্শন এবং বিক্রি করবে।- যোগ্য পণ্যের মধ্যে রয়েছে হস্তশিল্প, বস্ত্র, ঐতিহ্যবাহী পোশাক এবং স্থানীয় কৃষি পণ্য।-স্থানীয় উৎসের জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন (GI) ট্যাগ করা আইটেমকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কর্ম পরিকল্পনা- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচার।- ই-পোস্টার এবং ঘোষণার মাধ্যমে স্টেশনগুলিতে OSOP তথ্য প্রদর্শন করা।-কারিগরদের সাথে সরাসরি জড়িত হওয়ার জন্য হস্তশিল্প মেলা এবং মেলায় সুপারভাইজার পাঠানো। শ্রী কৌশিক মিত্র, ইস্টার্ন রেলওয়ের চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসার বলেন, ইস্টার্ন রেলওয়ে OSOP-এর মতো উদ্যোগের মাধ্যমে স্থানীয় প্রতিভা বৃদ্ধি এবং এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক সম্পদের প্রচারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা যাত্রী এবং দর্শকদের বাংলার দেশীয় কারুশিল্প ও পণ্যের প্রাণবন্ততা অনুভব করার জন্য এবং এই ক্ষমতায়ন প্রকল্পের সাফল্যে অবদান রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানাই।


**Name Change**

I SAIFUL DAFADER, SON OF RABIUL DAFADAR, RESIDING AT SINGI,PO-RANIHATI, BAGDAH, NORTH 24 PARGANAS - 743251, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAIFUL DAFADAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/02/2024.THAT SAIFUL DAFADER AND SAIFUL DAFADAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I CHADA AGARWAL,WIFE OF ANAND AGARWAL, RESIDING AT BLOCK-5,FLAT NO-2E,57/3 M.M. FEEDER ROAD,CLUB TOWN RESIDENCY,BELGHARIA, KOLKATA-700056,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHANDA AGARWAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/02/2024.THAT CHADA AGARWAL AND CHANDA AGARWAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I AJIT KHANNA, S/O JAGAT NARAYAN KHANNA, AC-5, SAHA BAGAN JYANGRA, RAJARHAT ROAD, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700059, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AJIT KUMAR KHANNA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/02/2024, THAT AJIT KHANNA AND AJIT KUMAR KHANNA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I RABIOL DAFADER,SON OF NUR BOX DAFADAR, RESIDING AT SINGI,PO-RANIHATI,BAGDAH, NORTH 24 PARGANAS - 743251, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RABIUL DAFADAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/02/2024.THAT RABIOL DAFADER AND RABIUL DAFADAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, Nirmal Kumar Gtain (old name) S/O Sridam Gain, Presently residing at Tangra Colony, Bongaon, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743251, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Nirmal Gain ( new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/02/2024. Nirmal Gain (new name) and Nirmal Kumar Gtain (old name) both are same identical person.

**Name Change**

I, Irshad (old name) S/O Talib Husain, Presently residing at 3rd- FR, FL-3C, 27 Ahiripukur 1st Lane, Kolkata- 700019, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Irshad Hussain Rizvi ( new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/02/2024. Irshad Hussain Rizvi (new name) and Irshad (old name) both are same identical person.

**Name Change**

I BEENA PODDAR, D/O KISHAN KR AGARWAL, W/O SANDEEP KUMAR PODDAR, R/O P-6, KALAKAR STREET, 4TH FLOOR, KOLKATA - 700007, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BINA PODDAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE FIRST CLASS METROPOLITAN MAGISTRATE 6TH COURT CALCUTTA ON 23/02/2023, THAT BINA PODDAR AND BEENA PODDAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I, Mithu Halder (old name) D/O Subhash Sarkar, Presently residing at Vill- Arsulla, P.O.- Baduria, P.S.- Baduria, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743401, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Purnima Halder (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/02/2024. Purnima Halder (new name) and Mithu Halder (old name) both are same identical person.

**Name Change**

I MOHAMMAD SUFIYAN LODHI , S/O MD AYUB LODHI, R/O 18 E, DR BIRESH GUHA STREET, KARAYA, KOLKATA -700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD SUFIAN LODHI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/02/2024, THAT MOHAMMAD SUFIYAN LODHI AND MD SUFIAN LODHI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I SANDEEP PODDAR, S/O LATE BISWANATH PODDAR, R/O P-6, KALAKAR STREET, 4TH FLOOR, KOLKATA -700007, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANDEEP KUMAR PODDAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE FIRST CLASS METROPOLITAN MAGISTRATE 6TH COURT CALCUTTA ON 23/02/2024, THAT SANDEEP KUMAR PODDAR AND SANDEEP PODDAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I, Matiar Rahaman Sekh (old name) S/O Sk Taher Ali, Presently residing at Vill- Satgachia, Ghosh Para, P.S.- Nodakhali, Dist- South 24 Pgs, Pin- 743318, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sk Matiar Rahaman ( new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/02/2024. Sk Matiar Rahaman (new name) and Matiar Rahaman Sekh (old name) both are same identical person.

**Name Change**

I SUBHRA PAL, W/O ASIT PAUL, R/O VILL GANTI ( PAL PARA ), PO GANGANAGAR, PS NARAYANPUR, BIDHANNAGAR -700132, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUVRA PAUL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/02/2024, THAT SUBHRA PAL AND SUVRA PAUL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I RAJA JAISWAL, S/O RAJU KUMAR SHAW, R/O 8/H, CHALTA BAGAN LANE, PS AMHERST STREET, KOLKATA -700006, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJA SHAW, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/02/2024, THAT RAJA JAISWAL AND RAJA SHAW ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I, Subhra Mondal Sarkar (old name) S/O Mohammed Salim, Presently residing at Vill- Sainpala (Iccha Mayer Mandir), P.O.- Basirhat, P.S.- Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743411, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Subhra Quin Mondal Sarkar ( new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/02/2024. Subhra Quin Mondal Sarkar (new name) and Subhra Mondal Sarkar (old name) both are same identical person.

**Name Change**

I, Mohammad Muhibbullah S/o Mohammad Jahan Ali R/o Vill- Harpukur, P.O.-Sekendranagar, P.S.- Deganga, Dist.- 24 Pgs (N), Pin-743424 shall henceforth be known as Md. MuhibbullahMondal. I declare that Md. Muhibbullah Mondal and Mohammad Muhibbullahis same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 27-02-2024.


মেরা পেহলা ভোট দেশ কে লিয়ে প্রচারে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ প্রধানমন্ত্রীর

# কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অনুরাগ ঠাকুর প্রচারাভিযানের সঙ্গীত চালু করলেন

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি আজ নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে আরও অংশগ্রহণমূলক করার জন্য একটি স্পষ্ট আহ্বান জানিয়েছেন এবং প্রথমবারের ভোটারদের মধ্যে তাদের নিজস্ব শৈলীতে মেরা পেহলা ভোট দেশ কে লিয়ে প্রচারের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সর্বস্তরের মানুষকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী এক্স-এ একটি পোস্টের মাধ্যমে তার বার্তা শেয়ার করেছেন। আজ এর আগে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অনুরাগ ঠাকুর মেরা পেহলা ভোট দেশ কে লিয়ে অ্যান্থেম চালু করেছেন। প্রচারণার লক্ষ্য হল তরুণ ভোটারদের ভোট দেওয়ার জন্য তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করা। সঙ্গীতটি নীচের লিঙ্কে দেখা যাবে। সঙ্গীতের সূচনা ঘোষণা করে

মন্ত্রী বলেন, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদিজি তার সাম্প্রতিক মন কি বাত ভাষণে একটি স্পষ্ট আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং যখন জাতি তার গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উৎসবের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, আমি আপনাদের সকলকে মেরা পেহলা ভোট দেশ কে লিয়ে প্রচারণায় যোগ দিতে এবং তরুণ ভোটারদের উৎসাহিত করার আহ্বান জানাচ্ছি। তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করুন।এই হল, এখন মেরা পেহলা ভোট দেশ কে লিয়ে অ্যান্থেমে টিউন করুন এবং সবার সাথে শেয়ার করুন। আসুন আমাদের নিজস্ব উপায়ে এবং শৈলীতে প্রচারাভিযানকে এগিয়ে নিয়ে যাই। আসুন এই দায়িত্বটি গ্রহণ করি এবং অনলাইনে আমাদের সম্মিলিত ভয়েসের শক্তি উদযাপন করি।

# জেনারেল ম্যানেজার অরেঞ্জ লাইনের জয় হিন্দ স্টেশন পরিদর্শন করেছেন

কলকাতা, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে আজ অরেঞ্জ লাইনের নির্মাণাধীন জয় হিন্দ (বিমানবন্দর) স্টেশন পরিদর্শন করেছেন, অর্থাৎ ২৭.০২.২০২৪ তারিখে। তার পরিদর্শন ১১.০০ ঘন্টা শুরু হয়. এই পরিদর্শনে তাঁর সঙ্গে ছিলেন মেট্রো রেলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। জয় হিন্দ (বিমানবন্দর) স্টেশনে, মেট্রোর উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা তাকে সাম্প্রতিক সময়ের কাজের অগ্রগতি এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সমস্ত মুলতুবি কাজগুলি সম্পূর্ণ করার তাদের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেছিলেন। শ্রী রেড্ডি প্যাসেঞ্জার ইন্টারচেঞ্জিং পয়েন্ট, প্ল্যাটফর্ম লেভেল, কনকোর্স লেভেল, এএফসি-পিসি গেটের প্রস্তাবিত স্থান ইত্যাদি পরিদর্শন করেছেন। এই টানা কাজের অগ্রগতি মূল্যায়নকালে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং কোনো বিলম্ব না করে নির্ধারিত কাজ শেষ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।


**Name Change**

I,ABHAY PADA DAS,SON OF LATE SUSHIL KUMAR DAS, RESIDING AT 24 KALIDAS PATITUNDI LANE,PS-KALIGHAT, KOLKATA -700026,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABHOY PADA DAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/02/2024.THAT ABHAY PADA DAS AND ABHOY PADA DAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, (Old Name) AFEZ MONDAL S/o-CHURMAN MONDAL, Residing at, Vill-Gandhina, Post- Darermath, Ps - Murutia, Dist- Nadia, Pin- 741158, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from AFEZ MONDAL To AFEJ MONDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) AFEJ MONDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 15/02/2024, AFEJ MONDAL and AFEZ MONDAL both are Same and one identical person.

**Name Change**

I DEBASHREE MONDAL SARKAR, DAUGHTER OF DEBJYOTI SARKAR, WIFE OF RAKESH MONDAL, RESIDING AT A-9/322, KALYANI, PO KALYANI, NADIA-741235, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBASHREE SARKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/02/2024, THAT DEBASHREE MONDAL SARKAR AND DEBASHREE SARKAR, ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I AJIT SRIVASTAVA, AJIT SRIVASTAV & AJIT KUMAR SRIVASTAV, S/O LATE RAM NARAYAN LALL, D.O.B-27/07/1963,R/O 9/5A, MUNSHIGUNGE ROAD, PO WATGUNGE, DIST KOLKATA, PIN-700023, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AJIT KUMAR SRIVASTAVA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 27/02/2024, THAT AJIT SRIVASTAVA, AJIT SRIVASTAV, AJIT KUMAR SRIVASTAV AND AJIT KUMAR SRIVASTAVA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I KANIKA BIPLOB BISWAS, W/O BIPLOB BISWAS, R/O BORALIA ROAD, HIJALPUKURAIA, PS HABRA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743271, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KANIKA BISWAS, VDIE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/02/2024, THAT KANIKA BISWAS AND KANIKA BIPLOB BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON


# ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি কেরল, তামিলনাড়ু এবং মহারাষ্ট্র সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী

নতুন দিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি কেরল, তামিলনাড়ু এবং মহারাষ্ট্র সফর করবেন।২৭ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০ টা ৪৫ মিনিট নাগাদ প্রধানমন্ত্রী কেরলের তিরুবনন্তপুরমের বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার (ভিএসএসসি) সফর করবেন। বিকেল ৫ টা ১৫ নাগাদ প্রধানমন্ত্রী তামিলনাড়ুর মাদুরাই-তে ' দ্য ফিউচার- ডিজিটাল মোবিলিটি ফর অটোমোটিভ (এমএসএমই) এন্টারপ্রেনার্স' অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।২৮ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯ টা ৪৫ মিনিট নাগাদ প্রধানমন্ত্রী তামিলনাড়ুর থুতুকুড়িতে প্রায় ১৭ হাজার ৩০০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন। বিকেল সাড়ে ৪ টে নাগাদ প্রধানমন্ত্রী মহারাষ্ট্রের যাবতমালে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন এবং ৪৯০০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের উন্নয়ন প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। তিনি এই অনুষ্ঠানে পিএম কিষাণ এবং অন্য কর্মসূচীর সুবিধা প্রদান করবেন। কেরলে প্রধানমন্ত্রীদেশের মহাকাশ ক্ষেত্রে পূর্ণ সম্ভাবনার সদব্যবহার করতে প্রধানমন্ত্রীর সংস্কারের ভাবনা এবং এই ক্ষেত্রে কারিগরি এবং গবেষণা ও উন্নয়ন বৃদ্ধিতে তাঁর সংকল্প আরও গতি পাবে তিরুবনন্তপুরমে বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টারে তাঁর সফরকালের ৩ টি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্পে উদ্বোধনের মাধ্যমে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে আছে শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারে পিএসএলভি ইন্টিগ্রেশান ফেসিলিটি মহেন্দ্রগিরিতে ইসরো প্রোপালশন কমপ্লেক্সে নতুন সেমি-ক্রায়োজেনিক্স ইন্টিগ্রেটেড ইঞ্জিন অ্যান্ড স্টেজ টেস্ট ফেসিলিটি এবং তিরুবনন্তপুরমে ভিএসএসসি-তে ট্রাইসোনিক উইন্ড টানেল। মহাকাশ ক্ষেত্রের জন্য বিশ্বমানের কারিগরি সুবিধাযুক্ত এই ৩ টি প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে প্রায় ১৮০০ কোটি টাকার পৌনঃপুনিক খরচে। শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারে পিএসএলভি ইন্টিগ্রেশন ফেসিলিটি প্রতি বছর পিএসএলভি উৎক্ষেপণের সংখ্যা ৬ থেকে ১৫ করতে সাহায্য করবে।

# অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অংশ হিসাবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জাগীরোড রেলওয়ে স্টেশনটি হয়ে উঠবে পুনর্বিকশিত

মালিগাঁও, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তরপূর্বাঞ্চল ও অসমে রেলওয়ে সুবিধাগুলি আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ২০২৪-২৫-এর অন্তর্বর্তী বাজেটে রেলওয়ে পরিকাঠামোর প্রকল্পগুলির জন্য ১০,৩৬৯কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে ৯১টি স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম (এবিএসএস)-এরঅধীনে বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা যুক্ত করে পুনর্বিকশিত করা হবে। নির্বাচিত স্টেশনগুলির মধ্যে অসমের জাগীরোড রেলওয়ে স্টেশন অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে ৩১.১৮কোটি টাকা ব্যয়ে এক উল্লেখযোগ্য নতুন রূপ লাভ করবে। এই স্টেশনটির পুনর্বিকাশের ফলে নিকটবর্তী অঞ্চলগুলির রেল ব্যবহারকারীরা অত্যাধুনিক সুবিধা লাভ করবেন।

উত্তর পূর্বসীমান্তরেলওয়ের লামডিং ডিভিশনের অধীনে মরিগাঁও জেলায় অবস্থিত জাগীরোড রেলওয়ে স্টেশন হল আসামের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন যা জাগীরোড টাউনের জনসাধারণকে পরিষেবা প্রদান করে। প্রস্তাবিত পুনর্বিকাশের অধীনে,এসি এবং সেকেন্ড ক্লাস ওয়েটিং হল সহযাত্রীদের সুবিধার্থে সর্বশেষ সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি বিদ্যমান স্টেশন ভবনটি উন্নত সম্মুখ অংশ সহ সম্প্রসারণ করা হবে। যাত্রীদের নামা-উঠা করার জন্য বারান্দার উন্নয়ন,দিব্যাঙ্গজনদের জন্য অনুকূল রেম্প সার্কুলেটিং এরিয়াতে গার্ডেনপার্ক এবং ক্যাফেটেরিয়ার সুবিধা ও ওয়াটার ফাউন্ডেশনর সাথে মডার্ণ সাইনেজ-এর মতো অন্যান্য আধুনিক সুবিধা সহ শৌচালয়ের সুবিধাও প্রদান করা হবে। নতুন টয়লেট ব্লকটি পুরুষ ও মহিলা যাত্রীদের জন্য পৃথকভাবে নির্মাণ করা হবে। সার্কুলেটিং এরিয়ার সৌন্দর্যায়ন সহ সকল প্রকারের যানবাহনের জন্য উন্নতমানের পার্কিং সুবিধার পরিকল্পনাও করা হয়েছে। যাত্রীদের সহজ চলাচলের জন্য প্রত্যেকটি প্ল্যাটফর্মে শেল্টার প্রদান করা হবে এবং মার্বেল পাথর, টাইল্স ইত্যাদি দিয়ে নতুনভাবে সারফেস নির্মাণ করা হবে। আগমন ও প্রস্থানের পথ পুনঃউন্নয়ন করা হবে, যার ফলে যাত্রীরা উন্নতমানের পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করতে পারবেন। উপরোক্ত সকল কাজের জন্য ইতিমধ্যেই টেন্ডার প্রদান করা হয়েছে। নতুন স্টেশন ভবনের ফাউন্ডেশনের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। অন্যান্য যাত্রী সুবিধার জন্য কাজ যেমন সহায়তা বুথকিয়স্ক,পার্কিং এলাকায় ফুড কোর্ট,ল্যান্ডস্কেপ আলোর ব্যবস্থা, দিব্যাঙ্গজনের জন্য সহজলভ্যওয়াটার বুথের ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্যও কাজ চলছে। এই স্টেশনটির উন্নয়নের ফলে নতুন কর্মসংস্থানের পাশাপাশি ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হবে এবং শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল গুলির যাত্রীদের ভ্রমণ সহজ করে তুলবে। পুনর্বিকশিত স্টেশনটি উক্ত এলাকার আর্থ-সামাজিক কার্যকলাপের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে।


**Name Change**

I CHAITALI ALIAS BABBY ADAK, DAUGHTER OF DHANANJAY DEYASI, WIFE OF ANUP ADAK, RESIDING AT 51,PRASANNA KUMAR DUTTA LANE,SHIBPUR,HOWRAH-711102,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHAITALI ADAK VIDE AN AFFIDAVIT (NO 129) SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT HOWRAH ON 16/02/2024.THAT CHAITALI ALIAS BABBY ADAK AND CHAITALI ADAK ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, (Old Name) HASWAN DAPTARI S/o-MOMIN DAPTARI, Residing at Vill- Durgapur, Post- Jhitkipota, Ps - Kotwali, Dist-Nadia, Pin- 741102, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from HASWAN DAPTARI To HASAN DAPTARI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) HASAN DAPTARI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 15/02/2024, HASAN DAPTARI and HASWAN DAPTARI both are Same and one identical person.

**Name Change**

I LIAKAT ALI, SON OF SK. MOKSHED ALI, RESIDING AT VILL-KAPASHARIA, PO-BORA, HOOGHLY-712306, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK LIAKAT ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/02/2024.THAT LIAKAT ALI AND SK LIAKAT ALI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, (Old Name) MAYA BALA W/o- AMULA BALA, Residing at, Vill- Ilshamari, Post-Chhitka daspara, Ps - Tehatta, Dist-Nadia, Pin- 741163, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MAYA BALA To MAYNA BALA (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MAYNA BALA in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 15/02/2024, MAYNA BALA and MAYA BALA both are Same and one identical person.

**Name Change**

I HETAM SK,SON OF TAHER ALI SK, RESIDING AT MEMARI MAYERKOLE PARA,PURBA BARDHAMAN - 713146,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HETAM ALI SK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/02/2024.THAT HETAM SK AND HETAM ALI SK BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, (Old Name) LAL MAHAMMAD S/o- SHER MAHAMMAD SEKH, Residing at, Vill- Goalmal, Post- Goalmal, Ps - Murarai, Dist- Birbhum, Pin- 731238, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from LAL MAHAMMAD To LAL MAHAMMAD SEKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) LAL MAHAMMAD SEKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary at Berhampore Murshidabad 15/02/2024, LAL MAHAMMAD SEKH and LAL MAHAMMAD both are Same and one identical person.


Government of India
Ministry of Corporate Affairs
Centre for Processing Accelerated
Corporate Exit (C-PACE)
IICA Building, 7th Floor,
Plot P-6,7,8, Sector-5, IMT Manesar,
Gurgaon, Haryana - 122050
Email: roc.cpace@mcd.gov.in

**FORM No. STK - 6**
**PUBLIC NOTICE**

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

**Public NoticeNo.ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/989** **Date: -13.02.2024**

Reference:

(1) In the matter of striking off or removal of names 29 of companies in West-Bangal State of under section 248 of the Companies Act, 2013 in respect of:

| S. No | Work Item | CIN | Company Name |
|---|---|---|---|
| 1 | AA6518376 | U51909WB1991PTCO52356 | SATISH TEXTILES PVT LTD |
| 2 | AA6541750 | U70101WB1998PTC088539 | 5KB DEVELOCON PRIVATE LIMITED |
| 3 | AA6518353 | U51491WB2002PTC094313 | YARN AGENCY (KOLKATA) PRIVATE LIMITED |
| 4 | AA6606935 | U51909WB2012PTC185071 | SH IVRASHI EXPORTS PRIVATE LIMITED |
| 5 | AA6562030 | U51909WB2012PTC185063 | PANCHPARV COMMODEAL PRIVATE LIMITED |
| 6 | AA6606960 | U51909WB2012PTC185068 | RASHIAMRIT VINTRADE PRIVATE LIMITED |
| 7 | AA6562821 | U51909WB2012PTC185067 | RANDATA COMMERCIAL PRIVATE LIMITED |
| 8 | AA6693934 | U52100WB2013PTC196224 | TEESPOT RETAIL PRIVATE LIMITED |
| 9 | AA6560641 | U70102WB2013PTC194176 | MADHUDHAN COMPLEX PRIVATE LIMITED |
| 10 | AA6693488 | U85300WB2016PTC215457 | AGARWAL HEALTHCARE SERVICES PRIVATE LIMITED |
| 11 | AA6557165 | U29253WB2013FTC194999 | STEELRECON INDUSTRIES FIRE SAFETY PRIVATE LIMITED |
| 12 | AA6612389 | U45208WB2017PTC219720 | MARV INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED |
| 13 | AA6618809 | U72900WB20160PC216634 | TECHPLUG IT SOLUTIONS (OPC) PRIVATE LIMITED |
| 14 | AA6524576 | U74999WB2016PTC217981 | HEADWINDS MARKETING PRIVATE LIMITED |
| 15 | AA6344796 | U74999WB2018PTC225256 | ASIADESIRETREE PRIVATE LIMITED |
| 16 | AA6669479 | U70109WB2021PTC246092 | RED WOOD ACRES PRIVATE LIMITED |
| 17 | AA6689014 | U72900WB20190PC232862 | SYNCIVISION (OPC) PRIVATE LIMITED |
| 18 | AA6489093 | U34300WB2020PTC239815 | EKSPERTO QUADRAL PRIVATE LIMITED |
| 19 | AA6595151 | U92190WB1999PTC242692 | CROSSOVER FILMS INDIA PRIVATE LIMITED |
| 20 | AA6705018 | U74999WB2021PTC242414 | KROSSECTION DESIGNS PRIVATE LIMITED |
| 21 | AA6593290 | U85100WB2021PTC245548 | MAGIC DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED |
| 22 | AA6705743 | U15400WB2021PTC244259 | AMIGOPORIUM ENTERPRISE PRIVATE LIMITED |
| 23 | AA6649015 | U52609WB2021PTC245030 | MALLOVIK RETAIL PRIVATE LIMITED |
| 24 | AA6681808 | U74999WB2021PTC247865 | MYRBG INSURTECH PRIVATE LIMITED |
| 25 | AA6610107 | U67190WB2021PTC247678 | BANKERSFEED PRIVATE LIMITED |
| 26 | AA6527376 | U45203WB2021PTC248650 | HELIODOR DREAM REALTORS PRIVATE LIMITED |
| 27 | AA6643966 | U92410WB20210PC248288 | AAKVI ENTERTAINMENT & RETREAT (OPC) PRIVATE LIMITED |
| 28 | AA6612295 | U25209WB2022PTC254391 | SANKEY INDUSTRIES PRIVATE LIMITED |
| 29 | AA6691094 | U72900WB2022PTC258238 | MYRBG SERVICES PRIVATE LIMITED |

(2). Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under sub-section (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(3) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(4) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

**(Harihara Sahoo)**
**Registrar**
**Centre for Processing Accelerated Corporate Exit**

**cbc 07123/11/0443/2324**

# জেলা হস্তশিল্প তাঁত ও স্বরোজগার মেলার সূচনা বর্ধমানে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোট, মাঝারি উদ্যোগ ও বস্ত্র দপ্তরের সহায়তায় ও পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় মঙ্গলবার বর্ধমান শহরের উৎসব ময়দানে শুরু হল জেলা হস্তশিল্প তাঁত ও স্বরোজগার মেলা - ২৪। এই মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, জেলাশাসক বিধান রায়, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার, বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারপার্সন কাকলী তা গুপ্তা, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ আরতি খান, জেলা পরিষদের মেন্টর তথা খাদি বোর্ডের সদস্য উজ্জ্বল প্রামাণিক, সহকারি সভাধিপতি গার্গী নাহা, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শাশ্বতী কোনার, জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মিঠু মাঝি, নারী ও শিশু কর্মাধ্যক্ষ মাম্পি রুদ্র, ডিআইসি ম্যানেজার চন্দন পান সহ অন্যান্যরা। এদিন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানিয়েছেন, উৎপাদন হয়, কিন্তু উৎপাদিত দ্রব্যের বিপনন সুনিশ্চিত করার জন্যেই এই মেলার আয়োজন করা হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে। পূর্ব বর্ধমান প্রায় জেলায় ৩৫ হাজার হস্তশিল্পী আছে। তাদের মধ্যে এই মেলায় এদিন পর্যন্ত ২০০ হস্তশিল্পী অংশগ্রহণ করেছেন। পূর্ব বর্ধমান জেলায় বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প রয়েছে। এই সব হস্ত শিল্পের মধ্যে জেলার ডোকরা শিল্প জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন অর্থাৎ জিআই পেয়েছে যা জেলার পক্ষে গর্বের বিষয়। এছাড়া, আউশ গ্রাম, গুসকরার কাঁথাস্টিচ, বনকাবাশি, মঙ্গলকোটে শোলা শিল্প, কালনা কাটোয়ার তাঁত বস্ত্র শিল্প, রায়নার জড়ি শিল্প সহ গহনা, কাঠ খোদাই সহ বিভিন্ন হস্তশিল্প রয়েছে। রায়নায় জরি শিল্পের উপর ক্লাস্টার হয়েছে। প্রায় ২ কোটি টাকার উপর বিক্রি হয়েছে। যে সমস্ত শিল্পীরা এখানে স্টল করেন তাদের সরকারের উদ্যোগে থাকা খাওয়ার জন্য ৭৫ টাকা করে প্রতিজনকে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, প্রতিটি শিল্পীকে তাদের দ্রব্য মেলা প্রাঙ্গনে নিয়ে আসার জন্য পরিবহন খরচ দেওয়া হয়। সুতরাং এই থেকেই বোঝা যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্য সরকার এই সব হস্তশিল্পীদের শুধু মাত্র পরিচয় পত্র প্রদান করা ছাড়াও, বিপননের প্রশিক্ষণ, উৎপাদন এমনকি বিপননের জন্যেও ব্যবস্থা করে দিয়ে তাদের দিকে সম্পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এদিন জেলা সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার জেলার হস্তশিল্পীদের উৎপাদিত শিল্প দ্রব্য বিপননের জন্য এই ধরনের মেলা আয়োজনের স্বার্থকথা ও তার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। জেলাশাসক বিধান রায় তার বক্তব্যে জানান, ১০-১২ বছর ধরে জেলায় জেলায় এই মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। এর সাথে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন সৃষ্টি হয়। এবারের মেলায় ৯০ টি স্টলের মাধ্যমে ১৫০ জন হস্তশিল্পী, ২০ জন তাঁত শিল্পী ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা অংশগ্রহণ করেছেন। জেলায় প্রায় ৩৫০ টি পরিবার কাঁথাস্টিচ শিল্পের সাথে যুক্ত আছেন। বিগত বছরে বিভিন্ন মেলায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার সামগ্রী বিক্রয় হয়েছে। কাঠ খোদাই শিল্পে জেলায় প্রায় ৫৫ টি পরিবারের জন্য ৩৫০ জন হস্তশিল্পী যুক্ত রয়েছেন। এরা গত বছর বিভিন্ন মেলা থেকে প্রায় ৭৬ লক্ষ টাকার সামগ্রী বিক্রয় হয়েছে। ডোকরা শিল্পে এই জেলায় ৬৫ টি পরিবারে ২৫০ জন হস্তশিল্পী যুক্ত রয়েছেন। বিগত বছরে এই শিল্পের মোট বিক্রয় হয়েছে প্রায় ৮৫ লক্ষ টাকার। ডাকের সাজ অর্থাৎ শোলা শিল্পে ৫৫ টি পরিবারের ২০০ জন হস্তশিল্পী যুক্ত রয়েছেন। গত এক বছরে তাদের মোট বিক্রয় প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছেন জেলাশাসক। পৌরপতি পরেশ চন্দ্র সরকার জানান, বর্ধমান শহরের উৎসব ময়দানে দীর্ঘদিন ধরেই হস্তশিল্প সহ বিভিন্ন ধরনের মেলা ও উৎসব আয়োজিত হয়ে আসছে। তাই এই উৎসব ময়দানটিকে মেলা বান্ধব করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে পৌরসভার পক্ষ থেকে। মেলার মাঠটি আরও সুন্দর ও আলোকসজ্জায় সজ্জিত করার পাশাপাশি মাঠের একপাশে শৌচালয় ও একটি অনুষ্ঠান ভবনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ফলে মাঠে মেলা বা উৎসব আয়োজনে ভবিষ্যতে যেমন আর কোন খামতি থাকবে না ঠিক তেমনি বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানেও এই মাঠটি এবং অনুষ্ঠান ভবনটিকে ভাড়া দেওয়া হবে। এতে পুরসভার আয় বাড়বে এবং বর্ধমানের উন্নয়নের জন্য আরও পরিকল্পনা নেওয়া হবে। উল্লেখ্য, জেলা হস্তশিল্প মেলাটি চলবে ১০ মার্চ পর্যন্ত।

# কেন্দ্র বঞ্চনা করলেও, মুখ্যমন্ত্রী টাকা পাঠানোয় খুশি মাকনু টুডুরা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৭ ফেব্রুয়ারি ঃ জেলার মধ্যে ইলামবাজারে বকেয়া মনরেগা প্রকল্পের টাকা রাজ্যসরকারের প্রতিশ্রুতি মত জবকার্ড হোল্ডারদের একাউন্টে ঢুকতে শুরু করলো মঙ্গলবার থেকেই। স্বভাবতই সংখ্যালঘু, আদিবাসী, তপশীলি অধ্যুষিত ইলামবাজার ব্লকে খুশির হাওয়া দুই বছর আগে জব করেছিলেন। কিন্তু সেই বকেয়া টাকা পান নি সারা রাজ্যের সাথে বীরভূমের ইলামবাজার ব্লকের শীর্ষা পঞ্চায়েতের মাকুলি টুডুরা। তারা টাকা পাওয়ার আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু টাকা পেয়ে হাতে পাশবুক নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তারা কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। বীরভূম জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, মোট তিন লক্ষ তিয়াত্তর হাজার ছশো নব্বই জন এই প্রকল্পের আওতায় জব কার্ড হোল্ডার আছেন। জেলার মধ্যে এগিয়ে ইলামবাজার ব্লক। ইলামবাজার ব্লকের বিডিও অনির্বাণ মজুমদার বলেন, এই ব্লকে চোদ্দ হাজার জবকার্ড হোল্ডার আছেন। এর জন্য রাজ্য সরকার দিচ্ছে সাড়ে তিন কোটি টাকা। আমরা ব্লকের শীর্ষা পঞ্চায়েত দিয়ে শুরু করেছিলাম। মঙ্গলবার বাকি নয়টি গ্রামপঞ্চায়েতের জন্য ব্যাঙ্কে সব নথি পাঠিয়ে দিয়েছি। সেই মোতাবেক বুধবার বা বৃহস্পতিবারের মধ্যে সব জবকার্ড হোল্ডার টাকা পেয়ে যাবেন। দুই একটি গণ্ডগোল হয়েছে। সেগুলো ঠিক করে আবার ব্যাঙ্কে পাঠানো হয়ে গেছে। ইলামবাজার ব্লকের সভাপতি ফজলুর রহমান বলেন, শীর্ষা পঞ্চায়েতে মোট বারোশো জব কার্ড হোল্ডার। সবাই টাকা পেয়ে গেছেন। আদিবাসী, তপশিলী, সংখ্যালঘু থেকে সর্বস্তরের মানুষ খুব খুশি। তারা বুঝতে পেরেছেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তাদের প্রতি অন্যায় করলেও, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের পাশে আছেন। তাই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তারা দিদির পাশেই থাকবেন। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রীর সাধারণ মানুষের টাকা আদায়ের জন্য তীব্র আন্দোলন করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে ধর্ণা মঞ্চ করেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিদল দিল্লির কৃষিভবনে গিরিরাজ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েও দেখা পান নি। তারপর মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ কষ্ট বুঝে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ান। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন বা মনরেগা প্রকল্পের অন্তর্গত জব কার্ড হোল্ডারদের টাকা মেটাবে রাজ্য। এমনটা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয় এই টাকা দেওয়ার কাজ। মোট ২৩ টি জেলার জবকার্ড হোল্ডারদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি এই টাকা প্রদানের কাজ শুরু করেছে রাজ্য সরকার।

# খারাপ খবর ফের থাবা বসাল রোহিতের টিমে, এ বার বিশ্বকাপেও নেই সামি

মুম্বই, ২৭ ফেব্রুয়ারিঃ খারাপ খবরের যেন ঢল নেমেছে। একের পর এক চোটের গল্পে ছিন্নভিন্ন ভারতীয় টিম। লোকেশ রাহুল কবে টিমে ফিরবেন, কেউ জানেন না। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির তরফে বলা হয়েছে, তিনি ফিট হয়ে উঠছেন। ধরমশালায় পঞ্চম টেস্টে পাওয়া যেতে পারে তাঁকে। রাহুলের থেকেও এখন বড় চিন্তা হয়ে উঠেছেন মহম্মদ সামি। বাংলার পেস বোলার গত বছর ওয়ান ডে বিশ্বকাপের সময়ই বাঁ পায়ের পাতায় চোট পেয়েছিলেন। সেই চোট সারার কোনও লক্ষণ নেই। অস্ত্রোপচার করাতেই হবে। যে কারণে আইপিএলে তাঁকে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এ বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও নেই সামি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও আমেরিকা যৌথ ভাবে আয়োজন করবে বিশ্বকাপ। ভারতেরই মতো কন্ডিশন সেখানকার। সামির মতো বোলারের না থাকা ভারতের বোলিং গভীরতা অনেকখানি কমাবে, তাতে আর সন্দেহ নেই। ওয়ান ডে বিশ্বকাপের পর থেকেই আর মাঠে দেখা যায়নি সামিকে। লন্ডনে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল চোট সারানোর জন্য। প্রাথমিক ভাবে চিকিৎসকদের মনে হয়েছিল, ইঞ্জেকশন দিয়ে চোট সারানো সম্ভব। তা হয়নি। ফলে অস্ত্রোপচার ছাড়া আর কোনও রাস্তা ছিল না। লন্ডনে সফল অস্ত্রোপচার হয়েছে সামির। অপারেশনের পর সামি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'গোড়ালিতে সফল অস্ত্রোপচার হয়েছে। রিকভারির জন্য সময় লাগবে। নিজের পায়ে যত তাড়াতাড়ি দাঁড়ানোর চেষ্টা করব।' সমাজমাধ্যমে সেই ছবি দেখে প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর উদ্দেশে লেখেন, 'আপনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন, এই কামনা করি। আমি আশাবাদী, আপনার এই চোট দ্রুত সেরে যাবে। সাহসের সঙ্গে আপনি এই সময়ের মোকাবিলা করবেন।' মোদির এই পোস্টের পরে উত্তর দেন সামিও। তিনি লেখেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ব্যক্তিগত ভাবে আমার জন্য কিছু লিখেছেন। এটাই পরম প্রাপ্তি। তিনি আমার দ্রুত সুস্থতার কামনা করেছেন। তাঁর এই বার্তা আমার খুবই ভাল লেগেছে। মোদি স্যারকে ধন্যবাদ। আমি দ্রুত সুস্থ হওয়ার চেষ্টা করছি। সেই সঙ্গে সকলকে ধন্যবাদ আমার সুস্থতা কামনা করার জন্য।' সামি কবে নাগাদ মাঠে ফিরতে পারেন? আইপিএলে তাঁকে দেখা যাবে না। জুন মাসে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও খেলতে পারবেন না, তাও মোটামুটি নিশ্চিত।

## দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন)/এস, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ, কলকাতা- ৭০০০৪৩ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত টেন্ডারগুলি ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। নির্ধারিত তারিখে **বেলা ১২টায়** টেন্ডার বন্ধ হবে। **ক্র.নং.-১। ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ৪৪৫০-জিআরসি-সিই-সি-এসও-১২-২০২৪, তারিখঃ ২৬.০২.২০২৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ** ঃ ডেপুটি সিই/কন/গার্ডেনরীচ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে-র অধিক্ষেত্রে সাঁকরাইল-সাঁতরাগাছি লিঙ্ক লাইন সম্পর্কিত রিটেইনিং ওয়াল, ফুট ওভারব্রিজ, পি.ওয়ে লিঙ্কিং ইত্যাদি নির্মাণ সংক্রান্ত অবশিষ্ট কাজ সম্পাদন। **আনুমানিক মূল্য** ঃ ৩৪.৯১ কোটি টাকা। **বিড সিকিউরিটি** ঃ ১৮,৯৫,৭০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা** ঃ ১২ মাস। **বন্ধের তারিখ** ঃ ১৮.০৩.২০২৪। **ক্র.নং.-২। ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ৪৪৫৫-জিআরসি-সিই-সি-এসও-১৬-২০২৪, তারিখঃ ২৬.০২.২০২৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ** ঃ ২৪ মাসের জন্য সিএও (কন), গার্ডেনরীচ-এর অফিস, ডেপুটি সিই/কন/গার্ডেনরীচ-এর অফিস এবং সাঁতরাগাছি-তে এসএসই/ওয়ার্কস/কন/সাঁতরাগাছি-এর অফিস সহ গার্ডেনরীচ ও সাঁতরাগাছি এলাকায় মেরামতি, সংস্কার, পরিষেবা সংক্রান্ত কাজ ও অল্প পরিমাণ উদ্যানপালনের কাজ। **আনুমানিক মূল্য** ঃ ০.৭০ কোটি টাকা। **বিড সিকিউরিটি** ঃ ১,৪০,৭০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা** ঃ ২৪ মাস। **বন্ধের তারিখ** ঃ ২০.০৩.২০২৪। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/স্পেসিফিকেশন-এর জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। (PR-1177)

## NOTICE INVITING QUOTATION

NIQ No. 05/HCSD-III of the A.E. Hooghly Construction Sub Division-III, P.W.D. Are invited from benefited agencies. Last date of Application is 28.02.2024 up to 2.00 pm & Dropping and opening on 28.02.2024 up to 2.00 Pm. Others details may be seen from the office notice board and also in website www.wbpwd.gov.in

**Sd/-Assistant Engineer**
**P.W.D**
**Hooghly Construction Sub-Division No-III**
**Baliguri, Tarakeswar, Hooghly**

## NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-43/2023- 24 (2 nd Call) of the Office of the Para Panchayat Samity, P.O-Para, District-Purulia, 02 (Two) no. works/Schemes under 15 th CFC Fund in the portal: www.wbtenders.gov.in. Tender ID: 2024_DM_673586_1 & 2024_DM_673586_2. Document download/sell starting from 23.02.2024 up to 29.02.2024 04.00 PM. Bid submission starting from 23.02.2024 up to 29.02.2024 at 04:00 PM. And Opening on 02.03.2024 at 04:05 P.M. For details please visit website.

**Sd/- Executive Officer**
**Para Panchayat Samity**

**Government of West Bengal**
**Office Of The Executive Officer**
**Sankrail Panchayat Samity, Howrah**
**ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER**

Executive Officer, Sankrail Panchayat Samity invites e-tender for following Work related to Civil Development Work as follows:

| Sl. No. | Tender Reference No. | Tender ID | Tender Serial No. | Last Date of Submission | Date of Opening |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EO/SNK/eNIT-42/EO/2023-24 | 2024_ZPHD_675443 | 01 to 2 | 06/03/2024 | 08/03/2024 |

Intending bidders are requested to visit the website **http://wbtenders.gov.in** for details. For other details may contact with the office of the undersigned.

**Sd/- Executive Officer**
**Sankrail Panchyat Samity, Howrah**

## Office of the Kapasharia Gram Panchayat

**Notice Inviting E-Tender**

Online Tenders are invited from experienced and resourceful bidders for the following: (1) NIT No. 316/E-NIT/KGP/2023-24, (2) NIT No. 317/E-NIT/KGP/2023-24, (3) NIT No. 318/E-NIT/KGP/2023-24, (4) NIT No. 319/E-NIT/KGP/2023-24, (5) NIT No. 320/E-NIT/KGP/2023-24 for Const. of Horaizontal Filter chamber at 5 (Five) different places. Last date of uploading of asking documents as per NIT(online) on or before 04/03/2024 up to 6 PM. Date of Opening of Tender (online)for Technical on 07/03/2024 at 11 A.M. & Financial at 2 P.M. For details please visit https://wbtenders.gov.in

**Sd/- Pradhan**
**Kapasharia Gram Panchayat**

## E-TENDER INVITING NOTICE

Tender Reference no.:- WB/HOW/BJPS/NIT-28(2 nd CALL)/ 2023-24 (Memo No: 207/Panch, Dated: 27/02/2024) Electronic Tenders are hereby invited by the Executive Officer, Bally Jagacha Panchayat Samity for implementation of two (02) nos. work in different above mentioned NIT, within Bally Jagacha Panchayat Samity, Howrah. Details are available in http://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.

**Sd/- Executive Officer**
**Bally Jagacha Panchayat Samity**

## NIQ No-08/DPD-VI, DPMU-II, WBMIFMP of 2023-24 dt. 27/02/2024

Sealed quotation is invited by Deputy Project Director(Civil)-VI, DPMU-II, WBMIFMP, I & W Dte, Jalasampad Bhawan, 9 th Floor, Kol-91 from Bonafied Agencies/ Organization, Contractors & General order suppliers for "Procurement of Cartridge for DPMU-II and Howrah (I) Divn" Last date of receiving application is-06/03/2024 up to 2.00 P.M. All document and details can be obtained from the office of DPMU-II, WBMIFMP, 9 th Floor, Jalasampad Bhawan, Kol-91".

**Sd/- Deputy Project Director (Civil)-VI, DPMU-II, WBMIFMP**
**Irrigation & Waterways Dte.**

**Office of the Pradhan**
**DALDALI GRAM PANCHAYAT**
**Vill+Post-Daldali, PS-Hura, Dist-Purulia, Pin-723130**
**NOTICE INVITING TENDER No.-05/DGP/2023-24**

Sealed Tender is invited from experienced and resourceful bidders for execution of the total 4(Four)Nos. different works. Date of sale of tender form 27/02/2024 up to 05.03.2024 at 4.00 pm. Last date of dropping of sealed tender form on 05/03/2024 up to 4:00 PM. Date of opening of Tender 07/03/2024 at 12 Noon. For details please visit office of the undersigned on any working days.

**Sd/- Pradhan**
**Daldali Gram Panchayat**

## সিগন্যালিং সম্পদের মেরামত সম্পন্ন করা

ই-টেণ্ডার নং. এসএনটি-৪৫-এলএমজি -২০২৩-২৪ তারিখঃ ২৪-০২-২০২৪। নিম্নে উল্লেখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারি দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **কাজের নাম এবং ইহার স্থানঃ** এসএসই/এসআইজি/হিল/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনে ১২ মাসের এক সময়সীমার জন্যে মান্দেরদিসা-ডামচারা খণ্ডে পুনরুদ্ধার/রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে সিগন্যালিং সম্পদের মেরামত সম্পন্ন করা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২৮,২৭,২০৪.৫৮ টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৫৬,৬০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়** ১৮-০৩-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ১৮-০৩-২০২৪ তারিখে ১৫.৩০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

ডিএসটিই, লামডিং

**উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে**
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

## PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation for the work of "Arrangement of Temporary Electrical Installation work at Helipad Ground at VVIP venue at Kallpur Sports Complex Playground, Arambagh, Hooghly i c.w visit of the Hon'ble Prime Minister of India to Arambagh on 01.03.2024." NIQ No.-WBPWD/EE/HED/NIQ-43 of 2023-24. Bid submission closing date: 29/02/2024 up to 02 P.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in

**Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte.**
**Hooghly Electrical Division**

## NOTICE INVITING E-TENDER

e-Tender is hereby invited on behalf of Chairman, Habra Municipality for works within Habra Municipality.

| Sl. No. | Ref. e-Tender No. | Last Date of submission of e-Tender |
|---|---|---|
| 1 | WBMAD/HM/PWD/NIT e-571/2023-24 (Sl No. 1-20) | 15/03/2024 up to 5.00 PM |
| 2 | WBMAD/HM/PWD/NIT e-572/2023-24 (Sl No. 1-11) | 15/03/2024 up to 5.00 PM |
| 3 | WBMAD/HM/PWD/NIT e-573/2023-24 (Sl No. 1-20) | 06/03/2024 up to 5.00 PM |

For details please see at the website **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Executive Officer,**
**Habra Municipality**

## DEHIBATPUR GRAM PANCHAYET

**VILL –DEHIBATPUR,P.O.-ALATI**
**P.S.-PURSURAH,HOOGHLY.**
**Notice Inviting e-Tender**

e-NIT vide NIT No: 16.(SL.no.1-4), 17. (SL. No.1-8) and 18.( SL. No 1- 2)/DGP/23-24 Dated 27/02/2024 Fund 15 th F.C are invited by the Prodhan Dehibatpur Gram Panchayat, from reliable and bonafied Tenderer for work. Tender fees & EMD by bank draft/NEFT/RTGS from any working day on and from 27/02/2024 to 02/03/2024 (12:00 Noon to 4:00 P.M), Bid submission closing online on or before 02/03/2024 upto 4.00 P.M. Date of Opening 4.03.2024 (12:00 Noon).For details contact the above office or visit https://wbtenders.gov.in

**Sd/-**
**Prodhan, Dehibatpur Gram Panchayat**

**OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY**
**PARA :: PURULIA**
**TENDER NOTICE**

Executive Officer, Para Panchayat Samity, District-Purulia invites Tender for the following items on:-

- NIT No.:- 17/EO/PPS of 2023-24 (Sl. No.-01 to 10)
- No. of Work:- 10 (Ten) nos.
- NIT No.:- 18/EO/PPS, of 2023-24 (Sl. No. 01 to 10)
- No. of Work:- 10 (Ten) nos.
- Last Date of Application:- 29.02.2024 up to 16.00 hours.
- Date of issue of Tender paper:- 01.03.2024 at 11.00 hours. To 16.00 hours.
- Last date of dropping of Tender papers 04.03.2024 up to 14:00 hours in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
- Date of Opening of Tender 04.03.2024 after 14:00 hours.

For more details go to website: www.parablock.org and www.puruliazp.nic.in and also may contact to Para Panchayat Samity office on working days at office hours.

**Sd/- Executive Officer**
**Para Panchayet Samity**

## SBFC

**এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড**
রেজি অফিসঃ- ইউনিট নং.১০৩, প্রথম তল, সিএন্ডবি স্কোয়ার, সঙ্গম কমপ্লেক্স, ভিলেজ চাকলা, আন্ধেরি- কুরলা রোড, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বই- ৪০০০৫৯

**দখলের নোটিশ**
**(সুরক্ষা স্বার্থ (প্রয়োগকরণ) বিধি ২০০২ এর বিধি ৮ (২) অনুসারে**

যেখানে নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেডের সিকিউরিটাইজেশন, রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) এর বিধি ৮ এর সাথে পড়া ধারা ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগে) বিধি ২০০২, নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণ গ্রহীতাদের উপর ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছে, নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে।

ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণ গ্রহীতারা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণ গ্রহীতাদের এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী তার উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছে। উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নলিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির ৮-এর সাথে পঠিত।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণ গ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেডের চার্জ সাপেক্ষে হবে।

| ঋণগ্রহীতাদের নাম ও ঠিকানা ডিমান্ড নোটিশের তারিখ | সম্পত্তির বিবরণ (ies) দখলের তারিখ | দাবীকৃত পরিমাণ দখলের নোটিশ (টাকা) |
|---|---|---|
| ১. গৌতম ধর ২. শুভ্রনীল ধর দুজনেরই ঠিকানা - ধারা পাড়া, নারিকেলডাঙ্গা, শ্যামপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৩৭ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ঃ ২৪ নভেম্বর, ২০২২ লোন নং ঃ 19400043194DH (PR00689185) | মোট ৮.১৩ ছটাক পরিমাপের জমির অংশ এবং পার্সেল একত্রে প্রায় ১০০ বর্গফুট পরিমাপের কচ্ছা টাইল শেডের কাঠামো যার উপর দাঁড়িয়ে আছে আর এস দাগ নং ৪২, এল আর দাগ নং ৫৪ এল আর খতিয়ান নং ১৫২৬ এর অধীনে মৌজা উত্তর পি বুড়্গে। উত্তর রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৩৭ জেলার দক্ষিণ ২৪ পরগণা। দখলের তারিখঃ ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ | ২৬,৯৮,৫৬৩ / - টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার পাঁচশত ষাট তিন শুধুমাত্র) হিসাবে ২১ নভেম্বর, ২০২২ |

আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে, সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করার জন্য।

স্থান- পশ্চিমবঙ্গ
তারিখ- ২৮।০২।২০২৪

স্বা /- (অথরাইজড অফিসার)
এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড

## SBFC

**এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড**
(ইআরএসটি এসবিএফসি ফাইন্যান্স প্রাইভেট লিমিটেড)
রেজিঃ অফিস ঃ ইউনিট নং-১০৩ প্রথম তলা,সিএবং বি স্কোয়ার, সঙ্গম কমপ্লেক্স, গ্রাম কাটালা। আন্ধেরি, কুরলা রোড,আন্ধেরি (ইস্ট), মুম্বাই-৪০০০৫৯

**পজেশন নোটিশ (সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮(২) অনুযায়ী)**

যেখানে সিকিউরিটাইজেশন, ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন এবং ইনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেডের অথরাইজড অফিসার এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) এর বিধি ৮ এর সাথে পড়া ধারা ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগে নিম্ন স্বাক্ষরকারী) বিধি ২০০২, নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণ গ্রহীতাদের উপর ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছে, নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে। ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণ গ্রহীতারা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণ গ্রহীতাদের এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছে। উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে উল্লিখিত বিধিগুলির ৮-এর সাথে নিম্নোল্লিখিত তারিখগুলিতে পঠিত। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণ গ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং সম্পত্তির সাথে যে কোনও লেনদেন এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেডের চার্জ সাপেক্ষে হবে।

| ঋণগ্রহীতাদের নাম ও ঠিকানা এবং ডিমান্ড নোটিশের তারিখ | সম্পত্তির বিবরণ (ies) এবং দখলের তারিখ | মধ্যে দাবি করা পরিমাণ দখলের নোটিশ (টাকা) |
|---|---|---|
| ১. অনিল কুমার শাউ ২. অজয় কুমার শাউ নং ১ ও নং ২-এর ঠিকানা আছে-১২, এ. L. Daw Road, Budge Budge M, South 24 Parganas, Kolkata, West Bengal- ৭০০১৩৭. ৩. ASHA DEVI SHAW No.৩ ঠিকানা আছে-১এ, এম এ ঘোষ রোড, ওয়ার্ড নং-১০, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১৩৭। ৪. অর্পনা শাউ নং ৪ এর ঠিকানা আছে-P501, Cit Road, Scheme-7, Kankurgachi, Kolkata, West Bengal- 700054. ৫. RITA REALTORS এবং ৬. রাধা মেডিক্যাল সেন্টার নং ৫ এবং ৬ তাদের রয়েছে ঠিকানা-১৫০,এমজি রোড, ওয়ার্ড নং ৯, কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০৭। ৭. অর্চনা শাউ নং ৭-এর ঠিকানা রয়েছে-চৌধুরী বাজার, বিবি ঘোষ রোড, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ- ৭১৩১০১। ৮. রিতা শাউ নং ৮-এর ঠিকানা রয়েছে- ১২ অল দা রোড, বজ বজ এম, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা , Budge Budge, West Bengal - 700137.ডিমান্ড নোটিশের তারিখঃ ৩০ জুন, ২০২১ লোন নম্বর RHLPKOL০০০০৫৬৮৮৭ (PR০০৭০৮৭৮৩) | স্থাবর সম্পত্তি বহনকারী জমির সমস্ত টুকরো এবং পার্সেল ০৭১ /২সতক একত্রে কাঠামোর সাথে দাগ নং ৮২৮/ ১০৫৯ এবং ৮২৯ খতিয়ান নং ৪৩১ আরএস এর অধীনে অংশ গঠন করে। খতিয়ান নং ৪১০, জেএল নং.৯ মৌজা নিজগড়ে, পিএস এর অধীনে জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণায় বজবজ, বর্তমানে পৌরসভা হোল্ডিং নং ১৫০ হিসাবে পরিচিত, বজবজ পৌরসভার সীমার মধ্যে, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০১৩৭। **দখলের তারিখঃ** ২৪ পেব্রুয়ারি, ২০২৪ | ১,৮৫,২৫,৭৪৩- টাকা (এক কোটি পঁচাশি লাখ পঁচিশ হাজার সাতশত তেতাল্লিশ মাত্র) ৩০ জুন ২০২১ তারিখের হিসাবে |
| ১. মাশাব কাজী ২. মমতাজ কাজী নং ১ এবং ২ তাদের ঠিকানা- 47A Mh Khan Road, Budge Budge M Wb, South 24 Parganas, Kolkata, Memonpur More, West Bengal - 700137.৩. এম এন্টারপ্রাইজ থাকার ঠিকানা - প্রিমাইজ নং. সি ১, ৩৮১০৬, বিবিটি রোড পো সারঙ্গা বাড পিএস মহেশতলা ওয়ার্ড নং ৩৫, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, বজ বজ নতুন বাজার এস.ও., কলকাতা- ৭০০১৩৭। ডিমান্ড নোটিশের তারিখঃ ২৮ জানুয়ারী , ২০২২লোন নম্বর RHLP-KoL000058503 (PR00708932) | ফ্ল্যাট- ৪এ সহ স্থাবর সম্পত্তির সমস্ত অংশ এবং পার্সেল ৪র্থ তলায় ৮০০ বর্গমিটার পরিমাপ। ফ্ল্যাট বিল্ডিং এর সুপার বিল্ট আপ এরিয়া শান্তি নীড় নামে পরিচিত প্লট জমিতে ৫ কাটা, ৭ ছটাক এবং ২৮ স্কয়ার ফুট আরএস দাগ নং ৯১-এর অংশ গঠন, এলআর এর সাথে সম্পর্কিত। দাগ নং ১২৭ আরএস এর অধীনে খতিয়ান নং ৩৩৪, এলআর এর সাথে সম্পর্কিত। খতিয়ান নং ৪১ মৌজা মেমনপুরে, পৌরসভা হোল্ডিং নং-বি৭,৬৮১৩নিউ, বি৭, ৬৮২০২ (পুরাতন), পিএল-মহেশতলা,মহেশতলাপৌরসভা,কলকাতা, শিমবঙ্গ। **দখলের তারিখঃ** ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ | ৪,৫২,৫৬৭- টাকা (চৌদ্দ লক্ষ টাকা বাহান্ন হাজার পাঁচ শত সাতষট্টি মাত্র) ২৫শে জানয়ারী ২০২২ এর হিসাবে |

আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, উপলব্ধ সময়ের সাপেক্ষে, সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করার জন্য।

স্থানঃ উত্তর২৪ পরগণা,কলকাতা
তারিখ ঃ ২৮.০২.২০২৪

সাক্ষর- (অনুমোদিত অফিসার)
এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড

## KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

**ABRIDGED NIT**

**The Executive Engineer (Water Supply/GRWW), KMC** invites e-Tender for the following works :-

**1. NIT NO. : EEWS/KMC/GRWW/23-24/26**
Name of work : **Strengthening of leaky part by MS Jacketing of 1500 MM Dia SS Grid at the PSC & M.S Joint infront of Bamboo Shop at Jinjira Bazar on Taratala Road with other allied works.** Estimated Amount : **Rs.2,50,031.00.** Earnest Money : **Rs.5,001.00.** Period of Completion : **10 Days.**

**2. NIT NO. : EEWS/KMC/GRWW/23-24/241**
Name of work : **Supply, Delivery and Fitting, Fixing of GRP Flange with Ancilary GRP Pipe cutting at 1600 MM Dia M.S. GRP Interconnection Valve Chamber at the Junction of CGR Road and Taratala Road opposite BPCL Petrol Pump.** Estimated Amount : **Quotation.** Earnest Money : **Rs.7,269.00.** Period of Completion : **07 Days.**

**3. NIT NO. : EEWS/KMC/GRWW/23-24/246**
Name of work : **Installation, Testing & Commissioning of 10 HP Capacity Submersible Pump at Raw Water Valve Chamber of WTP-IV, GRWW for Dewatering Purpose.** Estimated Amount : **Quotation.** Earnest Money : **Rs.4,910.00.** Period of Completion : **05 Days.** Last Date and Time of receipt/opening of Tender (Online) : **13.03.2024 at 2 p.m./15.03.2024 at 2 p.m. (for Sl.No.1 to 3).** The bid forms and other details will be available shortly from the website : **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 3).**

**The Ex.Eng. (WS) BPS, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works :-

**1. NIT NO. : KMC/WS/NNHW/23-24/03/1st Call**
Name of the work : **Provision for Drawing Power from New Meter Room to Pump House including Change Over Arrangement at Netaji Nagar Head Works WD-98.** Estimated Cost : **Rs.1,42,552.21.** Earnest Money : **Rs.2,860.00.** Period of Completion : **20 Days.**

**2. NIT NO. : KMC/WS/LHW/23-24/10/1st Call**
Name of the work : **Restoration of Pumping Service by overhauling of Pump Set and Strengthening of 60 HP Centrifugal Pump No. 2 Foundation Base at Layalka Head Works WD-96.** Estimated Cost : **Rs.1,27,704.13.** Earnest Money : **Rs.2,560.00.** Period of Completion : **24 Days.**

**3. NIT NO. : KMC/WS/GGBPS/23-24/08/1st Call**
Name of the work : **Construction of New Enclose Type Flow Meter Chamber Over Inlet Line including Restoration of IP Passage at Golf Green BPS Wd-95.** Estimated Cost : **Rs.1,55,388.31.** Earnest Money : **Rs.3,110.00.** Period of Completion : **28 Days.** Start date of Submission of Bid : **06.03.2024 at 2 p.m. (for Sl.No.1 to 3).** Last date of Submission of Bid : **21.03.2024 at 2 p.m. (for Sl.No.1 to 3).** Tender will be opened on : **23.03.2024 at 2 p.m. (for Sl.No.1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **06.03.2024 at 2 p.m. (for Sl.No.1 to 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 3).**

**The Ex.Eng. (W/S), S.S. Unit, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-

**1. NIT NO. : KMC/WS/EE/SSU/W-121/09/23-24 (1st call)**
Name of work : **Development of Filter Water Pressure by laying of 150 MM Dia D.I. Pipe at Jayashree Park from 16C Park View Residency to F10 in Ward No.121, Br.-XIV.** Estimated Amount (including GST, CESS) : **Rs.2,85,485.37.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **10 Days.**

**2. NIT NO. : KMC/WS/EE/SSU/W-121/08/23-24 (1st call)**
Name of work : **Improvement of Filter Water Pressure by laying of 150 MM Dia D.I. Pipe at B.C. Roy Road from Block C15 to Block F46 in Ward No.121, Br.-XIV.** Estimated Amount (including GST, CESS) : **Rs.2,98,008.54.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **15 Days.**

**3. NIT NO. : KMC/WS/EE/SSU/W-121/04/23-24 (2nd call)**
Name of work : **Laying of 150 MM Dia D.I. Pipe along Raja Rammohan Roy Road from H/No.21/1 to 94/5 in Ward No.121, Br.-XIV.** Estimated Amount (including GST, CESS) : **Rs.3,05,521.18.** Earnest Money : **Rs.6,500.00.** Period of Completion : **30 Days.**

**4. NIT NO. : KMC/WS/EE/SSU/W-127/17/23-24 (1st call)**
Name of work : **Expansion of Pipeline Network by laying 100 MM Dia D.I. Pipe at Bagpota Road, Sathi Nagar from H/No.84 to 83A/8 and 83A/6/2 in Ward No.127, Br.-XIV.** Estimated Amount (including GST, CESS) : **Rs.1,42,094.40.** Earnest Money : **Rs.2,900.00.** Period of Completion : **21 Days.** Last date of submission of bid : **12.03.2024 upto 4 p.m. (for Sl.No.1 & 2) and 11.03.2024 upto 4 p.m. (for Sl.No. 3 & 4).** Tender will be opned on : **14.03.2024 at 4 p.m. (for Sl.No.1 to 3) and 13.03.2024 at 4 p.m. (for Sl.No.4).** The bid forms and other details are available on & from **02.03.2024 at 4 p.m. (for Sl.No. 1 & 2) and 01.03.2024 at 4 p.m. (for Sl.No. 3 & 4).** The website : **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 4).**

**1494/23-24**

Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar

Ministry of Ports, Shipping & Waterways
Government of India
SAGARMALA
PM Gati Shakti
National Master Plan for Multi-Modal Connectivity

# বিকশিত মেরিটাইম সেক্টর মোদি সরকারের গ্যারান্টি

### ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে
## ভিওসি পোর্ট আউটার হারবার কন্টেইনার টার্মিনাল-এর জন্য

এবং

### দেশের জন্য উৎসর্গ, উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন
## অন্যান্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প-এর জন্য

## মূল্য ১৭,০০০ কোটি টাকারও বেশি

উদ্বোধক
## নরেন্দ্র মোদি
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**বুধবার, ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, সকাল ৯.৩০ থেকে ভি.ও. চৈদামবারানার পোর্ট অথরিটি, টুটিকোরিন, তামিলনাড়ু**

## ৩৬টি প্রকল্প

| ১৮ | ১৫ | ৩ |
|---|---|---|
| উদ্বোধন | ভিত্তিপ্রস্তর | উৎসর্গ |
| ৫৩৫০ কোটি টাকা | ১০৫০০ কোটি টাকা | ১৫০০ কোটি টাকা |

শুরু হবে
ভারতের প্রথম সবুজ হাইড্রোজেন হাব বন্দর হিসাবে ভিওসি পোর্ট
ভারতের প্রথম দেশীয় হাইড্রোজেন জাহাজ

## প্রকল্পের উদ্বোধন, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং জাতির জন্য উৎসর্গ

ভিওপিসি-এ বার্থের যান্ত্রিকীকরণ এবং ৫ এমএলডি ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট। গ্রিন হাইড্রোজেন বা এর ডেরিভেটিভের উপর চালানোর জন্য বিদ্যমান এসসিআই জাহাজের রিট্রোফিটিং। ভারত জুড়ে ৭৫টি বাতিঘরে পর্যটন সুবিধার উন্নয়ন এনএমপিএ এবং জেএনপিএ-এ রাস্তা। ভিপিএ-তে বার্থ নির্মাণ এবং জেটির পুনর্বাসন। জিত্তান্ডহল্লির চার লেনিং-এনএইচ-৮৪৪-এর ধর্মপুরী সেকশন। এনএইচ-৮১-এর মীনসুরুত্তি-চিদাম্বরম সেকশনের দুই লেন। ওডানচাতরাম-মাদাথাকুলম বিভাগে চার-লেনিং-এনএইচ-৮৩। নাগাপট্টিনামের দুই লেনিং- এনএইচ-৮৩ এর থাঞ্জাভুর সেকশন। ভাঞ্চি মানিয়াচ্চির ৮৬ কিমি দ্বিগুণ - তিরুনেলভেলি এবং মেলাপ্পালায়ম। এমবিপিএ ৬, জেএনপিএ-তে আরালভাইমোলি রেলওয়ে সেকশন ১০৬এম বার্থ। ইস্ট কোয়ের যান্ত্রিকীকরণ এবং ভিপিএ-তে হাসপাতালের সুপার স্পেশালিটিতে উন্নীতকরণ এনএমপিএ-তে ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট মাল্টি-স্পেশালিটি হাসপাতাল এবং কভারড স্টোরেজ। এমপিএ-এ ড্রাই ডক ৬, জাহাজ মেরামত ইয়ার্ড এবং ২টি বার্থের ও অ্যান্ড এম উন্নয়ন এসএমপিএ এ বার্থের পুনঃনির্মাণ এবং যান্ত্রিকীকরণ। কুলাসেকারপট্টিনমে ইসরোর নতুন লঞ্চ কমপ্লেক্স

## জাতির জন্য সুবিধা

- কন্টেইনার ট্রান্সশিপমেন্ট খরচ কমানো এবং সময় ঘুরিয়ে দেওয়া
- ভারতের প্রথম সবুজ এইচ২ হাব পোর্ট ও ইকোসিস্টেম
- জলপথের জন্য শূন্য নির্গমন জিরো নয়েজ জাহাজ
- আরও দক্ষ, নিরাপদ এবং দ্রুত কার্গো উচ্ছেদ ও লজিস্টিক
- আপগ্রেডেড রেল ও সড়ক অবকাঠামো ভালো সংযোগের জন্য
- বর্ধিত গতি, স্বাচ্ছন্দ্য এবং ভ্রমণের আরাম
- পর্যটন সম্পর্কিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি

## গৌরবময় উপস্থিতি

| আর.এন. রবি | সর্বনন্দ সোনওয়াল | শ্রীপদ ইয়াসু নায়েক | শান্তনু ঠাকুর | ই.ভি. ভেলু | পি. গীথা জীবন | কানিমোঝি করুণানিধি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মাননীয় রাজ্যপাল তামিলনাড়ু | মাননীয় মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ এবং জলপথ এবং আয়ুষ, ভারত সরকার | মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বন্দর, শিপিং এবং জাহাজ, জলপথ এবং পর্যটন | প্রতিমন্ত্রী, বন্দর, শিপিং এবং জাহাজ এবং জলপথ | মাননীয় মন্ত্রী, গণপূর্ত, মহাসড়ক এবং ছোট বন্দর, তামিলনাড়ু | মাননীয়া মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ এবং নারী ক্ষমতায়ণ | মাননীয়া সাসদ, লোকসভা তামিসনাড়ু |

ShipminIndia Shipmin_India Shipmin_India Sagarmala Project Sagarmala.gov.in / shipmin.gov.in

LIVE STREAM ডি ডি নিউজে সরাসরি দেখুন

cbc 37201/13/0023/2324